It is for Natwar to decide: Sibal

Senior Congress leader hints that the former External Affairs Minister should resign

- **It is for Pathak Committee to decide who is guilty and who is not**
- **"In the light of all the statements, it was not proper for Mr. Natwar Singh to continue in the party panel"**

NEW DELHI: Senior Congress leader and Union Minister Kapil Sibal on Monday advised the former External Affairs Minister, Natwar Singh, to understand the situation following his removal from the Congress Steering Committee in the wake of the Volcker Comittee Report on the United Nations oil-for-food scam.

"Natwar Singh is a mature, experienced politician. He will understand the circumstances and take appropriate steps in the best interests of the party ... There is a word subtlety in English. Natwar Singh understands that," Mr. Sibal told reporters.

Asked about Mr. Natwar Singh's removal from the Congress Steering Committee late on Sunday night, Mr. Sibal said his (Mr. Singh's) continuance on the committee "is untenable... It is for Natwar Singh to decide."

To a question whether this was a message for Mr. Natwar Singh to resign, Mr Sibal said, "political parties don't send messages."

He said it was not a question of who was guilty and who was not, pointing out that this task fell within the purview of the Justice R.S. Pathak Inquiry Authority set up by the Government for the purpose. "We are not here to determine that. It is for Mr. Pathak to determine that ... Many things have happened in the past. Mr. Natwar Singh has gone to the press, not once [but] quite often. Many people have also gone to the press. In the light of all the statements, it was not proper for Mr. Natwar Singh to continue in the party panel." Mr. Natwar Singh was removed after a party meeting, presided over by Sonia Gandhi, decided it would be untenable for Mr. Singh to continue as a member of the Steering Committee on the grounds of propriety and in view of the prevailing political situation, a party statement said.

In a related development, Mr. Natwar Singh's son, Jagat Singh, who is also in the eye of the Volcker storm, said he was prepared to face a CBI probe.

Alleging that a "witchhunt" was on to "find a scapegoat," Mr. Jagat Singh told reporters, "We will not be scapegoats."

He demanded that the documents collected by India's special envoy Virendra Dayal from the United Nations be made public. Mr. Natwar Singh and the Congress have been named as "non-contractual beneficiaries" in the Volcker Report, who headed a U.N.-appointed independent inquiry into a scam relating to the U.N. oil-for-food programme for the then Saddam Hussein regime. — UNI

0 6 DEC 2005

THE HINDU

THE TIMES OF INDIA

Cong clear message to Natwar: quit

Drops Him From Key Party Panel As Opposition Turns Up Heat In Parliament

New Delhi: Making it evident that it wanted Natwar Singh to quit, Congress on Monday said his continuance in the party's steering committee was "untenable" and his removal from the powerful body was a "clear message" which he should "understand".

"Description of his stay in the steering committee by the highest body of the party headed by Sonia Gandhi as untenable is a clear message (to Natwar). There can be no clearer message," Union minister Kapil Sibal said here. The senior Congress leader said if Natwar was taking time to "understand" the message, it was a different matter.

The steering committee passed a resolution unanimously dubbing as "untenable" continuance of Natwar in the committee on "grounds of propriety".

Describing Natwar as "a very mature, experienced and very thoughtful politican", Sibal said "he (Natwar) will understand the circumstances under which the decision was taken and I am sure that he will then, in the light of that decision, take appropriate steps which he considers best in the interest of the party".

"It is for Natwar Singh*ji* to decide in the light of what has happened," he said referring to controversy triggered by the Volcker committee and subsequent comments by former envoy to Croatia Aniel Matherani about Natwar's alleged involvement. Sibal, however, said the party's message did not mean that Natwar was "guilty or innocent" which will be established by the inquiry ordered by the government.

Congress general secretary Ambika Soni said PM Manmohan Singh endorsed the steering committee's decision. It was for the Prime Minister to decide whether Natwar should continue in his cabinet, she added.

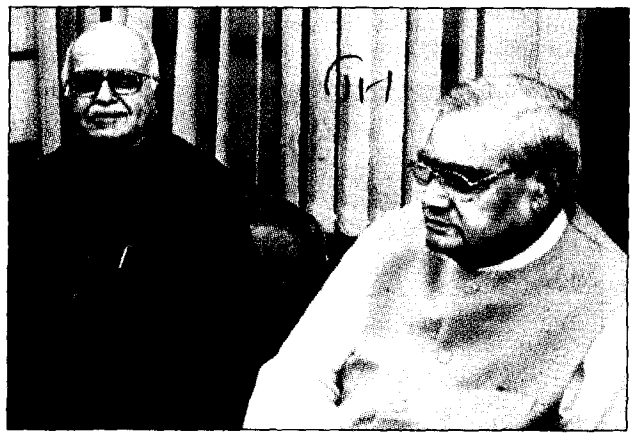

L K Advani and A B Vajpayee at an NDA meeting on Monday where they decided not to allow any business in Parliament till Natwar Singh steps down

But pressure on Congress and Natwar increased manifold with the Opposition holding up proceedings in Parliament for the third consecutive day and questioning the rationale of Congress in removing Natwar from the party's highest policy-making body while allowing him to continue in government. As slogan-shouting opposition members led by BJP repeatedly stormed the well in the Lok Sabha, deputy speaker Charanjit Singh Atwal adjourned the House for the day.

The BJP-led opposition was on its feet all through demanding Natwar's resignation and shouting slogans, like "*Ab to yeh spasht hai, Sonia Gandhi bhrasht hai* (it is clear now that Sonia Gandhi is corrupt)". Sonia, seated in the front row with ministers Sharad Pawar and Lalu Prasad, appeared unfazed.

In the Rajya Sabha, BJP's Sushma Swaraj wanted suspension of the listed business and pressed for the Volcker issue to be taken up. Deputy chairperson Rahman Khan said without a notice the issue could not be taken up. TNN and Agencies

09 DEC 2005
AMRITA BAZAR PATRIKA

স্টিয়ারিং কমিটি থেকে নটবরকে সরাল কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর: দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি থেকে বাদ পড়লেন নটবর সিংহ। আজ রাতে সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর বাড়িতে কংগ্রেস স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক অম্বিকা সোনি। দলের চাপ সত্ত্বেও এ দিনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছেন নটবর।

সাম্প্রতিক সাংগঠনিক নির্বাচনের পরে ওয়ার্কিং কমিটিকে স্টিয়ারিং কমিটিতে পরিণত করেছেন সনিয়া। আজ সেই কমিটির বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়, আহমেদ পটেল, অম্বিকা সোনি প্রমুখ। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই নটবরকে সরানোর পক্ষে রায় দেন।

এ দিকে, বিভিন্ন মহলের পরস্পর বিরোধী মন্তব্যে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে নটবর সিংহের ছেলে জগৎ সিংহ এবং তাঁর বন্ধু অ্যান্ডি সেহগালের অবস্থান। মন্তব্যকারীদের তালিকায় জগৎ নিজে ছাড়াও আছেন প্রাক্তন যুব কংগ্রেস সভাপতি রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি শিবশঙ্কর। যাঁর সাক্ষাৎকার নিয়ে সব থেকে জলঘোলা হয়েছে, সেই অনিল মাথেরানি আজ ক্রোয়েশিয়া থেকে ফিরেই চলে যান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও গোয়েন্দাদের হেফাজতে। পরে বক্তব্য বিকৃতির অভিযোগ তুলে তিনি এ দিনও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "একটি চ্যানেল ও পত্রিকা এই ভাবে আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেছে।"

এই পরিস্থিতিতে নটবর বিবৃতি দিয়ে জানান, কেন তিনি ইস্তফা দিতে চাইছেন না। রাশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকেও মুখোমুখি হতে হয় একই প্রশ্নের। তিনি জবাব এড়িয়ে গেলেও জানিয়েছেন, এই ব্যাপারে কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে তাঁর কোনও মতপার্থক্য নেই।

সব মিলিয়ে শাসকদল নিশ্চিত ভাবেই কিছুটা অস্বস্তিতে। সেই সুযোগ আরও এক কাজে লাগিয়ে সংসদে রণকৌশল ঠিক করতে কাল সকালে আলোচনায় বসছেন বিরোধী নেতারা। ভোলকার রিপোর্টের সঙ্গে প্রাক্তন কেজিবি-কর্তা ভাসিলি মিত্রোখিনের বইয়ের বিষয় জুড়ে দিয়ে সংসদ অচল করা হবে কি না, তা-ও তাঁরা ভাবছেন।

এর মধ্যে বামেরা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আগামী বৈঠক ও অন্যান্য জনস্বার্থ-সক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার দাবি তুলে বিজেপির মোকাবিলার চেষ্টায় নেমেছেন। বিরোধীরা সংসদ অচল করে দিলে বামেরা এই অভিযোগ আনবেন যে, সাধারণ মানুষের বিষয় তুলতে তাঁরা বাধা দিচ্ছেন। সিপিআই নেতা এ বি বর্ধন মিত্রোখিন প্রসঙ্গে বলেন, ওই বিষয়টি সংসদে তোলা হলে এমন বহু বইয়ের বিষয় তাঁরাও তুলবেন যেখানে বিজেপি নেতাদের নিয়ে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে।

এ সবের মধ্যেই জগৎ বাবার বিরুদ্ধে চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন। বস্তুত, এই প্রথম নটবর-পুত্র চক্রান্তের তত্ত্ব সামনে আনলেন। তিনি বলেন, নটবরের শরীরের কারণেই তিনি কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। যুব কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই যাত্রার কথা তিনি তৎকালীন সভাপতি সুরজেওয়ালাকে জানান। তাঁর অনুমতিও পান। যাত্রার সব খরচ নটবরই দেন। জর্ডন থেকে অ্যান্ডি তাঁদের সঙ্গী হন। জগৎ আজ মাথেরানির বক্তব্য 'বিভ্রান্তিকর' বলে মন্তব্য করে বলেন, "আমি মোটেই জর্ডনে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগ দিইনি। এখান থেকেই প্রথমে জর্ডন এবং পরে বাগদাদ গিয়েছিলাম।" জগতের এই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর আগের কথার মিল নেই। মিল নেই শিবশঙ্কর ও সুরজেওয়ালার বক্তব্যেরও। ইরাকে সেই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য শিবশঙ্কর এ দিন বলেন, জগৎ ও অ্যান্ডিকে তিনি সফরের সময় দেখেননি। সুরজেওয়ালা বলেন, জগৎকে তিনি তখন ইরাক ভ্রমণের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন কি না, মনে পড়ছে না। তবে জগৎ যদি গিয়েও থাকেন, যুব কংগ্রেসের কোনও দল যায়নি। নটবরও এ দিন নিজের সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ইস্তফা দিলেই অনেকে ধরে নেবে আমি দোষী। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। আর সেই ইস্তফাকে হাতিয়ার করে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইবে বিরোধীরা।"

অধীর-প্রশ্নে রাজ্য কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব থামাতে ময়দানে প্রণব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ও বহরমপুর: রাজ্য কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব সামলাতে মাঠে নামলেন খোদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে তিনি জানান, প্রদেশ সভাপতি হিসাবে আগামিকাল তিনি বহরমপুর জেলে গিয়ে ধৃত সাংসদ অধীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবেন। রাজ্য কংগ্রেসের সব গোষ্ঠীর কাছেই প্রণববাবু এই বার্তা পৌঁছে দিতে চান যে, অধীর-প্রশ্নে লড়াইকে মূলধন করেই সিপিএমকে চাপে ফেলতে হবে। তবে বহরমপুরে কোনও সভা করার পরিকল্পনা নেই প্রণবের।

অন্য দিকে, এ দিন বহরমপুর জেলে অধীরের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্র বলেন, অধীর তাঁর ভাই। সোমেনবাবুর কথায়, "ভাইয়ের জন্য দাদা যা করে, অধীরের জন্য আমি তার চেয়ে কম করব না। বেশিই করব।" অধীরও জেলে বসে বলেন, "সোমেনদা আমাকে স্নেহ করেন। তাই তিনি আমায় দেখতে জেলে এসেছেন।"

তবে 'দাদা-ভাই'-এর সুসম্পর্কে বছর আড়াই ধরে ফাটল দেখা দেওয়ার কথাও অবশ্য গোপন থাকেনি সোমেনবাবুর কথায়। তিনি বলেন, "অধীরকে যখন কেউ চিনত না, তখন আমার বাড়িতে বসেই বিধানসভা ভোটে ওর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়!" সোমেনবাবুর সঙ্গেই অধীরের সঙ্গে এ দিন জেলে গিয়ে দেখা করেন কংগ্রেসের তিন নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়া ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা এ দিন এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, অধীর-প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে চান। অধীরের গ্রেফতারি নিয়ে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অতীশ সিংহের 'বিরূপ' মন্তব্য প্রসঙ্গে সোমেনবাবু বলেছেন, "একা অতীশদা কী বললেন, তাতে কিছু যায়-আসে না।" তাঁর কথায়, "মুর্শিদাবাদে গত লোকসভা ভোটে সিপিএম প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছে। অধীরের নেতৃত্বে জেলার ১৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টিতেই কংগ্রেস এগিয়ে। তাই সিপিএমের গাত্রদাহ। রাজনৈতিক কারণেই ওকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই মোকাবিলা করব।" মানসবাবু বলেন, "অধীরের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস রাজ্য কংগ্রেসের পথপ্রদর্শক। অধীরের মুক্তির জন্য কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ছে।" প্রদীপবাবু অবশ্য বৃহস্পতিবারই বলেছিলেন, "সিপিএম বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশে অধীরকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অধীরের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই। কলকাতার বিক্ষোভ সভায় আমিও ছিলাম।"

প্রদেশের চার নেতা কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বললেও জেলা কংগ্রেসের বিদ্রোহী গোষ্ঠী তথা সোমেন অনুগামী 'ইন্দিরা-রাজীব মঞ্চ'-এর তরফে জোড়া খুনের ঘটনায় অধীর চৌধুরীর 'ফাঁসি' দাবি করা হয়েছে। তা কেন? চার নেতাই সমস্বরে বলেন, "ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হচ্ছে। এখন ওই সব প্রসঙ্গ কেন!" তবে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর সিংহের আবেদনে সাড়া দিয়ে সোমবার যে তিনি বহরমপুরে আসবেন না, তা সোমেনবাবু জানিয়ে দিয়েছেন। ২৭ তারিখ অধীর-প্রশ্নে আন্দোলন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের দফতরে বৈঠকে যোগ দেবেন প্রণববাবু এবং প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। জানা গিয়েছে, সোমেন-প্রদীপের না-থাকার বিষয়টি বৈঠকে তুলতে চান প্রিয়। তাঁরও মত, বর্তমান অবস্থায় দলের সকলের একজোট হয়ে অধীরের পাশে দাঁড়ানো উচিত।

কংগ্রেসের নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় এ দিন কলকাতায় জানান, সোমবার বহরমপুরে আদালত চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি করা হলেও কংগ্রেস আইন ভেঙেই জমায়েত করবে। সোমবারই অধীর চৌধুরীকে ফের আদালতে হাজির করানোর কথা। সব জেলা কংগ্রেস সভাপতি এবং কংগ্রেস বিধায়ককে ওইদিন সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন সুব্রতবাবু, শঙ্কর সিংহরা। সুব্রতবাবু জানান, তাঁরা সভা করতে যাবেন। বাধা পেলে আইন অমান্য করে গ্রেফতার হবেন। সুব্রতবাবু জানান, তিনি ওই দিনও প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে অধীরের সঙ্গে দেখা করতে জেলের ভিতরে যাবেন। তাঁর আরও বক্তব্য, মৃত্যুভয় দেখিয়ে রাজসাক্ষী করার যে অভিযোগ মোক্তার শেখ করেছেন, তা খুবই গুরুতর। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ নিয়ে আগামী সপ্তাহে আদালতে একটি রিট আবেদন দাখিল করা হবে। অধীর-কাণ্ডে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যাবে বলেও দাবি সুব্রতবাবুর। তাঁর মতে, এ ব্যাপারে দলে যেটুকু অনৈক্য রয়েছে, রবিবার প্রণববাবুর সঙ্গে কর্মসমিতির বৈঠকের পর তা দূর হয়ে যাবে।

প্রয়োজন হলে নিজেই সওয়াল করবেন অধীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর: বহরমপুর মহকুমা আদালতে সোমবার নিজেই নিজের মামলার সওয়াল করতে পারেন ধৃত কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। শুক্রবার বহরমপুর জেলে বসে বিচারাধীন বন্দি অধীর এ কথা জানিয়েছেন।

বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন গত সোমবার থেকে টানা সাতদিন জেলা জজ আদালত ও বহরমপুর মহকুমা আদালতের সিজেএম আদালতে কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন। ফলে কোনও আইনজীবী লড়তে না চাইলে অধীর নিজেই নিজের মামলার সওয়াল করবেন। এ দিন বহরমপুর জেলের জেলারের ঘরের সামনে বসে অধীর বলেন, "২৮ নভেম্বর আদালতে উপস্থিত থাকবই। অসুস্থ হলেও আদালতে যাব এবং আমার পক্ষে নিজেই মামলার সওয়াল করব।"

বস্তুত, জামিনে নিজের মুক্তির দাবিতে মামলা লড়ার প্রস্তুতি জেলের ভিতরেই শুরু করে দিয়েছেন অধীর। বৃহস্পতিবার জেলে গিয়ে তাঁকে আইনি কৌশলের প্রাথমিক পাঠ দিয়েছেন আইনজীবী পীযূষ ঘোষ। তিনি বলেন, "ধর্মঘটের ফলে কোনও আইনজীবী তাঁর হয়ে না লড়তে পারলে আদালতে করণীয় বিষয়ে জেলের ভিতরেই সাংসদকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।" ওই মামলায় পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে পেশ করা ৪০ জন সাক্ষীর মধ্যে কারও বক্তব্যে অধীরের উল্লেখ নেই জানিয়ে পীযূষবাবু বলেন, "শুধু এক অভিযুক্তই হল 'রাজসাক্ষী' মোক্তার শেখ যিনি আদালতকে জানিয়েছেন, প্রলোভন ও সপরিবার প্রাণনাশের হুমকির মুখে তিনি বিচারককে পুলিশের শেখানো কথা বলেছেন।

ওই বিষয়টি তুলে ধরেই সাংসদ জামিন পাওয়ার পক্ষে সওয়াল করবেন বলে জানিয়ে পীযূষবাবু বলেন, "ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায়ের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচনে সংঘর্ষে ধৃত কংগ্রেস কর্মীদের জামিনের আবেদন নিয়ে গত ৬ জানুয়ারি সওয়াল-জবাবের সময় অধীরবাবু বিচারকের অনুমতি নিয়ে তাতে অংশ নেন। আদালতের বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। নিজের জামিনের আবেদনের বিষয়ে তাঁর বিশেষ অসুবিধা না হওয়ারই কথা।" বহরমপুর আদালতের অপর আইনজীবী সন্তোষচন্দ্র সরকার বলেন, "খুনের ঘটনার অনেক মামলায় অধীরবাবু নিজে যুক্ত। এ সম্পর্কিত আইনি ধারার বিষয়ে তিনি আইনজীবীদের মতোই প্রায় অভিজ্ঞ।"

শুক্রবার দুপুরে ১৮ জনের একটি দল অধীরের সঙ্গে দেখা করতে যায়। সেখানে ছিলেন জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মৌসুমী বেগম, কান্দির উপ-পুরপ্রধান অপূর্ব সরকাররা। জেলারের কার্যালয়ের সামনে ১৭ টি চেয়ার ও একটি বড় বেঞ্চ পাতা ছিল। মাথা গুনে জেলের ভেতরে ঢুকতেই জেলারের ঘর থেকে বেরিয়ে অধীর কাঠের চেয়ারে এসে বসেন। পরনে ছিল সাদা পাজামা, ঘিয়ে পাঞ্জাবি। গলায় তেরঙা সিল্কের উত্তরীয়।

দর্শনার্থী নেতাদের অধীর বলেন, "অধীর চৌধুরীর সঙ্কট না ভেবে রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্কট হিসেবে এটাকে দেখে প্রদেশ নেতাদের আন্দোলনে নামার আবেদন জানিয়েছি।" জেলের ভেতরের অব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল, কারামন্ত্রী ও জেলাশাসককে চিঠি লিখেছেন সাংসদ। আবার ঠিক করে দিয়েছেন ২৮ নভেম্বর জেলা কংগ্রেসের আন্দোলনের রূপরেখা। কর্মীদের অধীর বলেন, "কান্দি-জঙ্গিপুর এলাকার কর্মীরা গির্জার মোড়, লালবাগ-ডোমকল এলাকার কর্মীরা পঞ্চাননতলায় ও বেলডাঙা-নওদা এলাকার কর্মীরা চুঁয়াপুরে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদসভা করবেন।" এর ফলে অবশ্য বহরমপুর শহরে ঢোকা ও বেরনোর পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে।

ANANDABAZAR PATRIKA

কাউকে আড়াল নয়, সাফ কথা সনিয়ার

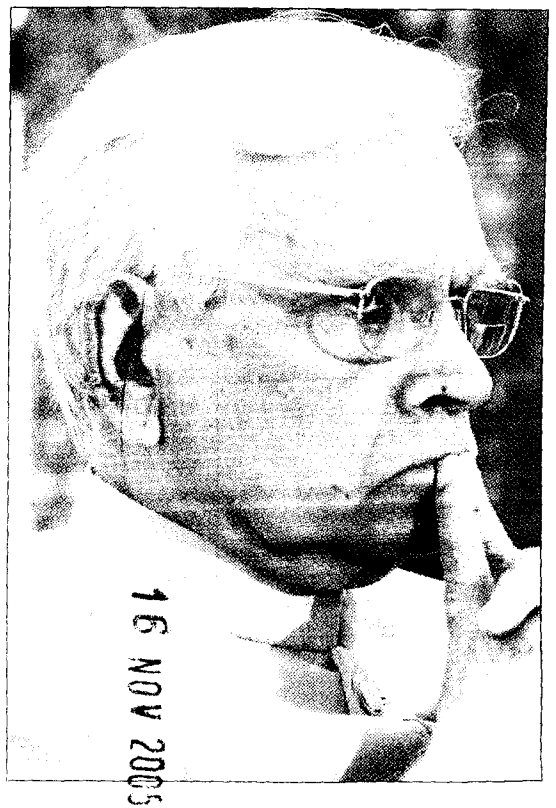

16 NOV 2005

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর: ভাবমূর্তির প্রশ্নে কোনও রকম আপসে তাঁর আপত্তি আছে। তাই দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকে রেয়াত করতে চান না সনিয়া গাঁধী। সে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেমনই হোক।

ভোলকার-বিতর্কে প্রায় পক্ষ কালের নীরবতা ভেঙেছেন ইউপিএ সভানেত্রী। এবং চাঁছাছোলা ভাষায় জানিয়েছেন, ইরাকে তেল-দুর্নীতির সঙ্গে কংগ্রেস ও নটবর সিংহের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তিনি বেজায় ক্ষুব্ধ। সরকারের তদন্তের সিদ্ধান্ত একশো ভাগ ঠিক এবং তাতে তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে জানিয়ে সনিয়ার ঘোষণা, দোষী প্রমাণিত হলে কাউকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহকে ১০, জনপথ রোডই আসলে আড়াল করছে বলে যে প্রচার ক্রমে এবং নিশ্চিত ভাবে গতি পাচ্ছিল, তাকে আজ এই ভাবেই রুদ্ধ করতে চেয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী।

দুর্নীতি প্রমাণ হলে কাউকে ছাড় না-দেওয়ার ঘোষণায় বিস্ময়ের উপাদান নেই ঠিকই। কিন্তু সনিয়ার এই ভাবে মুখ খোলা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন উঠেছে যথেষ্ট। ইউপিএ সরকারের দেড় বছরের জমানায় একাধিক মন্ত্রী-নেতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এসেছে। কখনও এ ভাবে ঘর সামলাতে আক্রমণাত্মক হতে দেখা যায়নি সনিয়াকে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, কেন এ বার সরব হলেন সনিয়া।

কংগ্রেসের শীর্ষ সূত্রে যা ব্যাখ্যা মিলছে, তাতে দাঁড়াচ্ছে যে, এ ছাড়া সনিয়ার সামনে বিশেষ কোনও পথ খোলা ছিল না। নটবরের ইস্তফা চেয়ে গোল বাধালেও বিজেপি গোটা ব্যাপারটাকে ক্রমশই যে সনিয়া-বিরোধিতার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং সেটা আঁচ করেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী। এমনকী এ-ও খবর, এই ঘটনার সঙ্গে কুত্রোচ্চির কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা খুঁজে বার করতেও বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব সক্রিয়। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ভোলকারের প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীরা যে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে দেবে, তাতে কোনও সংশয় নেই। বফর্স কেলেঙ্কারির মতো ভোলকার-কাণ্ড ঘিরেও সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হোক, সেই পরিস্থিতি তৈরি হতে দিতে চাননি সনিয়া। আর এর সঙ্গে নিজের তথা দলের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির প্রশ্নটা জুড়ে নিয়ে দ্রুত তদন্ত ও শাস্তির প্রসঙ্গও পেড়ে ফেললেন।

সনিয়ার এই তাগিদ প্রবল ছিল বলেই নটবর-প্রসঙ্গে তিনি আজ প্রায় হাত ধুয়ে ফেলেছেন। রাজনৈতিক মহলে এমন ধারণা ছিল যে, নটবরের পিছনে সনিয়ার বরাভয় আছে। তা না-হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে নটবরের ইস্তফা দেওয়া যখন প্রায় চূড়ান্ত, তখন শেষ মুহূর্তে কী ভাবে স্রেফ চিদম্বরমের প্রস্তাব মেনে তাঁকে দফতরবিহীন মন্ত্রী করে রেখে দেওয়া হল। সরকারের ভিতরে চিদম্বরমের একার যে অত খুঁটির জোর নেই, সেটা সংশয়াতীত। কিন্তু সনিয়া আজ জানিয়েছেন, কাউকে তিনি আড়াল করছেন না।

রাজধানীতে একটি ইংরেজি দৈনিক আয়োজিত আলোচনাচক্রের পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে সনিয়ার কাছে পরিষ্কার জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি নটবরকে আড়াল করছেন কি না। সনিয়ারও স্পষ্ট জবাব, "কাজের সূত্রে নটবর সিংহের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমি তাঁকে রক্ষা করছি, এমন ধারণা একেবারেই ঠিক নয়।" কংগ্রেসের স্বার্থে নটবরকে বলির পাঁঠা করা হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও রাখা হয়েছিল সনিয়ার সামনে। সেখানেও সভানেত্রীর সাফ ব্যাখ্যা, দলের ভাবমূর্তি রক্ষা করা নেত্রী হিসাবে তাঁর কর্তব্য। তাই অভিযোগ উঠলে তদন্ত এবং প্রমাণিত হলে শাস্তি হবেই।

ভোলকার রিপোর্টে নটবরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে সনিয়া বলেন, "গোড়ায় আমার মনে হয়েছিল, এটা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম থেকে এটাও বলে আসছি, রিপোর্টটি যদি সত্যি হয়, যদি কেউ দুর্নীতিতে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে আমি কখনও তাঁর পক্ষ নিয়ে তাঁকে রক্ষা করব না।"

সনিয়া আজকের অনুষ্ঠানে যখন এই ভাবে স্পষ্ট কথা বলছেন, শ্রোতাদের মধ্যে তখন বসে সরকার ও বিরোধী পক্ষের একাধিক শীর্ষ নেতা। সেই সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিরা। ভোলকার-তদন্তে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এবং তাঁর সরকার কতটা আন্তরিক ও স্বচ্ছ, সেটা বোঝানোর জন্য এত ভাল মঞ্চ সনিয়া সম্ভবত চট করে আর পেতেন না।

ভোলকার-প্রসঙ্গ উঠতেই সনিয়া বলেন, "গোড়ায় রিপোর্ট দেখে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম।" আর সেই রিপোর্টে কংগ্রেসের নাম ওঠা প্রসঙ্গে সভানেত্রীর প্রতিক্রিয়া, "যদি কোনও সদস্য দলের নাম ব্যবহার করে দুর্নীতি করেন, তা হলে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা আমারই দায়িত্ব। কারণ আমি দলের সভানেত্রী। দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখা আমার কর্তব্য। সে জন্যই শুরু থেকে আমি তদন্তের পক্ষে।"

দলের কেউ, হতে পারেন নটবর সিংহ, কুকীর্তি করে থাকলে তিনি বা সামগ্রিক ভাবে দল যে তার জন্য দায়ী নয়—সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন সনিয়া। ভোলকার-রিপোর্টে তাঁর ও দলের ভাবমূর্তিতে যে আঁচ লেগেছে, সে ব্যাপারেও তিনি সচেতন। সেই জন্যই কংগ্রেসনেত্রী বলেন, "ইদানীং লোকে মনে করে, সব রাজনৈতিক দলই দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু এটা যেমন ভুল, তেমনই দুঃখের। আমি মনে করি, এমন ধারনা দূর করা দরকার। সেটা তখনই সম্ভব, যখন এই ধরনের অভিযোগ নিয়ে আমরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাব। তদন্ত বা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হবে। তবেই মানুষের আস্থা ফিরবে।"

Congress backs Natwar

Terms of reference notified

Statesman News Service

NEW DELHI, Nov. 11. — Two days after Dr Manmohan Singh's backing of Mr Natwar Singh's continuance as a Cabinet minister without portfolio, the AICC today also sought to justify the former external affair minister's position in the Union ministry.

Stressing the point that the appointment or removal of a minister is purely the Prime Minister's prerogative, the Congress said the latter's move to retain Mr Natwar Singh in his ministry was "perfectly valid".

When asked to explain Mr Natwar Singh's current status given the Congress's fierce opposition to the re-induction of former defence minister, Mr George Fernandes, into the then Cabinet despite having come under a cloud over the Tehelka expose, the AICC spokesman, Mr Abhishek Singhvi, said: "The UPA government is doing everything over the Volcker report in a transparent manner. It has ordered inquiries into the case, although there is not an iota of evidence or material to support the Volcker's charges. Even Mr Natwar Singh's continuance in the same foreign ministry would have been justified. But, to prevent even a shade of conflict-of-interest charges, given that the probes involve international affairs, he was taken off his ministry."

Asked why the government should incur the cost of maintaining the office of a minister without portfolio on public money, Mr Singhvi said: "It is the Prime Minister's judgment, there have been many such cases over the last several decades too."

Interestingly, questions have been raised since the Volcker report rocked the Congress establishment two weeks ago that the party is not properly defending the beleaguered Natwar Singh.

NEW DELHI, Nov. 11. — The Centre today notified the terms of reference of the Pathak Inquiry Authority which has been asked to go into the allegations against the former external affairs minister, Mr K Natwar Singh, and the Congress as beneficiaries of Iraqi oil payoffs.

It will go into various aspects relating to the references in the report of the Volcker Committee.

An official release said the Authority will go into various aspects relating to the references in the report of the Volcker Committee where the beneficiaries are listed as "Mr K Natwar Singh, member of the Indian Congress Party" and "India-Congress Party". The power conferred on the Authority provides for tabling of the report together with the memorandum of action taken in Parliament within six months of its submission to the government.

It will have powers of a Civil Court for summoning witnesses, documents and receiving evidence. The Authority may require any person to furnish information useful or relevant to the inquiry and to conduct search or seizures for books of accounts or other documents from anywhere. — SNS

THE STATESMAN

Natwar May Be On His Way Out

Our Political Bureau
NEW DELHI 6 NOVEMBER

EXTERNAL affairs minister Natwar Singh was precariously perched on Sunday night after Prime Minister Manmohan Singh conveyed to the minister that his continuance in the government has become untenable. Mr Singh, who is yet to act on the notice served by the Prime Minister, is apparently hoping for a spot of indulgence from Congress president Sonia Gandhi.

But sources close to the Congress president said Ms Gandhi will not shield the minister whose alleged involvement in the oil scam has depleted the moral authority of the UPA government. There are indications that senior party leaders will persuade the external affairs minister to step down.

These leaders are of the view that only those totally indifferent to the demands of morality and ethics can rubbish the embarrassing revelations in the Volcker report. Moreover, the BJP has made it clear that it will unleash a high-voltage campaign against the government on the Volcker revelations. In other words, backing the external affairs minister now entails a great political cost.

The enforcement directorate's action against Andleeb Sehgal — its sleuths raided the premises of Hamdan Exports — is a clear signal to the external affairs minister that the government will verify the charges against his relative. Hamdan Exports deposited $7,48,540 in the Jordan National Bank on behalf of Masefield AG, the Swiss firm that lifted 1.9 million barrels to which rights were obtained by Mr Natwar Singh.

The action against Sehgal is significant as it follows suspicion in the Congress leadership that Hamdan could have been the entity that "misused" the name of the Congress.

It may be recalled that two ministerial colleagues had told the Prime Minister on Saturday night that there was not any case against the Congress. "But the same can't be said about the minister," they had told the PM.

Government managers, who met several times during the day to fashion the regime's strategy for countering the taint charge, is expected to announce a panel to prove the Volcker revelations on Monday. Sources in the government said the panel could be headed by former chief justice RS Pathak.

But the BJP said on Sunday it will not be satisfied with the constitution of such a panel. "Most of the evidence have to be collected from sources outside India. If a retired judge handles the investigation, his job would be rendered futile in view of his inability to collect evidence. Such a probe will be only a cover up. It is imperative that a criminal case be registered with the appropriate agency and investigative procedures be initiated," Mr Jaitley said.

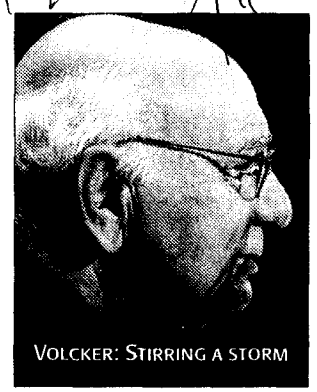

VOLCKER: STIRRING A STORM

Andaleeb still at large

Our Political Bureau
NEW DELHI 6 NOVEMBER

ANDALEEB Sehgal, a friend of external affairs minister Natwar Singh's son Jagat Singh, continued to be at large even as the I-T department and Enforcement Directorate (ED) on Sunday conducted searches at the premises of Hamdan Exports, which has been named as a "non-contractual" beneficiary of Iraq's oil-for-food programme in the Volcker report.

Enforcement Directorate's special director SK Panda had issued a notice under Section 37 of the Foreign Exchange Management Act (Fema), a milder version of its earlier avatar Fera, to make himself present for questioning at the headquarters in Lok Nayak Bhavan of Khan Market.

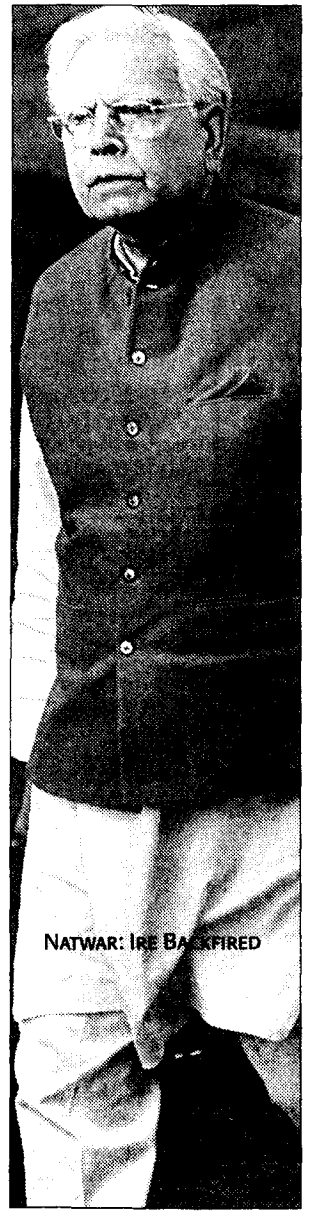

NATWAR: IRE BACKFIRED

Diplomatic crisis stares at Cabinet

Our Political Bureau
NEW DELHI 6 DECEMBER

THE "ideological spin" introduced in the political and diplomatic discourse for defending Natwar Singh and the minister's unwholesome statements, made against India's important relationships, are threatening to create a first rate diplomatic crisis for the Manmohan Singh government.

While Mr Singh's credibility to do business with the US has eroded considerably after his friends projected the Volcker report as a US-sponsored conspiracy against those who hold a different point of view, the minister's stand that "the present government in Iraq has no credibility", is a clear contradiction of the UPA goverment's own policy. India not just recognises the new administration in Iraq, it also has an ambassador representing Delhi in Baghdad. Only a fortnight ago, New Delhi had welcomed the ratification of the new Iraqi Constitution.

It is this that prompted the prime ministerial establishment to assert last evening that Dr Singh is unhappy over the "attempts to give an ideological spin" to the report. In turn, the BJP got another opportunity to claim the foreign office is manned by a disoriented minister.

Envoy approaches Volcker panel

Delhi digging for oil clues

K.P. NAYAR

New York, Nov. 5: Even as India's political establishment is working itself up over allegations of bribery against external affairs minister K. Natwar Singh in the Iraqi oil-for-food scandal, Indian diplomats here are already at work quietly to get to the bottom of the entire Indian involvement in the scheme.

Within 24 hours of Paul Volcker releasing his final report on the $60-billion UN-run programme to ease Iraqi suffering from sanctions, India's permanent representative to the UN, Nirupam Sen, formally approached the Volcker committee for full details on all Indian entities — including Singh and the Congress Party — which had allegedly creamed money off the humanitarian programme, crafted to help the Iraqi people.

"We are in touch with the Volcker committee to get to the truth about Indian entities cited in the report," Sen told **The Telegraph** today.

The external affairs minister told a TV channel this morning that "as foreign minister, I have spoken to our permanent representative to the UN half a dozen times... I have asked him to get an appointment with the secretary-general and Paul Volcker and find out the truth and let us know."

TWISTS & TURNS

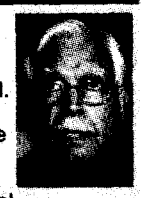

PM: Meets Sonia, Chidambaram and Kapil Sibal. Said to be working out the modalities of the probe into the Iraq scandal

Natwar: Cuts a brave front, claims full confidence of PM and Sonia. But government sources non-committal on his continuance as foreign minister

Congress: Rethinks threat to send legal notice to Volcker

BJP: Hits the streets to seek Natwar ouster

Sources at the UN secretariat said it is highly unlikely that secretary-general Kofi Annan could shed any light on the allegations against Singh or the Congress Party.

"We don't have any documentation or facts. This is an independent inquiry, although it was authorised by the secretary-general. The facts are all with the committee."

Other sources here said Volcker may have shown Annan documents about the secretary-general's role because of allegations that his son was involved in the scam, but not about anyone else.

Committee sources said Indian diplomats approached the panel swiftly and formally, saying they needed to know the basis of charges of involvement of about 130 Indian companies and individuals.

The diplomats told committee officials that they are seeking the facts also because they have to determine if any Indian laws had been broken in the Iraqi deals.

Committee sources said they were in the process of collecting details pertaining to India, adding that Volcker personally would have no knowledge of the details of investigations.

To get to the bottom of the allegations, Indian officials would have to meet at least a score of the 100-odd international investigators, whom the panel employed at a cost of $35 million to dig up all the dirt.

Singh said in the TV interview that he enjoyed the "full confidence" of both the Prime Minister and Sonia Gandhi. However, asked whether Singh would stay on as foreign minister, a government source said: "That remains to be seen," adds our special correspondent in Delhi.

At the ministry of external affairs, top officials are said to be aghast that Congress leaders should talk about sending a legal notice to the UN, of which India is a member.

■ See Page 6

'Bullshit'

Bharatpur (PTI): Natwar Singh has told a public meeting that the Paul Volcker report is "bullshit" and "full of lies".

THE TELEGRAPH 06 NOV 2005

THE STATESMAN
04 NOV 2005

Sonia pledges to back Adhir

Anindya Sengupta
in Kolkata

Nov. 3. — In what could be described as a big boost to his sagging morale, Mrs Sonia Gandhi has assured wholehearted support to Mr Adhir.Chowdhury in his legal battle against the police and the CPI-M.

The Congress president has also told the party MP from Berhampore that he must not worry about the developments taking place and that she would make arrangements for his political survival in the state. Acknowledging Mr Chowdhury's contribution to the Congress and the fact that he had been instrumental in rejuvenating the Congress in Murshidabad district, Mrs Gandhi has told Mr Chowdhury that she wouldn't like him to miss a single day in Parliament, with its session beginning in the third week of this month.

All this happened at a one-on-one meeting between the Congress president and the Berhampore MP at Delhi last evening. Mr Chowdhury is presently camping in New Delhi and waiting for a discussion on the issue with Mr Pranab Mukherjee, Union defence minister and PCC chief, who returned from Chile late last night. After talking with the PCC chief, Mr Chowdhury is going to return to Berhampore with a view to making himself available for arrest.

Talking to The Statesman over the phone from New Delhi, Mr Chowdhury said: "I am not going to surrender as it is a matter of prestige for me. Let the police arrest me. My wife and I have been framed illegally. Bogus charges of murder have been instituted against us. I really don't know how the Congress or I can gain by murdering a hawker.

"The CPI-M could not resist me politically and the Marxists have been driven out by the Congress in my district. That's why this political vendetta. The CPI-M wants to harass me in order to ensure a smooth 2006 Assembly poll. But I am not going to allow this," he added. Asked about his meeting with Mrs Gandhi, Mr Chowdhury said: "I am delighted at the outcome of the meeting." It is learnt that the Congress president told the Berhampore MP that she was aware of the fact that he had been the man who ensured the victory of three MPs from Murshidabad and that the Congress had wrested the Murshidabd zilla parishad from the CPI-M, much to the latter's shock and agony. "I don't want you to be away from Parliament. I would depute a person for looking into the developments which have been plaguing you. The Congress can't afford to lose an MP like you," Mrs Gandhi told the Berhampore MP.

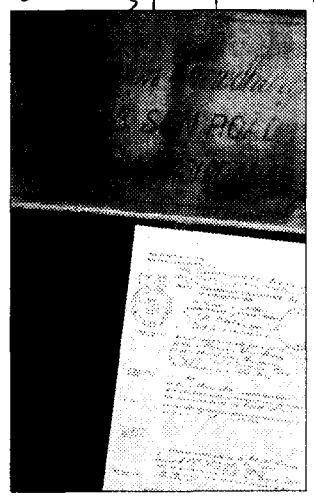

The notice pasted outside Mr Adhir Chowdhury's residence, on Thursday. — The Statesman

Court notice

BEHRAMPORE, Nov. 3. — Following the arrest warrant against the Behrampore MP, Mr. Adhir Chowdhury last month, a fresh notice issued yesterday from the CJM court, Behrampore was today put up at Mr. Chowdhury's residence here. Mr. Chowdhury who is also the Murshidabad District Congress President is yet to surrender before the court. Yesterday's notice from the local court directs the parliamentarian, accused of murder, to appear before the court at 10-30 am on 5 December, 2005. The notice also declares the accused as absconding. — SNS

Centre: we'll go to root of the matter

Congress to send notice to Volcker Committee

Special Correspondent

- **Volcker panel report insufficient to arrive at definite conclusion**
- **Congress demands disclosure of relevant material or unconditional apology**
- **Ministerial panel may look into the issue**

NEW DELHI: The Manmohan Singh Government got into the act on Monday on the controversial Volcker Committee report on the oil-for-food contracts in Iraq announcing that it would "go to the root" of the matter. And the Congress has decided to send a comprehensive legal notice to the parties concerned.

With the Opposition Bharatiya Janata Party stepping up the offensive demanding the removal of Natwar Singh from the Union Cabinet, the Government said it was "deeply concerned" about the unverified references made in the report to the Congress party and to Mr. Natwar Singh.

It said the Volcker Committee report, as it stood on the day, was insufficient to arrive at any adverse or definite conclusion. "Therefore, the Government is determined to go to the root of the matter and establish the truth or otherwise of these references. The matter is under serious consideration of the Government and a decision will be announced shortly," a statement from the Prime Minister's Office said.

On the other hand, expressing shock over the party being referred to as a "non-contractual beneficiary" in the report, the Congress has decided to issue a "comprehensive legal notice" to the parties concerned, including the United Nations and the Volcker Committee, demanding "full disclosure of the material" on the basis of which the Committee reached the "unverified conclusion" that the party was a beneficiary.

"Failing disclosure of the relevant material, the Congress Party demands an unconditional apology for wrongly and maliciously making a reference to it," a press release issued by the party said.

The party reiterated the statements made by its spokesman on October 29 and said that it unequivocally and categorically denied any knowledge of or connection with any oil-for-food contracts.

"The Congress party had no dealings whatsoever in this connection with the Government of Iraq or any of its agencies nor any other company or individual," it stated. The government statement came after External Affairs Minister Natwar Singh had a meeting with Prime Minister Manmohan Singh, the second after the contents of the report were published.

Prior to it, the Core Committee, including Dr. Singh, Congress President Sonia Gandhi, her political secretary Ahmed Patel and Union Minister Pranab Mukherjee met where this issue was believed to have figured prominently.

Some senior party leaders later hinted that some kind of inquiry was in the offing although its exact nature was yet to be determined.

The sources said the decision on the "inquiry" was left to the Government.

Informed sources said a committee comprising three Ministers — Pranab Mukherjee, Shivraj Patil and P. Chidambaram — was likely to be asked to carry out the task of getting to the root of the issue.

More reports on Page 12

THE HINDU

04 NOV 2005

Azad promises tough line on terrorism

PDP's Muzaffar Hussain Baig Is New Deputy CM

TIMES NEWS NETWORK

Srinagar: Sworn in as J&K's 10th chief minister of Jammu and Kashmir in the backdrop of a terror attack, Ghulam Nabi Azad on Wednesday promised to take a tough line on terrorism and give top priority to internal security.

The swearing-in as the head of a 13-member coalition government, marked the transfer of power from the People's Democratic Party to the Congress in the state after three years.

Speaking to reporters after the ceremony, Azad spoke about terrorism, but did not share details of his plan to deal with the challenge. He said, "Whosoever resorts to violence could not be friend of the people of the state."

Azad's swearing-in, presided over by Governor S K Sinha, came a few hours after a car bomb explosion near the old residence of his predecessor, Mufti Mohammad Sayeed.

Azad also said that he would expand his cabinet soon but it won't be as big as the previous government. The 56-year-old CM, a former Union home minister, is not a member of either House of the Jammu and Kashmir legislature.

PDP legislature party leader Muzaffar Hussain Baig was sworn in as the deputy CM, replacing Mangat Ram Sharma of the Congress, who has also been included in the new ministry.

Speaking to reporters after the ceremony, Azad said whosoever resorts to violence cannot be a friend of the people of J&K. His government, the CM said, would not allow any custodial killings but, at the same time, no terrorist will be allowed to perpetuate violence against people at will. He added that his government will help to carry forward the peace process with Pakistan, in line with the sentiments of the people of the state.

Good governance, rooting out corruption and bringing normalcy to the state would be among the top priorities of the government, he added.

Azad, however, has re-inducted nearly all Congress ministers who were charged with corruption and nepotism during the previous Mufti government.

Those who took oath on Wednesday included Congress' Mangat Ram Sharma, Peerzada Mohammad Sayeed and Taj Mohiuddin, associate Congress member Jitender Singh alias Babu Singh, PDP's Abdul Aziz Zargar, Tariq Hamid Qarra and Qazi Mohammad Afzal, People's Democratic Forum chairman Hakeem Mohammad Yaseen, Independents from Ladakh — Nawang Rigzin Zora and Haji Nissar Ali — and MLC Gurcharan Singh Charak.

Among those present at the swearing-in ceremony were Union home minister Shivraj Patil, Union minister of state for home Sriprakash Jaiswal, AICC general secretary Ambika Soni, former chief ministers Mufti Mohammad Sayeed and Farooq Abdullah, National Conference chief Omar Abdullah and PDP president Mehbooba Mufti.

Minutes after taking oath, Azad summoned an emergency meeting of his Cabinet. The Cabinet discussed relief and rehabilitation of the quake-hit.

J&K cops had prior info

Srinagar: Jammu and Kashmir chief minister Ghulam Nabi Azad Azad on Wednesday said he would take a tough line on terrorism, but declined to outline any plan to do so. Later, speaking on the bomb blast, the Srinagar police said the suicide bomber, who tried to gatecrash the swearing-in venue, ignored a policeman flagging him down and blew up the explosive-laden car at the chowk. "Since last evening, we had information that militants were trying to bring in IED-fitted cars to Srinagar. For that purpose we had set up checkposts," said Khan. TNN

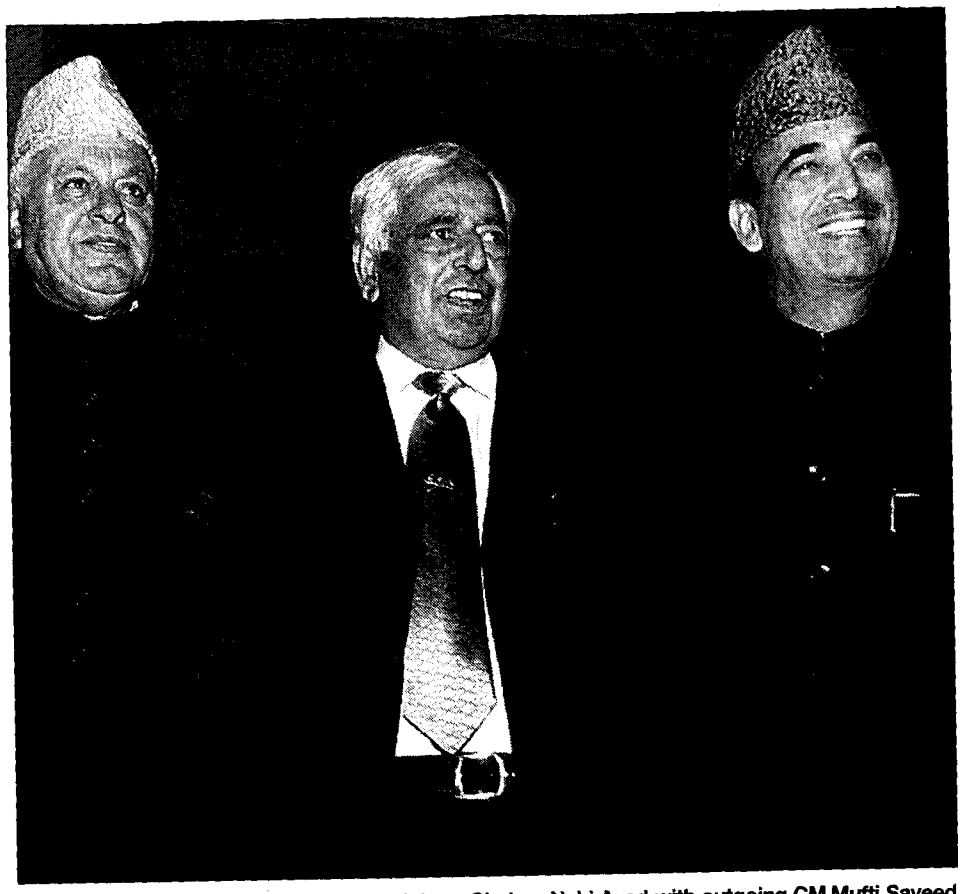

THREE'S COMPANY: J&K's new chief minister Ghulam Nabi Azad with outgoing CM Mufti Sayeed and opposition leader Farooq Abdullah at the swearing-in ceremony in Srinagar on Wednesday

0 4 NOV 2005

Natwar, Cong on a sticky wicket

Shahid Pervez in New Delhi

Nov. 2. — Despite their "shock and outrage" over the UN-instituted Paul Volcker inquiry committee's 27 October report naming them as "non-contractual beneficiaries" of dubious oil sales under the Saddam Hussein regime in 2001, the Congress and the Union external affairs minister, Mr K Natwar Singh, increasingly find themselves on a sticky wicket. Evidence seems to be mounting against them in the scam.

According to the UN Independent Inquiry Committee into the manipulation and malpractices under the Iraq oil-for-food programme, Mr Andleeb Sehgal and his company, Hamdan Export, allegedly made illegal payments to the Saddam regime in four installments during March-December 2001. Mr Sahgal is known to be a close associate of Mr Natwar Singh's family, and Mr Singh's son, Mr Jagat Singh, was reportedly involved in promoting Hamdan Export. Mr Jagat Singh was also reported to have made a couple of trips to Iraq during 2000-2002. These "kickbacks" in the form of oil surcharge levied by the Saddam government were deposited at Jordan National Bank for the oil allegedly lifted and sold by the Congress and Mr Singh through the Swiss-based global energy trading company, Masefield AG. These payoffs were cornered by Saddam, the UN panel said.

The Volcker report states that the Saddam regime awarded contracts to lift oil, among many other entities and companies, to the Congress and Mr Singh, who, in turn, allegedly gave the contract to Masefield to lift oil from Iraq and sell it elsewhere at a profit.

■ See NATWAR: page 5

THE STATESMAN 03 NOV 2005

Volcker Report names Natwar Singh and Congress Party as "beneficiaries"

Special Correspondent

- **Iraqi oil sales under U.N. Oil-for-Food Programme**
- **Masefield AG was contracting company**
- **Contracts exceeded $ 63 million in value**
- **Many Indian companies named**

NEW DELHI: K. Natwar Singh, India's External Affairs Minister, as well as the Congress Party are listed in the recently released report of the Volcker Committee as "non-contractual beneficiaries" of Iraqi oil sales in 2001 under the United Nations Oil-for-Food Programme. The contracting company in both cases is named as Masefield AG.

The fifth and final report of the Independent Inquiry Committee, appointed by U.N. Secretary General Kofi Annan in April 2004 to investigate the administration and management of the Oil-for-Food Programme, is available at www.iic-offp.org.

Mr. Singh is shown in Table 3 of the Report as the non-contractual "beneficiary" in connection with 4 million barrels of oil allotted to Masefield AG, the contracting company, which actually lifted 1.936 million barrels out of this. The phase in which the oil was allocated is shown as 9.

In addition, the Congress Party is listed in the same table as the non-contractual "beneficiary" in connection with 4 million barrels allotted in phases 10, 11, 12 and 13. Out of this allocation, 1.001 million barrels were lifted. In this case, Masefield AG is shown as the contracting company in phase 10 (during which the 1.001 million barrels were lifted), but no name of the contracting company is mentioned for the subsequent phases.

The table also lists Reliance Petroleum Limited as a "beneficiary" from an allocation of 19 million barrels of oil to Alcon Petroleum Limited, the contracting company, which lifted 15.780 million barrels in phases 9, 10 and 11.

A yet to be identified Bhim Singh from India is also listed in the table as a "beneficiary," with no contracting company mentioned by name. In Bhim Singh's case, 7.300 million barrels were allocated but nothing of this was lifted, according to the table.

"Under the Programme," the Volcker Committee report says, "the Government of Iraq sold $64.2 billion of oil to 248 companies. In turn, 3614 companies sold $34.5 billion of humanitarian goods to Iraq...The Report illustrates the manner in which Iraq manipulated the Programme to dispense contracts on the basis of political preference and to derive illicit payments from companies that obtained oil and humanitarian goods contracts."

"Several of the tables," the report explains, "identify specific illicit payments made in connection with oil and humanitarian contracts under the Programme. Oil surcharges were paid in connection with the contracts of 139 companies, and humanitarian kickbacks were paid in connection with the contracts of 2,253 companies." The principal data sources are Ministries in the Government of Iraq and banks; in some cases information was provided by the company contractors. The Committee estimates the total "illicit income received by Iraq under the Programme" at $1.8 billion.

The Volcker Committee report is at pains to clarify that the identification of a company's contract as "the subject of an illicit payment" does not necessarily mean that the company made, authorised, or knew about the payment.

Table 5, which shows surcharge payments associated with a contracting company, shows the value of Contract M/09/54 involving Masefield AG as being $46.225 million; and the value of Contract M/10/57 involving the same company as being $16.808 million. Surcharge payments amounting to $748,540 were shown as having been paid in 2001 in connection with these two contracts.

A large number of Indian companies are listed in Table 7 dealing with illicit payments on contracts for humanitarian goods.

Warrant out against Adhir

HT Correspondent
Mushidabad/Kolkata, October 18

A MURSHIDABAD court on Tuesday issued non-bailable warrants against Congress MP and district party president Adhir Chowdhury and his wife Arpita in connection with a double murder. Hanif Sheikh (47) and his son Laltu Sheikh had been shot dead inside their hotel on July 24 last year.

The MP, who left during the day for Delhi, said the whole thing was a CPI(M) plot to malign him and his party which had a strong base in Murshidabad. Condemning the warrant against Arpita, he said the CPI(M) was targeting someone who had nothing to do with politics. "Let them arrest my dog as

well. I am not fleeing the law. I will return to Murshidabad in a couple of days," he said.

Asked to explain the warrants, a police officer said two of the nine people arrested had links with Chowdhury — one was his friend Tapan Bose and another his former driver Gopal Singh.

The charge against Arpita was that "on the day of the murder, she called up Tapan and inquired about the murders." Arpita explained her calls, saying several people had called up that day seeking to speak to the MP, who was away in Delhi. She had called Tapan to find out Chowdhury's exact whereabouts.

The warrants prompted the district Congress to call an emergency meeting, where leaders said Chowdhury had been framed by the CPI(M) and the police. Union minister Priya Ranjan Das Munshi said Sonia Gandhi and Shivraj Patil had been informed.

The CPI(M) denied the charge. "We have neither the authority nor the intention to influence courts," state party secretary Anil Biswas said.

THE HINDUSTAN TIMES

Sonia on RJD tie-up: We know our responsibility

First joint rally of RJD-Cong-led front not attended by CPM

EXPRESS NEWS SERVICE
GAYA | OCTOBER 15

SEEKING clear mandate for the Congress-RJD alliance, UPA chairperson Sonia Gandhi today started the Bihar poll campaign here by defending her party's alliance with the RJD, saying it would benefit the "state, the society and the nation."

"Those raising a finger at us need to be told that there is a difference between them and the Congress. We are aware of our responsibilities," Sonia said at an election rally.

Seeking clear mandate for the Congress-RJD led Secular Democratic Front, Sonia said, "Unclear mandate opens doors to horse trading, which is a bad thing for a state having a great tradition of healthy politics."

Making an indirect reference to the failures of the RJD government, Sonia said she understood the problems of law and order and shortage of power and water that the people of the state were facing but added that these could not be solved in a day.

On the National Rural Employment Guarantee Programme, she said the UPA had taken care to ensure that its benefits reached rural poor in 10 districts of Bihar.

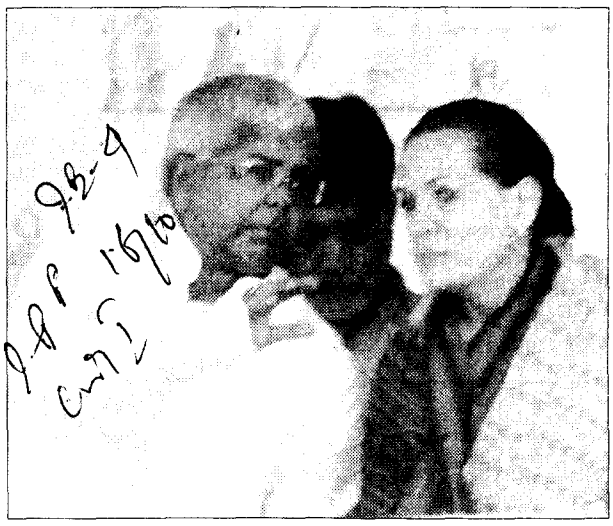

Congress president Sonia Gandhi with RJD president Laloo Prasad Yadav. *Photo by Paras Nath*

Attacking the NDA, she said its previous government did not provide Bihar enough Central assistance. "I feel sad that Bihar, which once taught the nation lessons in development and good governance, is steeped in backwardness. We will have to find a way out," she said.

Later, addressing a joint rally of the SDF leaders in Patna, she sought people's support for building a "new Bihar" as she shared stage with RJD chief Laloo Prasad Yadav at an election meeting here. The rally was not attended by any representative of the CPM.

"The UPA government has made a new beginning and now Bihar needs a similar government to launch the state on the path of development", she said. Making a passing reference to the previous RJD government, she said though development works had taken place in the past, a lot needed to be done.

NCP president and Union Agriculture Minister Sharad Pawar also addressed the meeting.

The Congress president, however, refrained from uttering anything against UPA partner Ram Vilas Paswan, whose party is contesting the election in alliance with the CPI and is opposing the RJD vehemently.

Addressing the rally, RJD chief Laloo Prasad Yadav said Sonia did not take up the country's top post and gave someone from the minority community a chance to become the Prime Minister. He promised reservation in jobs for the Muslims.

CPI(M) finalises seat sharing

NEW DELHI: The CPI(M) has reached seat-sharing arrangements with the Congress and the RJD but has chosen to conduct an independent campaign, party general secretary Prakash Karat said on Saturday.

The party is likely to contest eight seats in alliance with these parties and two more independently, CPI(M) sources said.

In a statement, party general secretary Prakash Karat said "the CPI(M) will conduct an independent campaign calling upon the people to defeat the JD(U)-BJP alliance and for supporting the CPI(M) candidates in the fray," he said. "At the same time, the party will also work for the success of the candidates of the other UPA parties," Karat said.

—ENS

INDIAN EXPRESS

An alliance for ending injustice, says Sonia

Congress president kicks off campaign; 'NDA neglected Bihar'

PATNA: The Congress-Rashtriya Janata Dal-led Secular Democratic Front in Bihar is not born out of political expediency, AICC president Sonia Gandhi said on Saturday.

"Those pointing an accusing finger at us on the issue of alliances need to be told that there is a great difference between them and the Congress. We are aware of our responsibilities and what we have done is in the interest of the State, society and the nation," she said kicking off her party's Assembly election campaign at Gaya.

Later addressing a joint rally of SDF leaders in Patna, she said "our alliance, unlike the NDA, is not for political power but for secularism, for ending injustice, for the depressed sections, for women and for helping youth realise their dreams. And let me tell you that these are not election promises but our commitment".

Referring to the February elections, which threw up a hung Assembly, she said: "Several difficulties arise when the voters give an unclear mandate. It opens the doors to horse-trading, which is a bad thing for a State having a great tradition of healthy politics".

Ms. Gandhi said, "there is no confusion this time. I hope you will vote for our alliance to ensure installation of a government which, like the UPA Ministry at the Centre, would give a fresh thrust to development"

Much needed to be done on the law and order front in Bihar, she said and assured the people that if the SDF was voted to power she would pressure the government to work for the welfare of all sections.

Assailing the erstwhile National Democratic Alliance regime at the Centre for "gross neglect" of Bihar, Ms. Gandhi said, "all governments, irrespective of their political preferences, should work for the welfare of all States but, unfortunately, by seeking to disfavour their political opponents they end up discriminating against the people who become the real victims".

RJD chief Lalu Prasad dubbed the Bharatiya Janata Party a "mere mask" of the Rashtriya Swayamsevak Sangh which, he alleged, was out to destroy the nation. "The UPA under Soniaji has a huge task ahead to defeat these evil forces of communalism and we have vowed to do it. I will be with you Madam till the last", he said.

The RJD leader said there was no going back on the promise of amending Article 341 of the Constitution to allow Dalit Muslims the benefits being enjoyed by the Scheduled Castes in job reservation and other matters.

No CPI (M) representative was present at the rally —PTI

THE HINDU

Sonia & Singh pull off double act

K. SUBRAHMANYA

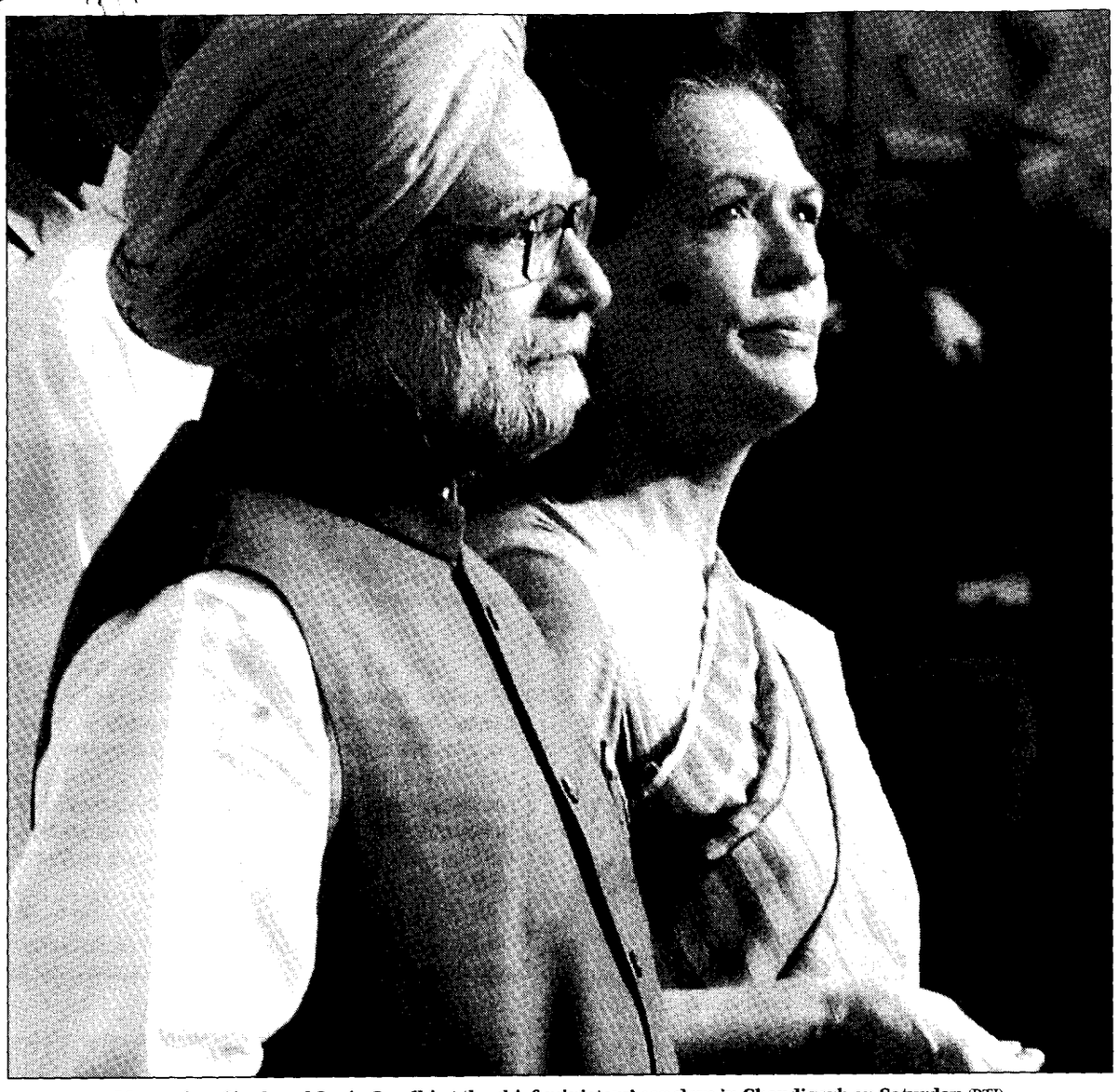

Manmohan Singh and Sonia Gandhi at the chief ministers' conclave in Chandigarh on Saturday. (PTI)

Chandigarh, Oct. 8: Two's company at the top: that was the message from the first joint news conference of Sonia Gandhi and Manmohan Singh.

In the backdrop of the earthquake whose ripples were felt in Chandigarh, where the Congress has been reviewing the performance of its 15 chief ministers over the past two days, the question popped up: What about the quakes in the party with "many epicentres"?

"Are you talking about the BJP?" Sonia shot back, even before the journalist had finished, drawing a roar of laughter that drowned the question.

If the Congress president was in control at the half-hour session, the Prime Minister was at ease by her side as they together fielded questions.

Asked about the response of chief ministers when he advised them to keep off "political gimmicks" like free power, Singh dead-panned: "*Woh sun rahe the* (They were listening)," drawing more laughs from the packed hall.

The division of labour practised in Delhi was in evidence at Haryana Nivas — Sonia took all the questions on party, Singh on government. When queries relating to governance, such as the one on sharing of resources between Punjab and Haryana, were put to the party chief, she passed them on.

Only once did she appear to step in, whispering into Singh's ear as he started to reply in English to a question posed in Hindi. He switched to Hindi.

The joint appearance was a surprise. Till the last minute, the party managers were saying only Sonia would address the media although initially they had planned a double act. The speculation was that the Prime Minister would avoid being quizzed on Bihar where the situation is still unclear.

Sonia and Singh — who have been the subject of speculation that they were not at ease with each other — however, thought differently. While the Prime Minister did most of the talking on Bihar, Sonia pitched in.

Asked if in the context of the Bihar developments she thought the governor, like the President, should be apolitical, she was curt: "I don't think Raj Bhavan is involved in politics."

In keeping with the mood, they did not forget to thank each other — Sonia, because the Prime Minister had taken time out for the party conclave and Singh, because she had given him the opportunity to brief the chief ministers on the Centre's welfare programmes, in which they would have a role to play.

The chief ministers got an unexpected message of reassurance from Sonia — they are safe in their chairs. "None of the chief ministers here are sitting on shaky chairs," the party chief declared in response to a question. It must have been music to the ears of most of them, just out of long quizzing sessions with the top leadership when the performance of their respective governments was reviewed.

Since the last Lok Sabha elections, doubts have been raised about the longevity of some like Uttaranchal's N.D. Tiwari, Manipur's Ibobi Singh, Punjab's Amarinder Singh and, more recently, Delhi's Sheila Dikshit and Karnataka's N. Dharam Singh.

For Ghulam Nabi Azad, tipped to join the chief ministers' ranks soon, there was no reassurance, however. "Is Azad being sent as chief minister to Jammu and Kashmir?" someone asked. "We have not yet decided. I have to consult the Prime Minister and others before taking a decision," Sonia replied.

The Union urban development and parliamentary affairs minister, believed to be reluctant to move to the state, sat on the dais grimly with other cabinet colleagues and the chief ministers.

Cong spits fire at KGB 'truths'

NEW DELHI, Sept. 19. — Terming as the allegations that Soviet secret service KGB had bribed its ministers in the past for secrets as "baseless and slanderous," the Congress today rejected these "with the contempt they deserve" and declared that "to state that Mrs Gandhi became Prime Minister because of the manipulation by any foreign Intelligence agency is preposterous".

"The truth is that she became the Prime Minister in 1966, 1971 and 1980 because of the love, affection and trust the people of India reposed in her," the AICC said in a press release.

The Indo-Soviet Treaty of Friendship of 1971 or the Rupee-Rouble agreement and closer relationship with the then Soviet Union were the outcome of the policies for socio-economic justice pursued by the Central government at that time, the AICC release said. "It is totally incorrect to say that these policies had anything to do with the KGB. In fact, *The Times* article which attacks the whole gamut of issues concerning Indo-Soviet friendship is absurd," the release added.

Similar allegations were also made against important national leaders in the late 1970's, the Congress charged. The party called the news item published in different newspapers and showed in different television channels — based on a report in a book titled *The Mitrokhi Archives — II* as "highly tendentious and mischievous".

BJP wants allegations probed

CHENNAI, Sept. 19. — The BJP today demanded a high level probe into the allegations contained in a book by a former Soviet archivist that the erstwhile USSR's Intelligence agency, KGB gave funds to the Congress and the CPI.

"The BJP is of the strong view that a probe is needed into the issue, as the allegations revealed that the KGB had penetrated into the political set up of the country," the BJP vice president Mr M Venkaiah Naidu told reporters here today and added that the party which was at the helm of affairs then, owed an explanation to the country after the sensational disclosures made recently about the KGB's funding the Congress as well as the CPI and some select newspapers and a news agency in India during the seventies.

CPI general secretay Mr D Raja remarked that if the allegations were not true, they should proceed legally against the publishers of the book. The three-day national executive of the Communist party, which concluded its session here yesterday, sent a "strong message" to its cadre to expose the "failures" of the UPA government at the Centre on all fronts.

"The Chennai message will soon become the talking point of the country," Mr Naidu claimed and added that the deliberations of the BJP's national executive was "extremely successful."

He, however, parried questions on a possible successor to the BJP president, Mr LK Advani, who had yesterday announced that he would be demitting office by the end of December. Though Mr Advani would be quitting the party post, he along with former Prime Minister Mr Atal Behari Vajpayee would continue to be the "guiding force" of the party, Mr Naidu added. — PTI

THE STATESMAN

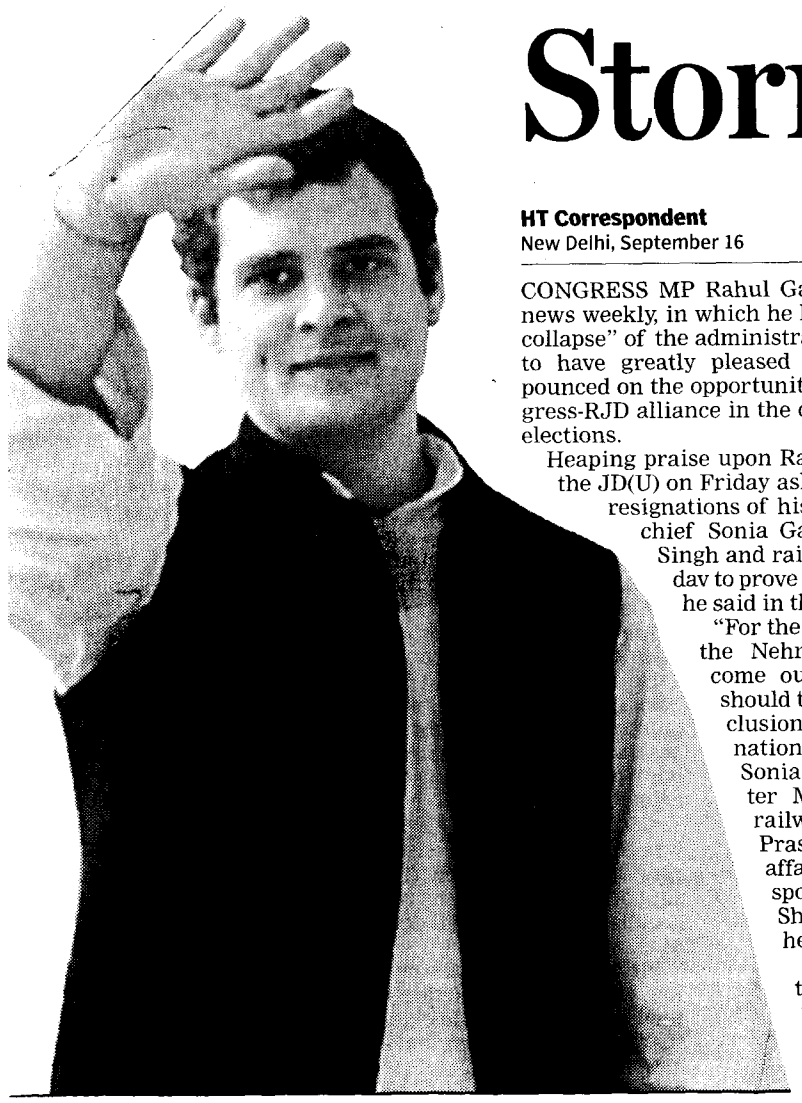

Storm over Rahul 'remarks'

HT Correspondent
New Delhi, September 16

CONGRESS MP Rahul Gandhi's interview to a news weekly, in which he has deplored the "total collapse" of the administration in Bihar, appears to have greatly pleased the NDA, which has pounced on the opportunity to hit out at the Congress-RJD alliance in the coming state Assembly elections.

Heaping praise upon Rahul for his "honesty", the JD(U) on Friday asked him to demand the resignations of his mother and Congress chief Sonia Gandhi, PM Manmohan Singh and railway minister Lalu Yadav to prove that he had meant what he said in the interview.

"For the first time, a member of the Nehru-Gandhi family has come out with the truth. He should take it to its logical conclusion and demand the resignation of UPA chairperson Sonia Gandhi, Prime Minister Manmohan Singh and railway minister Lalu Prasad for the sorry state of affairs in the state", JD(U) spokesman Shambhu Shrivastwa told reporters here.

Making it clear that the BJP-JD(U) combine would make it a poll issue in the coming Assembly elections in Bihar, he said Rahul's comments that there was no governance in the state only confirmed what the Opposition parties had been saying about the 15-year "misrule" of the Lalu-led party.

"For the past 15 years, there's been no administration in Bihar under the rule of the Lalu-led RJD government. The RJD is part of the UPA coalition at the Centre and the Congress, too, was a partner in the Bihar government", said JD(U) spokesman Shambhu Shrivastwa, while asserting that the Congress must own responsibility for the failure of the administration in the state. He also criticised the Prime Minister for giving a certificate to Lalu, praising the performance of his ministry.

"The Nehru family is normally not used to speaking the truth. Their track record has been one of deceit and betrayal. But at least one young man, the crown prince – in a rare feat of honesty – has spoken the truth for the first time", Shrivastwa stated.

However, he parried questions about Rahul's criticism of the law and order situation in Uttar Pradesh. "We're focussing on Bihar, which is going to the polls. As far as Mulayam Singh Yadav is concerned, we've always supported on the right issues and opposed on matters we thought weren't right", he said.

When asked if the Congress MP should also demand UP chief minister Mulayam Singh Yadav's resignation, Shrivastwa said he had nothing to say on the issue since no elections were scheduled in UP at the moment.

"In any case, Samajwadi Party is not part of the UPA government, while Bihar is directly under Central rule – for which his mother, Sonia, Prime Minister Manmohan Singh and Lalu are responsible", he added.

In his defence

HT Correspondent
New Delhi, September 16

ON BEHALF of Rahul Gandhi, the Congress on Friday denied that the Amethi MP had given any "interview" to *Tehelka*. Based on an informal and casual interaction, the write-up — projected as an interview — contained several "discrepancies and misquotations". One such misrepresentation identified by Rahul was the remark: "I could've been Prime Minister at the age of 25 if I wanted to". "This and numerous other remarks have been incorrectly reported and are being refuted outright", AICC spokesman Abhishek Singhvi quoted Rahul as saying. Rahul, Singhvi said, was "surprised" that this should have happened in a publication that holds itself high on journalistic integrity. Singhvi was repeatedly asked if the disclaimer extended to Rahul's reported remarks that there was no trace of governance in poll-bound Bihar. The reply: "The write-up was replete with inaccuracies and it wasn't possible to dissect every sentence". But media department chairperson Ambika Soni was more forthcoming: "I feel he's been misquoted and misrepresented on Bihar". While the party waited for *Tehelka* to hit the stands before reacting, the JD(U) and other parties sought to make the most of it by using Rahul's reported remarks on Bihar in their campaign against Lalu.

ALLIANCE ▮ Digvijay says the LJP chief has been conveyed a 'strong' message to fall in line with their front

Bihar elections: Now Sonia to talk to Paswan

PRADEEP KAUSHAL
NEW DELHI, SEPTEMBER 6

FOLLOWING Digvijay's Singh futile negotiations with Ram Vilas Paswan, the stage is set for Congress chief Sonia Gandhi to take up the matter with the Lok Janshakti Party leader.

According to Singh, Sonia will meet Paswan after her return from Rae Bareli for a final view on the alliance. She is under pressure from the RJD chief Laloo Prasad Yadav, the CPI(M) and a section of the Congress to ask Paswan to choose between a secular alliance led by RJD and an exit from the UPA.

Dismissing such suggestions, Paswan has declared that having helped form the UPA, there was was no question of his leaving it. And neither is he ready to "go along with the corrupt RJD."

Asked if he had conveyed a "strong message" to Paswan to fall in line with the RJD-Congress-CPI(M) alliance, Singh said, "Yes, as strong as I could."

Singh has already snubbed Paswan by refusing to reciprocate his unilateral announcement that he would not field candidates in the seats held by Congress in the dissolved assembly. "I say, thank you very much, but there would be no quid pro quo from our side," Singh said.

Though he was non-committal about giving an ultimatum of sorts to Paswan, arguing that it is for Sonia and Prime Minister Manmohan Singh to decide, sources said the Congress wants to create a situation where Paswan is compelled to choose between his ministerial berth and a third front in Bihar.

As for the Laloo-led combine, help has come from an unexpected quarter, the CPI(ML), which has declared that no party aligned with Congress will have any place in the proposed third front.

CPI(ML) state secretary Ram Jatan Sharma has disapproved Paswan's decision not to field candidates in the seats won by Congress in the February polls, arguing that "this amounts to indirectly supporting Laloo."

The CPI(ML) has a sizeable base, having won seven seats last time. It is viable for Paswan to take it on board to make his front viable.

The Congress and its Bihar allies, too, have their share of complications.

There is a division in the Left Front too — the CPI has made its intention of joining a third front public. While CPI(M) pushes a tough line against LJP, it cannot overlook the division within Left ranks.

The Congress efforts to rope in all and sundry are fraught with danger, for Laloo would find it difficult to meet the demand for seats from every party.

He would naturally wish to contest the bulk of 243 seats. However, fortunately for Laloo, within the Congress, the focus is on winning rather than contesting seats.

Paswan is the most prominent Dalit face in UPA. In case he is not on board UPA in Bihar, the Laloo-led combine may open a channel to Mayawati to try neutralising his absence.

While the UPA is caught in preliminaries, NDA election campaign is in full swing in the garb of "Nyay Yatra" launched by its chief ministerial candidate Nitish Kumar from July 11.

The campaign aside, it is not as hunky dory for NDA as Jaitley would have everyone believe.

The JD(U) had fought 138 last time, leaving 105 for BJP. This time round, both are saddled with guests — 21 ex-MLAs who deserted LJP to back Nitish. The JD(U) and BJP are committed to give them tickets.

Since most of them prefer JD(U), the existing seat-sharing arrangement will have to be re-drawn, which would mean a reduced share for the BJP.

Sonia says Cong rivalry with Left in Kerala no paradox

Thiruvananthapuram
27 AUGUST

ASSERTING that only the UDF could ensure economic development and social harmony in Kerala, Congress president Sonia Gandhi on Saturday said there is no contradiction in the party's approach towards Left parties as the challenges at the national level were different than those in the state.

"The biggest challenge at the national level is to defeat communal forces, for which the support of the Left parties was essential but the party is opposed to the Left in Kerala because UDF's aim is to ensure economic development and social harmony," she said after inaugurating a new building at the KPCC headquarters Indira Bhavan here.

Alluding to the recent split in the party in the state, she said it was absolutely essential to subordinate individual ambitions to the larger interests of the party and the interests of the UDF coalition it headed.

"It may appear contradictory that while we get the support of the Left parties at the Centre we are opposed to the Left in Kerala. But there is no contradiction as the national challenges are different from those in Kerala where the programmes and policies of the UDF can lead the state to development and social harmony," Ms Gandhi said.

In her speech, the AICC chief lauded Kerala PCC president Ramesh Chennithala for taking up a statewide road campaign to activate the party. She said UDF could win the coming panchayat elections and return to power in next year's Assembly polls by strengthening unity in the party and the coalition.

"Chaitanya yatra undertaken by the KPCC president was very successful. This mass-contact programme has helped us not only to stay united but also to hear from people what they expect from the Congress and UDF government...I have no doubt that we will continue to win. We will be meeting all challenges," she said and wanted the party workers to propogate what the UDF had done.

She said due to the farsightedness of former Prime Minister late Rajiv Gandhi, the country could not only make strides in science and technology, but also strengthen the grassroot level democracy through panchayati raj institutions. She inaugurated the Rajiv Gandhi Institute for Kerala Studies, sponsered by the party.

Chief minister Oommen Chandy, AICC general secretary Ahmed Patel, CWC member AK Antony and party leader Anil Sastry, Vayalar Ravi and former KPCC presidents Thennala Balakrishna Pillai and C V Padmarajan were also present. — PTI

সদলবলে 'ঘরে' ফেরা সুব্রতর

আজকালের প্রতিবেদন: শনিবার সদলবলে কংগ্রেসে ফিরলেন সুব্রত মুখার্জি। এদিন বিকেলে রাজ্য কংগ্রেস সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে তাঁর 'ঘরে' ফেরার পর্ব সাঙ্গ হল। সুব্রতর সঙ্গে কংগ্রেসে এলেন তিন বিধায়ক— অম্বিকা ব্যানার্জি, নির্বেদ রায়, পরশ দত্ত এবং এক কাউন্সিলর মইনুল হক চৌধুরি। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি প্রণব মুখার্জি ছাড়াও প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং এ আই সি সি সম্পাদক রামচন্দ্র কুন্তিয়া। কর্মী ও সমর্থকে ভরা হলে সুব্রতদের দলে স্বাগত জানিয়ে প্রদেশ সভাপতি বলেন, 'এঁরা আসায় দল আরও শক্তিশালী হল। রাজ্যে সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াই জোর পাবে। ষাট দশকের শেষে সি পি এম বিরোধী আন্দোলনে পুরোধাদের অন্যতম ছিলেন সেদিনের তরুণ, আজকের প্রৌঢ় সুব্রত।' একই সুরে ভাষণ দেন প্রিয়রঞ্জন, সোমেন, প্রদীপ ও কুন্তিয়া। সোমেন বলেন, 'দেরিতে হলেও সুব্রতরা বুঝতে পেরেছেন, সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ রাজ্যে কংগ্রেসি সখ্যই প্রকৃত। এখন রাজ্যে কংগ্রেস সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সি পি এমের বিরুদ্ধে যোগ্য লড়াই দিতে পারবে।' প্রিয়রঞ্জন বলেন, 'সুব্রত এবং আমরা সেই ছয়ের দশকে বাংলায় পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। তা সম্ভব হয়েছিল। এখন রাজ্যের অবস্থা আরও প্রতিকূল। কিন্তু সি পি এমের বিরুদ্ধে জবরদস্ত লড়াই করলে রাজ্যে ক্ষমতা বদলও সম্ভব।' অনুষ্ঠানে সুব্রত বলেন, 'অতীতের কিছু ভুল রাজনীতির কথা বলে লাভ নেই। শুধু বলছি, বাম সরকারের অবসান হতে পারে কংগ্রেসের হাতেই। অসম্ভব হলেও, এটা সম্ভব।' অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের প্রিয়রঞ্জন জানান, মমতা কংগ্রেসে কবে ফিরবেন তা তাঁর জানা নেই। উনি এখন একটি দলের নেত্রী। নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে সি পি এমের অপশাসনের হাত থেকে রাজ্যকে কেউ উদ্ধার করতে চাইলে, এখন বিরোধীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমঝোতা করার সময় হয়েছে। কংগ্রেসে ফিরে প্রণববাবুর কাছে সদস্যপদের ফর্ম পূরণ করেন সুব্রত।

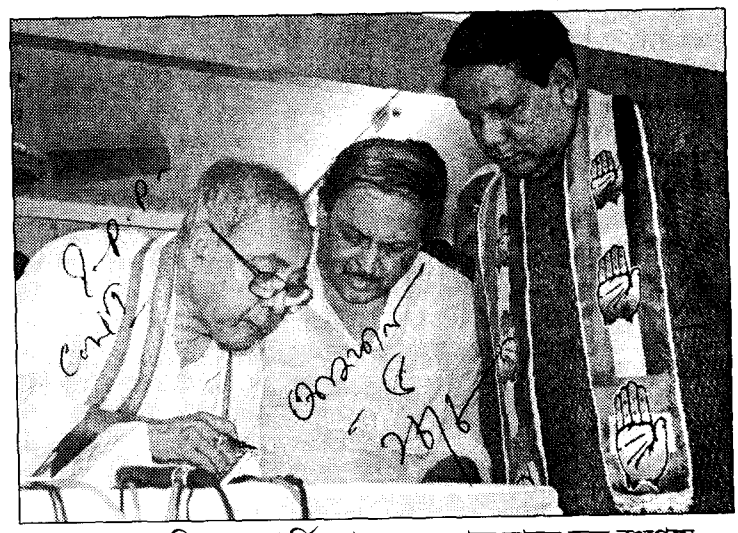

রাজ্য সভাপতি প্রণব মুখার্জির সামনে সদস্যপত্রে স্বাক্ষর করে কংগ্রেসে যোগ দিলেন সুব্রত মুখার্জি। পাশে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। শনিবার, প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে। ছবি: কুমার রায়

চীনে যাচ্ছেন সুব্রত: আই এন টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি ও বিধায়ক সুব্রত মুখার্জি চীনে যাচ্ছেন। সেখানকার শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। কয়েকটি সেমিনারেও বক্তব্য রাখবেন। ১২ সেপ্টেম্বর তিনি রওনা হবেন। ফিরবেন ২৪ অথবা ২৫ সেপ্টেম্বর।

Home-coming for Subrata

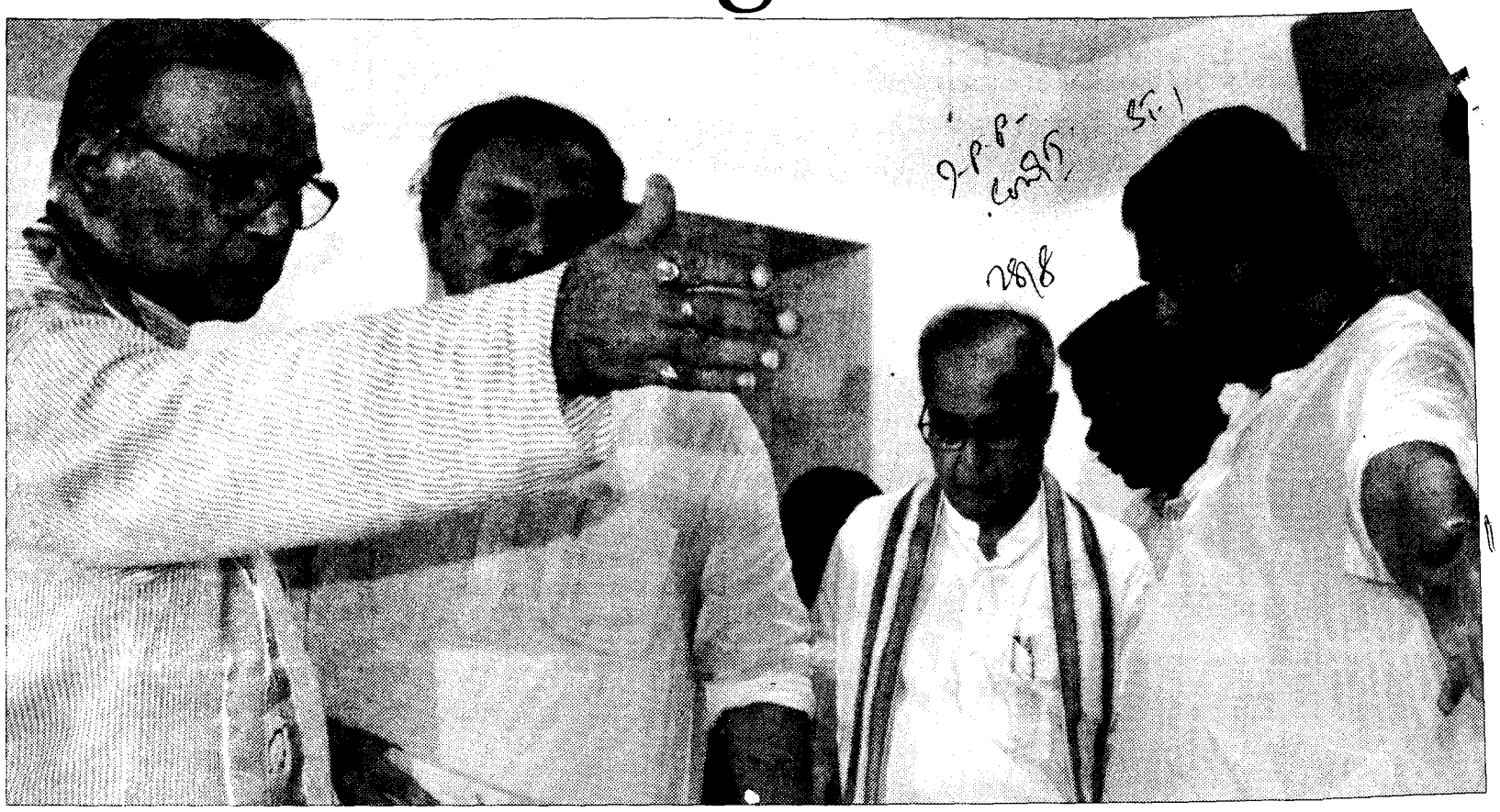

Mr Subrata Mukherjee enters the Congress office. SNS

Statesman News Service

KOLKATA, Aug. 27. — Mr Subrata Mukherjee and three other Trinamul Congress MLAs today joined the Congress in presence of PCC chief and defence minister, Mr Pranab Mukherjee and Union water resource minister, Mr Priya Ranjan Das Munshi, to "revive the spirit of the 1960s when the troika of Priya-Subrata-Somen gave a fresh lease of life to the Congress."

The three recalled their "days in the 60s" and pledged that though they were no longer as young, they would "draw upon" their experience of those days to fight against the CPI-M led Left Front government's "anti-people policies and trampling down of the people's democratic rights."

In an obvious dig at Trinamul chief, Miss Mamata Banerjee, the former mayor said: "Wrong politics only ends in unnatural death, while right politics represented by the Congress will always win."

The PCC chief said, "Mrs Sonia Gandhi asked Subrata when he met her recently in Delhi to use his skill in launching movements to strengthen the fight against the CPI-M in West Bengal." The Congress, the defence minister said, is to fight two enemies in West Bengal—communal forces and the CPI-M led Left Front government's anti-people policies and misrule. Mr Das Munshi dubbed Mr Buddhadeb Bhattacharjee's initiative to get the Salim Group of Indonesia pump in money in the state "a mere electoral gimmick the CPI-M uses on the eve of every Assembly poll." "Once it was the Haldia petro-complex, then it was the Bakreswar thermal power plant and in 2006 it's going to be the Salim-play. Such plays are comparable to those prepared by the groups at Chitpur (known for their questionable standards)," Mr Das Munshi said.

He also said the Prime Minister had praised Mr Bhattacharjee's initiatives in Singapore and Indonesia only to underscore the point that the CPI-M resists foreign direct investment in Delhi, but keeps mum when Mr Bhattacharjee invites FDI as chief minister of West Bengal.

Sonia accuses BJP of shifting stand over women's bill

Promises to continue efforts for building consensus

Special Correspondent

NEW DELHI: Congress president Sonia Gandhi on Thursday accused the Bharatiya Janata Party and its allies of going back on their earlier stand on the women's reservation bill, but said efforts to build a consensus would continue.

"While there was an agreement among the UPA (United Progressive Alliance) and the Left on the original Bill which provides for one third reservation for women within the existing strength of Parliament and Assemblies, the BJP and its partners have now completely changed their stand and gone back on what they have been saying so far. Our efforts to build a consensus will continue," Ms. Gandhi told a valedictory meeting of the Congress Parliamentary Party.

Lauding the Manmohan Singh-led United Progressive Alliance Government for ensuring the passage of the National Rural Employment Bill, she said an important promise of the Congress manifesto was fulfilled.

Referring to Dr. Singh, she said he has had to balance various considerations but in standing firmly behind the Bill, he is standing up for crores of our people whose lives depend on its success.

"He has been steadfast in his support to it and its objectives," she said.

The Congress president outlined the indicators for rural poverty and backwardness and

Congress President and UPA Chairperson Sonia Gandhi

on whose basis 200 districts were to be selected. She said an overwhelming majority of these districts were in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan.

She said these States were governed by non-Congress governments and showed that the Congress did not play partisan politics when it came to the needs of the poor and the needy.

Two more pieces of legislation that underlined Congress commitment to gender equality and justice was due to be passed. These include the amendments to the Hindu Succession Act and another on Protection from Domestic Violence.

Recounting the promises made by the UPA, she said, a number of important Bills like the one relating to restructuring of the Khadi and Village Industries Commission has been introduced and hoped the winter session would see their passage.

She said the Scheduled Castes/Tribes Reservation Bill on which the standing committee has submitted its report, the Prevention and Control of Communal Violence Bill and the Bill on social security for workers in the unorganised sector would be accorded priority.

Referring to the recent floods in Maharashtra and Karnataka, she said it was Mumbai that captured most of the attention but there were other areas where there was tremendous dislocation and devastation.

She said there was a need for vastly improved civic infrastructure, particularly drainage and more effective emergency response systems.

The constitution of the National Disaster Management Authority, she said, would herald a new approach. She hoped the Government could bring the Disaster Management Legislation after the standing committee submitted its report.

Ms. Gandhi said the party Chief Ministers conclave would be held next month and a date for the plenary would be finalised at meeting of the Central Steering Committ

THE HINDU

Karunakaran wants to retain 'Cong' & 'Indira'

HT Correspondent
Thiruvananthapuram, August 25

A DAY after the EC refused permission to veteran Kerala politician K. Karunakaran, who parted ways with the Congress, to name his new party National Congress (Indira), his outfit on Thursday approached the poll watchdog with a new name retaining 'Indira' and 'Congress'.

K. Muraleedharan, son of Karunakaran, has sought the name of 'Indira Congress (Democratic)' for the party, EC sources said. The EC had on Wednesday ruled that National Congress (Indira) was not acceptable because it sounded similar to Indian National Congress and confuse voters and advised the regional party to come up with a new name. The Kerala patriarch broke away from Congress in May and also resigned his Rajya Sabha seat while his son floated the new outfit. "We have emotional attachment to the words 'Congress' and 'Indira'. Keeping this in mind, we will decide on a new name in consultation with the Election Commission," Muraleedharan told.

Karunakaran

The party's legislature wing leader T.M. Jacob, who recently joined the outfit after dissolving the Kerala Congress faction led by him, was already in Delhi to pursue the matter. The party's state executive, which met here on Thursday, decided to strike adjustments with the LDF extensively in next month's local body elections in the state as its prime aim was to trounce the ruling UDF, he said. "Wherever there are adjustments with the LDF we will be making it open. At the same time, the party will have its own manifesto. The party will have no truck with what is left of the UDF and communal forces," he said.

6 AUG 2005 HINDUSTAN TIMES

কর্মসংস্থানের ভাবনা তাঁদেরই, দাবি সনিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট: সংসদে কর্মসংস্থান বিল নিয়ে বিতর্কে আজ নাম না-করে বাম শিবিরকে বিঁধলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী। সাধারণত যিনি নীরব শ্রোতা, সেই সনিয়াই আজ পনেরো মিনিটের টানটান বক্তৃতায় স্পষ্ট করে দিলেন, বামদলগুলি যতই গলা ফাটাক না-কেন, সরকারের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির কাণ্ডারী আসলে কংগ্রেসই। শুধু তা-ই নয়, সনিয়া আজ রীতিমতো সন-তারিখ উল্লেখ করে দাবি করেন, কংগ্রেসের এই জনদরদি নীতি নেহরু-গাঁধী ঘরানারই ধারাবাহিক উত্তরাধিকার।

প্রকাশ কারাট বা এ বি বর্ধনদের চাপেই সরকার জনমুখী কর্মসূচি পালনে বাধ্য হচ্ছে, এই ধারণা আজ নস্যাৎ করে দেন সনিয়া। এমনকী, আর্থিক সংস্কার আম-আদমির রুজি রোজগারের একমাত্র পথ নয়, বামদলগুলির এই অতিপ্রিয় স্লোগানেও আজ ছোঁ মেরেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী। সনিয়ার কথায়, "শুধু আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমেই কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। সেটা মানবমুখী হওয়াও জরুরি। ... মনে রাখতে হবে, কী ভয়ানক বৈষম্য ও অন্যায্য ব্যবস্থার মধ্যে দিন গুজরান করেন দরিদ্র মানুষ। বিশেষ করে যখন চারপাশে বিপুল পরিমাণ অপচয় ও বাহুল্যের বাড়াবাড়িও আমাদের চোখে পড়ছে।"

বামেদের রাজনৈতিক পরিভাষা ব্যবহার করেই সনিয়ার দাবি, সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করতে কংগ্রেসের ভূমিকা ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার। আর্থ-সামাজিক সংস্কারের নানা কর্মসূচি যে একমাত্র বামদলগুলির চিন্তার ফসল নয়, কংগ্রেসের রাজনৈতিক দর্শনেরও এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, বাম দলগুলির নাম না-করেও তা আজ বুঝিয়ে দেন সনিয়া।

সনিয়া জানান, ২০০২ সালের এপ্রিলে কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনেই প্রস্তাব ওঠে, গ্রামীণ স্তরে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে একটি আইন জরুরি। ওই বছর মাউন্ট আবুর সম্মেলনেও ফের উঠেছিল এই প্রসঙ্গ। আবার ২০০৩ সালে শ্রীনগরেও বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন কংগ্রেস হাইকমান্ড। শেষ পর্যন্ত ২০০৪ সালে দলের ইস্তাহারে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি, গাঁধী-নেহরু ঘরানায় সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি যে কতটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে, তা জানাতেও ভোলেননি সনিয়া। তাঁর কথায়, "১৯৮০ সালে ইন্দিরাজি গ্রামে ভূমিহীনদের জন্য রোজগার যোজনা চালু করেন, ১৯৮৭-তে রাজীব গাঁধী চালু করেন জওহর রোজগার যোজনা।" ফলে, আর্থ-সামাজিক সংস্কারের অবতার যে বামেরা নন, আদতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস— আজ সনিয়ার বক্তৃতায় সেই ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট।

বস্তুত, প্রস্তাবিত আইনটি যখন প্রায় হিমঘরে পাঠানোর জোগাড় হয়, সে সময় সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন সনিয়া। কারণ, বিজেপি নেতা কল্যাণ সিংহের নেতৃত্বে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে দীর্ঘদিন বিলটি আটকে পড়েছিল বলেই বামেরা অনুযোগ জানিয়েছিলেন। তখন সনিয়াই বাম নেতাদের বলেছিলেন বিষয়টি নিয়ে সরব হতে। পরে কল্যাণও অবশ্য খসড়া বিল তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

সনিয়া আজ বিঁধেছেন এন ডি এ'কেও। তিনি বলেন, "আমরা ওদের সরকারকে বারবার বলেছিলাম— প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচি চালু করুন। ওরা শোনেনি।"

পরে বিজেপি-র বিজয় মলহোত্র অবশ্য সাংবাদিকদের বলেন, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁর মন্তব্য, "সংসদে সনিয়ার কাছ থেকে এই ধরনের ভুল অভিযোগ প্রত্যাশিত নয়। সম্ভবত তাঁর বক্তৃতা যিনি লিখে দিয়েছেন, তিনিই ভুলটা করেছেন।" আজ সনিয়ার বক্তৃতার আগে বলতে ওঠেন কল্যাণ। তিনি বলেন, "যা-ই আইন হোক, পরিবারপিছু গড়পড়তা মাসে পাঁচশো টাকা মিলবে। এই টাকায় মানুষের চলে? ভারতে এখনও বহু যৌথ পরিবার আছে। ফলে, পরিবারের কে কাজ করতে যাবেন, তা নিয়ে তো কোঁদল বাঁধবে।"

কংগ্রেস মুখপাত্র আনন্দ শর্মা অবশ্য বলেন, "টাকার অঙ্ক তুলে কেউ কেউ সমালোচনা করছেন। একটা ভাল জিনিস হচ্ছে। সেটা তো ভাল মনেই নিতে হয়।"

10 AUG 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

Cong to hit the roads with rural employment

Our Political Bureau
NEW DELHI 18 AUGUST

THE Congress on Thursday sought to take credit for an ambitious Bill guaranteeing employment to rural masses, with party chief Sonia Gandhi asserting that the "historic" measure would fulfil one of the biggest promises the party made in its election manifesto last year.

Declaring UPA government's resolve to improve the lives of rural people, Ms Gandhi — who spoke for the first time on a Bill in the Lok Sabha — said through the National Rural Employment Guarantee Bill, 2004, "we are starting to give them their right so that they have a better future".

The Congress chief, who initially spoke in Hindi, faced an Opposition uproar briefly, when she said the preceding NDA government had failed to pay heed to her party's advice. The Congress had advised them to part with additional stocks of food grains through the food-for-work programme in drought-hit states, three years ago.

"Many states, especially where there were Congress governments, were reeling under drought. We had requested the NDA government...to start food-for-work programme to help starving people. But the NDA failed to pay heed to the advice," she said, sparking strong protests from the Opposition benches.

Just as the House seemed to be heading for an uproar with the treasury, countering the Opposition tirade, Speaker Somnath Chatterjee's intervention and Ms Gandhi's own request for calm, paid dividends. "Aap baad mein jawab do naa. Koi problem nahin hai (kindly give your comments later. We have no problems)," the UPA chairperson said.

Even before the Congress could finish patting itself on the back for getting its pet project, "the National Rural Employment Bill," on track, doubts about the efficacy of the programme had been raised by the BJP-led Opposition. The BJP, armed with instances from the past and the arguments and figures, mustered by a select band of economists, picked several holes in it.

Initiating the discussion on the

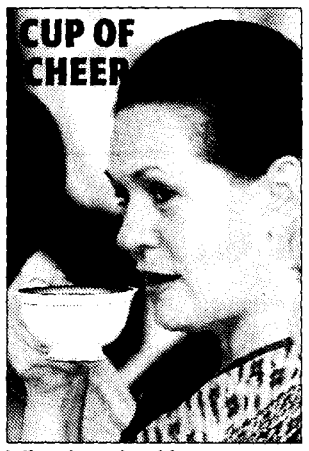

bill in the Lok Sabha, senior BJP leader, Kalyan Singh, who presided over the report of the standing committee, brought the rejoicing UPA members back on the ground with a speech replete with facts based on past experiences. Marshalling all the arguments gathered during the 25 sittings of the standing committee, Mr Singh, who was making his inaugural speech, delivered some hard, uncomfortable facts.

The Bill, he said, had been introduced without any homework. "Since the eighties, the country has been given at least six rural employment-generation programmes, including the Jawahar Rozgar Yojana, Rural Landless Employment Generation Programme, Employment Assurance Scheme, Sunischit Gramin Rojgar Yojana, Food-for-Work programme and the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana. We could have learnt important lessons from the failures of all these rural development projects," Mr Singh said.

"However, was any stock-taking done? What were the costs incurred? How many people actually benefited? Was any evaluation done?" he added. "If these projects had succeeded in attaining their objective of creating employment opportunities in rural areas, then no fresh programme would be needed," he asserted.

"All programmes havefailed till now, but no lessons learnt," he lamented. The Maharashtra model of employment generation scheme, which forms the basis for the NREG Bill, also came in for a very critical scrutiny. "If my information is correct, the CAG made an assessment of the programme only once in 1980."

19 AUG 2004 The Economic Times

THE HINDU 13 AUG 2007

Gaps in party-government coordination

The controversy over the Nanavati Commission report highlights the need for better political coordination between the Congress party and its government.

Harish Khare

PRIME MINISTER Manmohan Singh's emotionally evocative speech in the Rajya Sabha last week has, for now, capped the Nanavati Commission-generated political storm. But the nagging question remains: why did the United Progressive Alliance Government fail to anticipate the consequences of the Nanavati Commission report on the 1984 anti-Sikh riots? No less at fault is the Congress party's political establishment. Why, for instance, did it take days to get Jagdish Tytler to resign?

Detailed inquiries point to two facts. First, the inquiry commission report and the Action Taken Report (ATR) were not brought before the Cabinet Committee on Political Affairs — the designated sub-committee for politically sensitive matters. Secondly, the full Cabinet disposed of the ATR in under two minutes. The only inference possible is that either the allies were equally inattentive to the political ramifications or were unwilling to tread on what they must have presumed to be the Congress party's sensitive toes.

Sources at senior levels in the Congress party lament that the Union Home Ministry kept the Nanavati Commission report very close to its official chest. Neither Union Home Minister Shivraj Patil nor his senior officials are known for any kind of political insightfulness. Officials cannot be expected to be more proactive than their Minister; in any case, the last six months saw a change of guard at the level of Union Home Secretary. Both bureaucratically and ministerially, the Union Home Ministry was ill equipped to gauge, anticipate, and contain the political fallout of the Nanavati Report.

However, the Home Ministry alone cannot be singled out. Obviously, the Prime Minister's Office too failed to summon the requisite sensitivity. Notwithstanding the Prime Minister's own masterful response in Parliament, Dr. Manmohan Singh ought to have intervened internally much earlier rather than let the entire government appear wilfully callous towards the enormity of the 1984 violence.

Was the Prime Minister, too, afraid of rubbing the Congress party on the wrong side? By his own account, he and Congress president Sonia Gandhi had sought forgiveness and spiritual guidance at the Harmandir Sahib. Then, where did the diffidence creep in with respect to the Nanavati Commission report? The Prime Minister can still make up for his own reluctance to speak up earlier within his own administration; all he has to do is to reiterate and expand before the entire nation from the Red Fort the themes and promises he made in the Rajya Sabha last week. Otherwise, the emotional performance in Parliament would get reduced to a political ploy rather than be an exercise in healing.

Two lessons

Two lessons — one minor and one major — suggest themselves. First, the minor one. After more than one year, it is obvious that there is a "political gap" in the Prime Minister's Office. The botch-up over the Nanavati report is only the latest reminder of the political gap widening. Admittedly the PMO cannot assume a proactive role for itself in a coalition arrangement, but that every arrangement makes it all the more imperative for the Prime Minister to have political advice from within his own establishment. How the Prime Minister uses those inputs will necessarily vary from case to case, but there is no alternative to a political perspective.

The second lesson relates to the larger problem: the very newness of the UPA Government arrangement. The Congress party is for the first time experimenting with an arrangement in which the offices of Prime Minister and party president are not merged in one person. Even after one year there is no operating protocol on how to work the relationship between the government and the party. The result is that the government acts or does not act by trying to anticipate the preferences and prejudices of the party leadership. Those who processed the Nanavati report and prepared the ATR must have proceeded on the assumption that Ms. Sonia Gandhi still remained a prisoner of the 1984-85 theologies and would therefore be unwilling to countenance any "action" against those indicted in the Nanavati Commission report.

The situation is further compounded because there is no arrangement by which the Nanavati Commission report could be discussed with the Congress party's political leadership. Till the document was placed before Parliament it was a confidential report. If a politically alert Minister had headed the Home Ministry, it would have been possible for him to share informally with the party leadership the contents of the Nanavati bombshell. On the other hand, Ms. Sonia Gandhi herself has not put in place an office establishment competent to study and dissect a document like the Nanavati Commission report.

There remains a marked — and healthy — reluctance on the part of the Congress leadership to be seen as meddling in the Government's functioning. Yet there has to be a recognition of the need for a functional coordination of political impulses between the government and the party.

TYTLER CONCEDES HIS POLITICAL FUTURE AT STAKE

Cong controls damage

Shahid Pervez in New Delhi

Aug. 9. — Reeling under widespread public outrage and attacks from political parties, including its allies, the Congress leadership swung into a damage-control exercise a day after the Nanavati Commission report on 1984 anti-Sikh riots and Manmohan Singh government's action taken report (ATR) were tabled in Parliament.

The government and the Congress today sent out signals that they were ready to "amend" the ATR that was savaged by both the Opposition and the Congress allies, such as the RJD, DMK and the Left, as an "eyewash, non-committal and hugely unsatisfactory".

The heat is clearly on the Union minister for NRI affairs, Mr Jagdish Tytler, against whom the government's ATR rejected the Commission's recommendation for necessary further action on the ground that after stating "there was credible evidence against Tytler" it used the words "very probably" in indicating Mr Tytler's "hand in organising attacks on Sikhs". Mr Tytler's position hangs in the balance as the government is expected to come under more intense fire on the question of his continuance as a Union minister despite having come under a cloud in the 1984 Delhi massacre of Sikhs. Although Mr Tyler has decided to brazen it out, the Congress is divided on the issue of his ministership, with a section advocating that he should step down voluntarily to save the government and the Prime Minister, Dr Manmohan Singh, from further embarrassment. Another view within the Congress is that the removal of Mr Tytler would be tantamount to an "admission of guilt".

Significantly, the government and the Congress are now intent on driving home the point that they were "open" to go "beyond the ATR" in dealing with the panel's recommendations. The home minister, Mr Shivraj Patil, told the party top brass last evening that he was ready to order further action and probes if required. A series of high-level meetings has taken place to work out a strategy to "contain the damage". In the midst of uncertainty over his fate, Mr Tytler today conceded that his political future was at stake.

Earlier, the NDA stalled the proceedings of both Houses in Parliament protesting against the government's failure in taking action against those indicted by Mr Justice Nanavati. The former Prime Minister, Mr Atal Behari Vajpayee, echoed the demand of his party for the resignation of Mr Tytler as well as Dr Singh.

The CPI-M and CPI have asked the government to launch prosecution against the indicted persons and those whose culpability has been indicated by the Nanavati panel.

The Congress gave clear indications of taking some corrective measures saying "we are a sensitive political party and assessment of the situation is a continuous process".

More reports on page 5

Top brass in huddle

NEW DELHI, Aug. 9. — Top Congress leadership tonight grappled with the issues arising out of the Nanavati Commission report amidst speculation over the fate of Mr Jagdish Tytler, indicted by the probe. Congress chief Mrs Sonia Gandhi deliberated on the matter with Prime Minister Dr Manmohan Singh and other senior party leaders, including Mr Shivraj Patil, Mr Pranab Mukherjee, Mr Ghulam Nabi Azad and Mr Ahmed Patel. — PTI

1984 recall for four leaders

Here's what is against them

THE JUSTICE Nanavati Commission has made these observations on Congress leaders Jagdish Tytler, Sajjan Kumar, H.K.L. Bhagat and D.D. Shastri.

Tytler: "There is credible evidence against Tytler to the effect that very probably he had a hand in organising attacks on Sikhs," says the commission.

A witness, Jasbir Singh, alleged he saw Tytler in a car near the TB Hospital on the night of November 3, 1984. Tytler "rebuked" some people standing there. Tytler said if his instructions were not carried out his position will be "greatly lowered in the eyes of central leaders."

Tytler allegedly protested against "nominal killing" in his constituency as compared to East Delhi, Outer Delhi and Delhi Cantt. He said that it will be difficult for him to stake claim (sic) in future as he had promised "large scale killing of Sikhs."

However, the Nanavati report says that Jasbir Singh made no such allegations before any other commission.

Surinder Singh, head granthi of Gurdwara Pulbangash, told several commissions that Tytler led a mob which attacked the gurdwara on November 1.

But Tytler says Surinder Singh signed a second affidavit in which he denies saw Tytler among the mob. However, the commission says the affidavit (absolving Tytler) was obtained pressure.

Shastri: There is "credible evidence" that he instigated his men to organise attacks. The commission says the govt examine relevant material and direct investigations.

Bhagat: Credible evidence that he was "very probably" involved in the riots. But commission recommends no action because of his health. Affidavits allege Bhagat was in Trilokpuri along with 15 people who killed Sikhs.

Kumar: Suggests probes in seven cases where witnesses have accused him specifically, but no chargesheets have been filed. If there is justification, further action be taken under law.

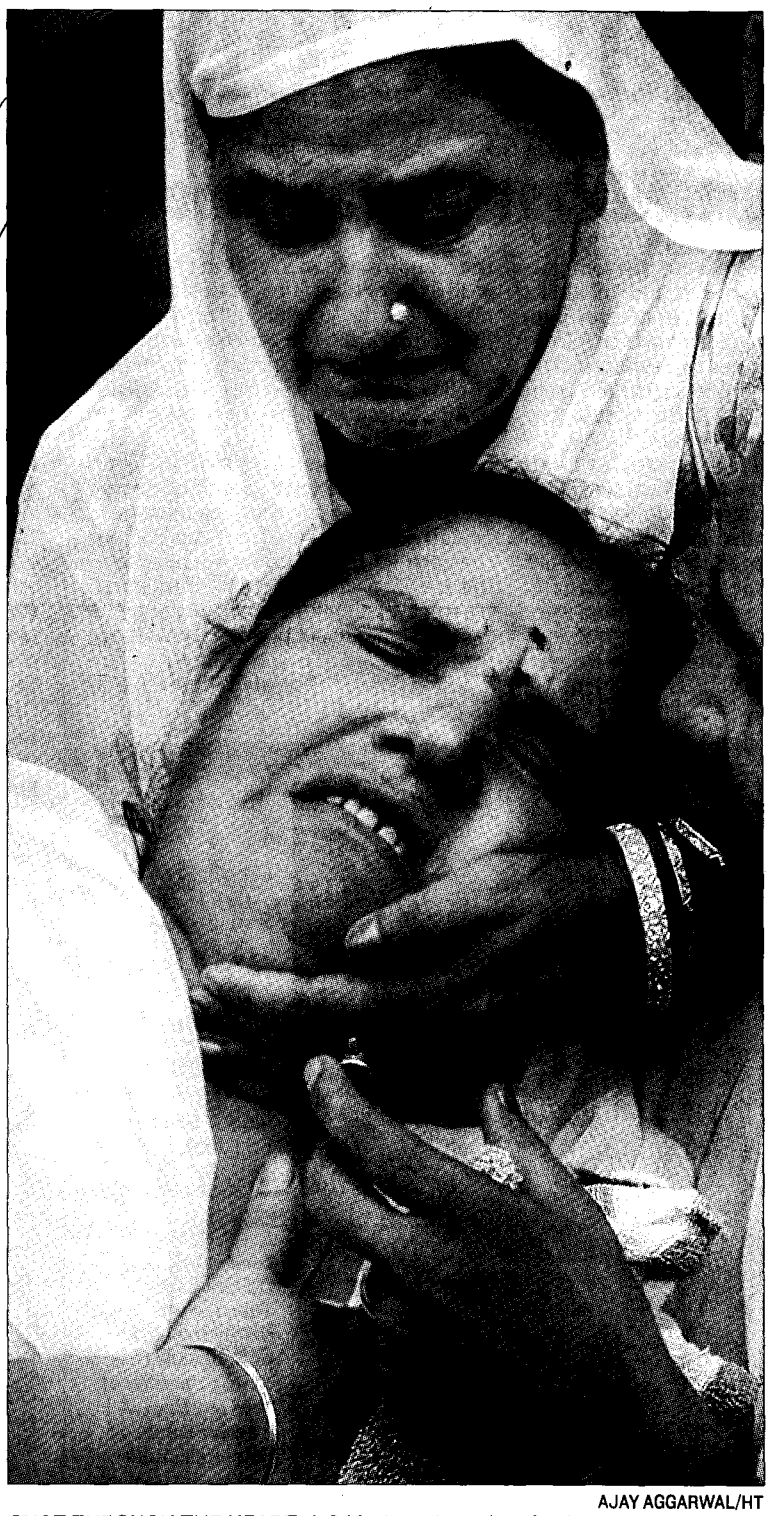

AJAY AGGARWAL/HT

SHOT THROUGH THE HEART: A Sikh riots victim breaks down during a protest at the Jantar Mantar on Tuesday.

No complaint against me in 21 yrs: Tytler

HT Correspondent
New Delhi, August 9

UNION MINISTER Jagdish Tytler, who has been named in the Nanavati Commission report, on Tuesday claimed that he was an "innocent victim".

Not a single person affected by the riots has filed a complaint against me in the last 21 years, said Tytler at a press conference.

"Much before the Justice Nanavati Commission, eight other commissions have given their reports. I have not been mentioned directly or even indirectly in any one of them," said Tytler, who is an MP from Delhi Sadar.

Tytler said that the affidavit on the basis of which the commission has made adverse comment against him was false.

He said that Surender Singh, who initially accused him in an affidavit, later said the affidavit was written in English and he did not understand what was written on it.

Subsequently, he filed a second affidavit absolving Tytler of all charges.

Tytler said that he was not in Delhi on October 31, the day when Indira Gandhi was assassinated.

"I was in Amethi on October 31. On November one, 1984, right from the morning, I was near Indiraji's body till 6 p.m."

"Even Nanavati has mentioned my involvement as 'probable' on the basis of Surender Singh's affidavit, which said that he saw me leading a mob at 9 a.m. How can I be at two places at the same time," he asked.

Tytler said that the party and the government have absolved him of any charge. "There is no pressure on me to resign," he said.

10 AUG 2005

Pranab remains at state PCC helm

HT Correspondent
New Delhi, August 8

PRANAB MUKHERJEE has been renominated as state PCC president.

The Congress high command has decided not to disturb the existing arrangement in West Bengal by retaining Mukherjee as PCC chief and Pradip Bhattacharya, an ex-MP, as working president though a section in the state unit wanted two working presidents to strike a balance between the old guard and the new leadership.

Pranab is bound to have his hands full because he is also the defence minister, leader of the House in Lok Sabha, heads over a dozen groups of ministers and also oversees the party's affairs in Punjab. He had been reluctant to take over the reins of the state unit and had let the central leadership know of this. But the leadership saw in him an able leader who will be able to guide the party in the run-up to the 2006 Assembly polls.

Given Mukherjee's stature, the party also expects him to put a lid on the infighting that has been plaguing the party. Under Mukherjee's leadership, the Congress had in fact improved its tally in the Lok Sabha at the cost of Mamata Banerjee-led Trinamool who was the sole victor from her party in the state in the last polls.

Apparently to lighten Mukherjee's task, Pradip Bhattacharya, who was state party general secretary, was made the working president sometime back. Bhattacharya said launching of a movement against the Left Front government would be the top priority of the new Pradesh Congress committee.

Bhattacharya said the PCC will soon chalk out its course of programme on "anti-people policies and failures" of the ruling Left Front. The details will be chalked out in consultation with Mukherjee.

THE HINDUSTAN TIMES

Subrata to rejoin Congress

Statesman News Service

KOLKATA, July 31. — Mr Subrata Mukherjee will rejoin the Congress soon. The United Democratic Alliance (UDA), set up shortly before the civic polls, will also merge with the Congress. This decision was taken at a meeting held at Madhusudan Mancha this morning. The UDA leaders are keeping in touch with PCC leadership. The date of its formal merging will be announced later.

Three of Mr Mukherjee's MLA colleagues Mr Ambika Banerjee, Mr Nirved Roy and Mr Paras Dutta were present at the meeting. Interestingly the three MLAs, who are active members of UDA, Mr Tapas Roy, Mr Paresh Pal and Mr Ashok Deb were absent.

Mr Mukherjee urged all right minded anti-CPI-M people to come under one umbrella to fight against the misrule of the CPI-M. He said that the CPI-M is taking the advantage of the divide in the Opposition.

The UDA leaders said that the last Lok Sabha and the recently held KMC polls have revealed that the Congress is emerging as the biggest Opposition in the state. Steps should therefore be taken to strengthen the hand of Congress which is the " biggest nationalist and secular party in the country."

The resolution further stated that before the Assembly polls, scheduled to be held next year, all the Opposition parties must unite under one banner to resist the ruling Left Front.

When asked how could the Congress fight against the CPI-M, as the latter is a part of UPA, the UDA leadership observed that the alliance at the centre is a political compulsion and it will not stop the Congress from launching movements against the CPI-M.

It may be recalled that the Trinamul Congress chief, Miss Mamata Banerjee, had categorically stated that her party would not enter into any alliance with the Congress since it had taken the support the CPI-M for its existence.

Some Trinamul leaders observed that apart from Mr Mukherjee the other UDA leaders will have no say in the PCC. "They have neither mass base nor contacts in Delhi and this will be the end of their political career. Even Mr Mukherjee will find it extremely difficult to work in Congress since he has exposed himself before the party workers and leaders," said one of them. The leaders said that some of the UDA leaders are desperately trying to return to the Trinamul.

© THE STATESMAN

ডাক সোমেন-বিরোধীদের

প্রথম পাতার পর

নিয়ে সুব্রতবাবুর ব্যাপারে প্রণববাবুর অবস্থান মমতা যে মানতে পারেননি, তা তিনি কংগ্রেসের এই নেতাদেরও স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন।

শুক্রবার রাতের বৈঠকে মমতা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনাও প্রাথমিকভাবে খারিজ করে সরাসরি জানিয়েছেন, গত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে তিনি ভুল করেছিলেন। কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে জোট গড়লেও এনসিপি-র প্রার্থী দিয়ে অনেক জায়গায় তৃণমূলের প্রার্থীদের হারিয়েছিল। তৃণমূলের এক নেতা শনিবার বলেন, "ওই বৈঠকে নেত্রী সরাসরিই কংগ্রেসের নেতা-বিধায়কদের বলেছেন, "সিপিএম-বিরোধিতার প্রশ্নে এই কংগ্রেসকে কেউই বিশ্বাস করে না। আমি কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াইয়ে যাব, আর তারপর কংগ্রেস কয়েকটা আসন জিতে জোট ভেঙে চলে যাবে!" তা ছাড়া, বর্তমানে যে নেতারা প্রদেশ কংগ্রেসের চালিকাশক্তি, তাঁদের সঙ্গে জোট চলে মমতার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হবে বলে ওই নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

রাজ্যে বাম-বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের মমতা-পন্থী নেতারা শেষপর্যন্ত কংগ্রেসে থাকবেন কিনা, তাও স্পষ্ট নয়। পুরসভা ভোটের বেশ কিছুদিন আগেই মান্নান-শঙ্কর সরাসরি প্রণববাবুর কলকাতার বাড়িতে গিয়ে মমতার সঙ্গে জোট বাঁধার প্রশ্নে প্রয়োজনে কংগ্রেস ছাড়ার হুমকি দিয়ে এসেছিলেন।

বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে (কংগ্রেসের একটি মহলের বক্তব্য, ২০০৬-এর বিধানসভা ভোট নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কয়েকমাস আগেই হয়ে যাবে), ততই সমঝোতার প্রশ্নে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরে গোষ্ঠীলড়াই যে তীব্রতর হবে, মমতার সঙ্গে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক তার ইঙ্গিত দিয়েই দিল।

মমতা নেতৃত্ব দিন, ডাক সোমেন-বিরোধীদের

অনিন্দ্য জানা

তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের রাশ হাতে নিতে চাইছেন সোমেন মিত্র, খবর পেয়েই নয়াদিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করে ফেললেন প্রদেশ কংগ্রেসের সোমেন-বিরোধী নেতারা। উদ্দেশ্য: সোমেনবাবুকে কোণঠাসা করে আগামী বিধানসভা ভোটে বাম-বিরোধী শক্তিকে এককাট্টা করে তার রাশ নিজেদের হাতে রাখা এবং মমতাকে খোলাখুলি সেই বাম-বিরোধী জোটের নেতৃত্বে আহ্বান।

শুক্রবার রাতে মমতার বাড়িতে দু'ঘণ্টা বৈঠকের পর যে দু'পক্ষে রফা হয়ে গিয়েছে, তা নয়। মমতা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার প্রস্তাব মেনে নেননি। তিনি উল্টে ওই নেতাদেরই তৃণমূলে আসার আমন্ত্রণ জানান। তবে এক নেতার কথায়, "বরফ গলার দিকে খানিকটা এগোনো গিয়েছে।" ঘটনাচক্রে সোমেনবাবুও বৈঠকের সময় দিল্লিতেই ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় যুযুধান উভয়পক্ষই শহরে ফিরেছেন।

কংগ্রেসের তরফে ওই বৈঠকে ছিলেন প্রথম সারির দুই বিধায়ক আব্দুল মান্নান, শঙ্কর সিংহ। ছিলেন দেবী ঘোষালও। তৃণমূলের তরফে মমতা ছাড়াও ছিলেন বিধায়ক সোনালি গুহ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর শোভন চট্টোপাধ্যায়।

মান্নান-শঙ্কর এমনিতেই কংগ্রেসের অন্দরে মমতা-পন্থী এবং সোমেন-বিরোধী বলে পরিচিত। অধুনা কলকাতা পুরভোট ঘিরে সোমেন-মমতা কাছাকাছি আসার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় তাঁরা ঈষৎ চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কংগ্রেস হাইকমান্ড তথা কংগ্রেস সভাপতি সনিয়ার কাছে সোমেন এই বার্তা দিতে সচেষ্ট হওয়ায় যে, মমতার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব কমছে। সেক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার দৌড়েও সোমেন এগিয়ে যেতে পারেন এবং আগামী বিধানসভা ভোটে তাঁর নেতৃত্বেই কংগ্রেসকে লড়তে হতে পারে। যাতে এই নেতারা একেবারেই স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না। সেজন্য এই নেতাদের তরফেই উদ্যোগ নিয়ে মমতার সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা হয়।

মমতা অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে এখনই যেতে রাজি নন। বরং তিনি কংগ্রেসের নেতাদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। কারণ, মমতার আশঙ্কা, বর্তমান প্রদেশ নেতৃত্ব তাঁদের সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়তেই দেবে না। কংগ্রেসের নেতারা অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁদের পক্ষে কংগ্রেস ছাড়া সম্ভব নয়। উল্টে মমতাই কংগ্রেসে ফিরে এসে বাম-বিরোধী জোটের হাল ধরুন। এক নেতা এমনকী এমনও প্রস্তাব দেন যে, সনিয়া গাঁধী যে ভাবে গত লোকসভা ভোটে সারা দেশের বিজেপি তথা এনডিএ-বিরোধী শক্তিগুলিকে একজোট করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে মমতাও তেমনই করতে পারেন। সেই ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

মমতা কংগ্রেসের নেতাদের স্তুতিতে বিলক্ষণ খুশি হয়েছেন। কিন্তু তিনি একইসঙ্গে এখনই কংগ্রেসে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিয়েছেন। মমতা ওই নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আগে তিনি দেখতে চান, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব কার হাতে আসে। কারণ, মমতা তাঁদের বলেন, "এই নেতারা আমায় মেনে নেবেন না।" বস্তুত, প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপর মমতা ক্ষুব্ধ প্রণববাবু পুরভোটে প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চকে সমর্থন করায়।

ঘটনাচক্রে, গত লোকসভা ভোটে জঙ্গিপুর জেতার ব্যাপারে প্রণববাবুকে মমতা পরোক্ষভাবে সাহায্যই করেছিলেন। তার পরেও পুরভোট

এর পর ছয়ের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA

Attack on workers outrageous

Sonia Promises Fair Probe Into Gurgaon Clash, Cong Seeks To Project Pro-Worker Image

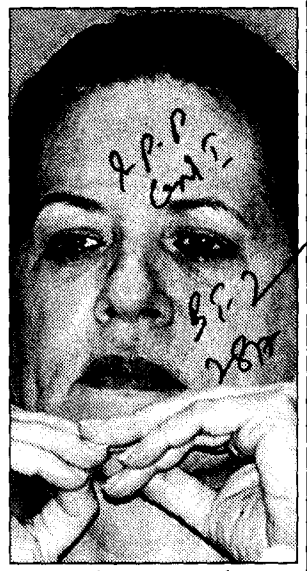

Our Political Bureau
NEW DELHI 27 JULY

WITH the brutal attack on workers in Congress run Haryana causing a huge image problem for the party, Ms Sonia Gandhi on Wednesday once again reiterated the promise for a fair probe into the incident.

Sensing that the Haryana government's stand favouring the multinationals could make the issue a cause of conflict between "aam admi's India" and "corporate India", Ms Gandhi said her party was outraged by the Gurgaon attack. "A judicial inquiry has been ordered and I am sure that those responsible will be held accountable. Let me at the outset reiterate my personal and indeed our collective anguish and shock at recent confrontations between striking workers and the police in Gurgaon that led to tragic consequences," she told at a meeting of the Congress Parliamentary Party here.

With the Centre coming under persistent attack from within the alliance for its failure to act on the pro-aam admi promises made in the Common Mimimum Programme, the perception of the government backing multinationals at this juncture could be politically prohibitive.

Incidentally, this script was used against the NDA when it was in charge at the Centre with the Congress describing every economic initiative of the then government as aimed at benefiting the industry and business class. With the Left and the NDA taking up the Gurgaon incident in a big way, the Congress has no choice but to make emphatic statements backing the workers. It recalled that only 48 hours ago, the state industry minister Randeep Surjewala blamed workers of the HMSI for the troubles in Gurgaon.

The Centre has been finding itself in a difficult situation after the Haryana government allowed the police to "sort out" the issue. While it gave the Left an opportunity to project itself as the only pro-poor formation in the ruling side, the Communists' plans for a prolonged agitation on the matter could dent the Congress' cultivated pro-poor image.

The development could also force government leaders to take up issues like labour reforms off their political discourse.

The Prime Minister, who has been exhorting allies of the government to think "out of the box", is sure to face pressure to accommodate the Left's concerns, which are normally at variance with the government's thinking. The government will also be required to reconcile the conflicting views of the labourers and MNCs. While the labourers are planning agitations, MNCs have begun to put pressure on the Centre through their respective embassies.

28 JUL 2006 The Economic Times

গুজরাতের প্রশংসার জের

রাজীব গাঁধী ফাউন্ডেশন থেকে ইস্তফা বিবেকের

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: শেষ পর্যন্ত পদত্যাগই করতে হল রাজীব গাঁধী ইন্সটিটিউট ফর সোসাল স্টাডিজের অধিকর্তা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায়কে।

রাজীব গাঁধী ফাউন্ডেশনের অঙ্গ এই ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণা রিপোর্টে গুজরাতের অর্থনীতির দরাজ প্রশংসা করা হয়। তার পরেই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধী নির্দেশ দেন, আগামী দিনে ইনস্টিটিউটের সব গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশের আগে ফাউন্ডেশনের কর্মসমিতির কাছে পাঠাতে হবে। এর পরেই গত ১ জুলাই অধিকর্তার পদ থেকে ইস্তফা দেন বিবেক।

সনিয়ার নির্দেশে স্বভাবতই আহত হয়েছেন এই খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ। কংগ্রেস তথা ১০ জনপথের সঙ্গে বিবেকের সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। তবুও অর্থনীতিবিদ হিসাবে কখনওই তিনি কোনও বিশেষ দল বা সরকারের 'জো -হুজুর' গবেষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। রাজীব গাঁধী ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা থাকার সময়েই তিনি চিদম্বরমের বাজেটের কড়া সমালোচনা করেন। কিন্তু তা নিয়ে কখনওই জলঘোলা হয়নি। কিন্তু এ বারের ইন্সটিটিউটের রিপোর্টকে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচারের কাজে লাগাতে শুরু করার ফলেই কংগ্রেস এবং রাজীব গাঁধী ফাউন্ডেশনের ভিতরে বিবেককে সরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে। সনিয়া গাঁধী যার চেয়ারপার্সন, সেই রাজীব গাঁধী ফাউন্ডেশনই যে তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হল, কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে তা জানাতে শুরু করেন মোদী। কংগ্রেসে অস্বস্তি বাড়তে থাকে।

চাপ বাড়তে থাকে সনিয়ার উপরেও। রাজীব গাঁধী ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট যে কংগ্রসের মত নয়, এমনকী রাজীব গাঁধী ফাউন্ডেশনের সার্বিক মতও নয়, তা প্রচার করতে শুরু করে কংগ্রেস। এর পরই ইনস্টিটিউটের সমস্ত গবেষণাপত্র ফাউন্ডেশনের কর্মসমিতির সামনে পেশ করার নির্দেশ দেন স্বয়ং সনিয়া গাঁধী।

বিবেকের ইস্তফা দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না।

কেন ইস্তফা দিলেন? কারণ ব্যক্তিগত— বলেছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র আনন্দ শর্মা। তিনি বলেছেন, "ইস্তফার ব্যাপারটি ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কংগ্রেসের কেউ ইস্তফা দিতে বলেনি। সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে জল ঘোলা করার কোনও মানে হয় না। " কারণ ব্যক্তিগত, বলছেন বিবেকও। কিন্তু রিপোর্টের পক্ষে একাধিক যুক্তিও দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, ● ২০০১ ও ২০০২ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্টটি তৈরি। সেই সময় মোদী মুখ্যমন্ত্রী হননি। ● গুজরাতের যে সাফল্যের কথা রিপোর্টে বলা হয়েছে তার কৃতিত্ব কোনও এক জন ব্যক্তি বা সরকারকে দেওয়া হয়নি। পূর্বতন বিভিন্ন সরকারের ধারাবাহিক সাফল্যের কথাই রিপোর্টে বলা হয়েছে। ● রিপোর্টে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশংসা করা হয়েছে। রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতার প্রশংসা করা হয়নি। ● গবেষকের কাজ তথ্য দেওয়া। কে বা কারা তার জন্য দায়ী তা ব্যাখ্যা করা নয়।

বিজেপি নেতা বিজয়কুমার মালহোত্র বলেছেন, "কংগ্রেসের যে সত্যি কথা সহ্য করার ক্ষমতা নেই, বিবেকের ইস্তফাই তার প্রমাণ।" তিনি বলেন, "ওরা গুজরাত নিয়ে নানা কথা বানিয়ে বলে। এখন ওদের প্রতিষ্ঠানই মিথ্যেগুলো ধরিয়ে দিল।" ঘটনায় মর্মাহত জেএনইউ-র এক অধ্যাপক বলেছেন, "এ তো আশ্চর্য কথা! গুজরাতের অর্থনীতির প্রশংসা কি মোদীর প্রশংসা নাকি? হিটলারের সময়ে জার্মানির অর্থনীতির যদি উন্নতি হয়ে থাকে, সে কথা বলা যাবে না? রিপোর্টটিকে ব্যবহার করে মোদী তো সুবিধাবাদী আচরণ করেইছেন, কংগ্রেসও অপরিণতমনস্কতার পরিচয় দিয়েছে।" তবে ইস্তফা দিলেও ৩১ অগস্ট পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি।

1 JUL 2005 ANADABAZAR PATRIKA

INDIAN EXPRESS

Islamic scholar Rafiq Zakaria, 85, dead

PRESS TRUST OF INDIA
MUMBAI, JULY 9

VETERAN Congress leader and Islamic scholar Dr Rafiq Zakaria died at his residence early today, family sources said. He was 85 and is survived by wife Fatma, three sons and a daughter.

Zakaria complained of acute back pain shortly before he breathed his last around 7 am, the sources said.

Zakaria was active in the freedom struggle right from his student days, both at home and abroad. After a successful legal career, he served as a cabinet minister in Maharashtra for over a decade.

Born on April 5, 1920, Zakaria

Express

joined the freedom struggle after the Quit India call by Mahatma Gandhi.

Zakaria straddled the world of education, journalism, politics and Islamic studies with elan. He was a Chancellor's gold medalist of the Bombay University and Ph.D With distinction from London University. He was called to the bar from Lincolns Inn.The veteran Congress leader made a pioneering contribution to the field of education by setting up about 10 to 12 colleges.

His body will be shifted to a city hospital, family sources said, adding the body is likely to be taken to Aurangabad on Monday for burial.

In 1978, Zakaria became deputy leader of the ruling Congress Party in Parliament. He held important assignments including that of the Prime Minister's special envoy to the Muslim world in 1984 and represented Indian at the United Nations in 1965, 1990 and 1996.

Zakaria was a scholar of international repute. He authored over 15 books, including 'A Study of Nehru'. His rejoinder to Salman Rushdie, entitled 'Muhammad and the Quran,' became very popular. An eminent educationist, Zakaria founded a dozen educational institutions of higher learning in Mumbai and Aurangabad. He was a member of the national jury for the Ambedkar Award and the National Integration Council.

Zakaria held important portfolios in the Maharashtra government and was instrumental in setting up industrial estates around Aurangabad. He set up 15 colleges, including the Maharashtra College.

RGF | Sonia to Bibek Debroy: clear all research papers with executive panel

Gujarat report: Sonia plays editor, author says I quit

JAY MAZOOMDAAR
NEW DELHI, JULY 8

AFTER being asked by Rajiv Gandhi Foundation chairperson Sonia Gandhi to get all research papers vetted by her executive committee, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies director Bibek Debroy has resigned.

Gandhi's instruction follows Debroy's report on economic freedom in Indian states which gave top ranking to Gujarat. The report was cheered, celebrated and publicised by Gujarat Chief Minister Narendra Modi.

While the Congress thought the report offered Gujarat CM a political handle, its leader and RGF head issued a letter to Debroy asking him to get all research papers vetted by the committee before publishing. Apart from Sonia Gandhi and RGF secretary general Manmohan Malhotra, Suman Dubey, V Krishnamurthy and P Chidambaram are members of the committee. Malhotra was unavailable for comment.

"For a fiercely independent researcher like Debroy, that amounted to a marching order. We all know he would have never compromised," said Debroy's friend and economist, Amir Khan of India Development Foundation.

So on May 1, Debroy resigned. He will quit office on August 31 after a two-month notice period.

Although Debroy confirmed his resignation— "I will vacate office on August 31"— he refused to comment on it. He, however, defended his report.

Speaking to *The Indian Express* he said: "I would point out just five things. First, as researchers, we state facts and usually don't go into explanation of who or what are responsible for those facts. That's a different scope of academics all together. Secondly, the report reflects the state of Gujarat as a result of successive governments and can't be linked to any individual or government. Thirdly, data used in the research were sourced till 2001 and

CONTINUED ON PAGE 2

What the report said

Gujarat ranks No 1 in economic freedom index. Factored in:

- Security of property rights (Gujarat ranked No 8)
- **Size of govt (No. 2 after Chhattisgarh)**
- Regulation of credit, labour and business (Gujarat ranked No. 5)
- **Taken together, this ranked it No 1**

What the author says

- We state facts, don't go into explanation of who or what responsible.
- **Report reflects result of successive governments, can't be linked to any individual or government.**
- Data used sourced till 2001 and early 2002—before Modi's tenure.
- **We dealt with economic freedom, not social or political freedom.**

Gujarat report: Sonia plays editor, author puts in his papers

early 2002—clearly before Modi's tenure as the CM began. Fourthly, we were dealing with economic freedom and not social or political freedom. Finally, the states were judged in three parameters and Gujarat fared exceptionally well in terms of the size of government, which eventually placed it on top."

Economist Lavesh Bhandari, co-author of the report, told *The Indian Express* that while it was opportunistic of Narendra Modi to use the report in his publicity drive, the Congress failed to react in a mature way.

"I was surprised to see how such a simple report could inspire this political *tamasha*. Debroy's resignation is very unfortunate. It sends wrong signals so far academic freedom is concerned," he said.

• Subodh Kumar of Friedrish Naumann Stiftung, the German institute that commissioned the report, said: "The Congress has to be blamed more than Modi for such an unwise move. If Modi has been irresponsible, then Sonia Gandhi, giving in to pressure from her own party members, has been reckless in her decision."

INDIAN EXPRESS

Priya is Cong nominee for Sunil Dutt's seat

New Delhi: Priya Dutt, daughter of late Sunil Dutt, will be the Congress candidate for the Mumbai North-West Lok Sabha constituency represented by her actor-turned-politician father, party sources said on Friday.

"Priya will be the Congress candidate for the Mumbai North-West Lok Sabha constituency whenever the elections are held," party spokesman Abishek Singhvi told reporters in New Delhi. He said Priya and her actor brother Sanjay Dutt earlier met Congress president Sonia Gandhi.

Meanwhile, Singhvi said former Goa PCC chief Shantaram Naik was made the Congress candidate for the biennial Rajya Sabha elections from Goa denying the nomination to former Union minister Eduardo Faleiro.

As expected, Congress renominated Ahmed Patel, political secretary to Gandhi, for the Rajya Sabha elections from Gujarat. In West Bengal, the party declared its support to Indepednent candidate Arjun Sengupta, who is also backed by the Left parties. PTI

02 JUL ... OF INDIA

Tonk firing a barbarous act: Sonia

No comment on action against Rajasthan Government

Sunny Sebastian

TONK (RAJASTHAN): Congress president Sonia Gandhi on Thursday termed the police action on farmers which led to five deaths here last week as a "barbarous act" which deserved "condemnation" but refused to comment on recommending any possible action against the Bharatiya Janata Party-led Government in Rajasthan in this regard.

"The way they were fired upon... it is shocking. One cannot understand why and how it was done," Ms. Gandhi said talking briefly to media persons outside the district hospital, the last destination during her four-hour long visit to Tonk.

Ms. Gandhi, who visited the families of the deceased in their villages, handed over Rs.1 lakh in cash and a draft of Rs.1 lakh each -- as an equal contribution from the All-India Congress Committee and the Pradesh Congress Committee. She promised to look into the chances for providing jobs to members of the families of the victims.

Visits hospital

Ms. Gandhi also visited the Tonk district hospital to meet persons who were admitted with serious injuries in the police firing and handed over Rs.10,000 to each.

Observing that there was an "enormous need of water" in the area, she said if the local authorities or the State could formulate any project on drinking water, the Centre would support it.

Ms.Gandhi was accompanied from Delhi by two Union Ministers from Rajasthan, Sisram Ola and Namonarain Meena, and Congress general secretaries Ashok Gehlot and Mukul Vasnik. The Pradesh Congress Committee president, B.D.Kalla, and former Deputy Chief Ministers Kamla and Bhanwarilal Bairwa were also present.

Ms. Gandhi's visit came as a good augury to the grief-stricken villages like Bhawdi, Jheerana and Sehola as it was accompanied by torrential pre-monsoon showers. The parched fields all along the 100 km stretch of National Highway 12 from Jaipur to Tonk too got their share of water by the time her helicopter took off around 2 p.m.

The visit came as a big disappointment to the TV channels which had their OB vans ready as dust storms preceded the rains. Ms. Gandhi also was drenched by the time she finished with her final destination.

"Paani ka hi intesar dha,"(we were waiting for water), Uddhalal Chopra, president of Jat Mahasabha, Piplu, said at Jheerana. "Yeh phori tor pe rahat hai (this is a temporary relief)," Mr.Chopra, who was among the gathering which waited in Jheerana when Ms. Gandhi visited the place, said.

Promise on job

At Jheerana, outside the residence of Ramnarain, Ms.Gandhi asked former Minister Harendra Mirdha what "else we could do for the family". When Mr.Mirdha pointed it out to her that Bhanwarlal, the son of the deceased, was a graduate, she sought details. At other places also Ms. Gandhi said she would try to do something to provide jobs to the kin of the victims.

The people to whom Ms. Gandhi talked complained to her of water scarcity in the fluoride-affected district and the breach of promise made by the State Government on providing them with the water of Bisalpur project. They also told her about the "false" cases being registered against the local people after the cathartic agitation of June 13.

LENDING AN EAR: *Congress president and UPA chairperson Sonia Gandhi reaching out to people at Bawri village in Tonk district of Rajasthan on Thursday.*
PHOTO: DILIP SINGH OF RAJASTHAN PATRIKA

Sonia mum on Punjab CM's Khalistan venture

C L Manoj
NEW DELHI 22 JUNE

EVEN as the Opposition is up in arms, an embarrassed Congress high command on Wednesday appeared to be clueless on how to handle its controversial Punjab chief minister, Capt Amarinder Singh's latest provocative act — of attending a function in Canada under the banner of Khalistan.

But it may serve Sonia Gandhi and her advisors well if they bothered to revisit an episode in Kerala in 1985, when the Congress-led government sacked a minister under the direction of then Prime Minister, Rajiv Gandhi, for making a statement that was seen as pro-Khalistan.

R Balakrishna Pillai, senior minister in the K Karunakaran government, had to quit when the chief minister, backed by the then Prime Minister Gandhi, took strong objections to his remarks that Kerala may also have to start a "Punjab-model agitation". Mr Pillai's remarks came as his way of protesting the Centre's decision to shift a railway coach factory, earmarked for Palakkad district in Kerala, to Kapurthala in Punjab as part of the Rajiv-Longowal peace accord. Mr Pillai, known for his quotable one-liners, chose to register his protest by stating that the Centre's decision had shown that only those who threatened the violent path (read Punjab in the backdrop of Khalistan-driven terrorism) could get away with rewards. Therefore, Kerala, too, may have to start "Punjab-model agitation" to get the Centre to meet its developmental aspirations. As his remarks had come at a sensitive time, with the Centre working hard to douse the flames of terrorism in Punjab, Congress leadership both at the Centre and the state took strong objections, and within days he was made to resign from the Karunakaran government.

Nevermind that the chief minister's decision to address a gathering at a Canada Gurudwara, with a banner written 'Khalistan Zindabad', adoring the platform, came at a time when fresh attempts are reportedly being made to revive the menace of terrorism in Punjab. AICC spokesperson Jayanthi Natarajan chose to be picture of studied inarticulation: "The chief minister has already clarified that he was not aware that a banner saying 'Khailstan Zinadab' was there at the venue of his address. It was a mistake, nothing more should be read to it."

His defence was as unconvincing as the chief minister's own explanation that he was not aware of the nature of the function. Ms Natararajan, like the CM, refused to elaborate as to why Mr Singh chose to visit a place known as a hub of the separatists, especially since CM's' engagements are always well-scrutinised.

23 JUN 2005 The Economic Times

Cong accuses RSS chief of distorting history

New Delhi: Congress on Monday accused RSS chief K Sudarshan of distorting history by claiming that the first prime minister of the country, Jawaharlal Nehru, had been responsible for the ills plaguing the country today.

"He has a penchant for twisting history and making strange observations," Congress spokesman Anand Sharma said, reacting to Sudarshan's remarks on Nehru.

Sharma said though the RSS chief's remarks did not call for much attention,

> 'He has a penchant for twisting history and making strange observations'

there was a need to set the record straight. "Nehru served prison terms for a total of 19 years during the freedom struggle but what was RSS' role in the independence movement?" Sharma asked. Defending Nehru, he said that after Independence, Nehru had led the reconstruction programme by building institutions like the IITs and IIMs, besides major dams and steel plants around the country.

"Sudarshan's statement in Lucknow was objectionable as it sought to present a distorted version of history," Sharma said. He accused the RSS boss of a "medieval mindset" and said everything he had said was a negation of history. TNN

JUN 2006 THE TIMES OF INDIA

Cong blasts BJP over Sonia visit

Statesman News Service

NEW DELHI, June 16. – The Congress today debunked the BJP's questioning of Mrs Sonia Gandhi using Reliance's private ultra-modern jet for her Russia visit. It also joined issue with the BJP over the latter's criticism of the nature of the visit. BJP's question: "In what Mr Natwar Singh tagged along with Mrs Gandhi," too came in for criticism.

Mr Anand Sharma, said: "It is the Congress party's established practice that depending on the requirement, whenever Mrs Gandhi travels, the party hires a chartered private plane or helicopter from various companies and pays their charges in each case." Mr Sharma said: "In this case it happened to be the Reliance jet for which the Congress paid the company an advance of Rs 12 lakh on 2 June, what is wrong in that."

Mr Sharma said: "There is no ban on using a chartered aircraft of this company for a fee." The Congress' move to hire private aircraft for Mrs Gandhi's visits for election-related or other purposes is also cleared by various security agencies, said Mr Sharma. The Congress said the BJP's "top leaders and even second and third-rung leaders", use chartered aircraft from various companies, including Reliance, for their various trips. — SNS

VHP saint backs Advani

NEW DELHI, June 16. — Swami Vishvesha Teerth of Udupi's Pejavar Mutt, a key founder-member of the VHP, today condemned the resolution adopted by the Parishad against Mr Advani and asked the outfit to "abandon extremist positions, which go against the grain of Hindu culture and ethos". The Swami who met Mr Advani earlier today, claimed that the BJP president was "willing to meet" Hindu religious leaders and "give clarifications". Addressing a press conference the Swami, said he was against both its "language and content". VHP sources attributed the Swami's statement to his disciple Miss Uma Bharati "who is trying to win back Mr Advani's confidence". — PTI

17 JUN 2005 THE STATESMAN

PM no prisoner of protocol

NEW DELHI, June 15. — In the wake of the controversy triggered by the Prime Minister's alleged breach of protocol in seeing off Mrs Sonia Gandhi at the airport early on Monday when she was leaving for Russia, the Congress and the PMO today sprang to the defence of the two leaders.

In accordance with protocol and precedent, the PM is supposed to receive and see off only the President, the Vice-President and visiting top foreign dignitaries. The PMO said: "A PM can never be a prisoner of protocol." Defending Dr Manmohan Singh's action, it said: "A PM can go and receive anybody he wants to, see off a friend if he wants to. In this case, he went to see off his party president."

The BJP was quick to seize upon the controversy to reinforce its consistent allegation that the authority of the PM' has been "eroded" under the UPA regime. The Congress denied that there had been any breach of protocol. Eyebrows were also raised over Mrs Gandhi's use of a private, luxurious jet, reportedly belonging to one of the country's leading industrial houses, for her Russia trip. — SNS

SWEET NOTHINGS? The PM and Mrs Gandhi

India, Russia to fight terror together: page 4

16 JUN 2005 THE STATESMAN

Cong storms back in Goa, wins Haryana

HT Correspondents and **Agencies**
New Delhi, June 5

THE CONGRESS, which came under attack during the political turmoil in Goa three months ago, stormed back to power in the state on Sunday and swept all the three by-elections in Haryana. But it lost in Kerala, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka, where the Samajwadi Party opened its account winning the Shimoga Lok Sabha constituency.

The Congress won three of the five by-polls in Goa. And with its ally, the NCP, bagging one seat, the Congress-led United Legislature Party raised its tally to 21 in a House of 39 in the state that came under President's Rule in March after two controversial confidence votes unseated the BJP and put the Congress in power. The BJP won the fifth seat and raised its tally to 17. It also has the support of a UGDP MLA. The Congress Legislature Party will meet on Monday in Panaji to elect its new leader.

Haryana CM Bhupinder Singh Hooda, at present a Lok Sabha member, fulfilled the constitutional requirement of becoming a member of the Assembly when he won the Kiloi seat with a huge margin of over 1 lakh votes defeating INLD's Azad Singh Attri.

Two of his party colleagues, Savitri Jindal and Kiran Choudhary, rode a sympathy wave to secure similar margins of victory in Hissar and Tosham cashing in on the deaths of their husbands O.P. Jindal and Surender Singh in a helicopter crash a few months before. The Samajwadi Party's S. Bangarappa won the Shimoga LS seat in Karnataka which he had quit as a BJP member to join the SP a few months ago.

Elsewhere, the Congress ran out of luck. In the Chamrajpet assembly constituency in Karnataka vacated by former Chief Minister S.M. Krishna, the party lost to its coalition partner JD(S).

At Penukonda in Andhra Pradesh, TDP's P. Sunita defeated her nearest rival B. Sriramulu of the Congress by 18,850 votes. Sunita rode the sympathy wave generated by her husband and TDP MLA Paritala Ravi's murder late last year.

06 JUN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Sonia elected unopposed

Press Trust of India

NEW DELHI, May 28. — Mrs Sonia Gandhi was today formally elected Congress president unopposed for a third term amid expectations that she would give greater responsibility to the "next generation," including Mr Rahul Gandhi, in the organisation at various levels to make it more vibrant.

Mrs Gandhi was re-elected for the top party post a year after she marshalled Opposition forces to hand out a shock defeat to the NDA in the Lok Sabha polls and later renounced the post of the Prime Minister. After she was declared elected unanimously, she told jubiliant partymen at the AICC headquarters, in the presence of senior leaders and ministers, that "we should not rest on our laurels and should be more active than earlier".

Mrs Gandhi, who also heads the ruling Congress-led UPA, preceded her remarks by saying that the party had encountered many a challenges in the past and regained power at the Centre after eight long years. With her formal re-election as party chief, the entire AICC secretariat has in a way assumed a caretaker status. She, however, had made it clear earlier that she had no plan to make drastic changes in the set up. At the same time, she has said that the "next generation," including Rahul, would have to share greater responsibility. Her re-election would be ratified at the party plenary expected to be held by September.

29 MAY 2005 THE STATESMAN

Sonia re-elected Congress chief

No room for complacency; we have to work harder than ever before, partymen told

Special Correspondent

NEW DELHI: Sonia Gandhi was formally re-elected Congress president here on Saturday morning. What has been a foregone conclusion since the organisational elections were announced became a fact today with no opposition to her candidature for the post that saw an election the last time round in 2000.

This will be her third term as Congress president since she took reins of the organisation in March 1998.

Ms. Gandhi's re-election was announced by the chairman of the party's Central Election Authority, Oscar Fernandes, at the Congress headquarters to the burst of crackers and drum beating. Of the 100 sets of nomination papers filed in her favour, three were found invalid — that of the All-India Mahila Congress.

Soon after going through the formality of accepting her "election certificate" from Mr. Fernandes, Ms. Gandhi told the gathering that she would work shoulder-to-shoulder with them to build the organisation.

Stating that the Congress had been able to return to power at the Centre in the face of numerous challenges, Ms. Gandhi underlined that there was no room for complacency. "We need to work harder than ever before," she emphasised, thanking the workers for their cooperation.

With this, Ms. Gandhi returned to her adjoining residence even as leaders and workers made a beeline to congratulate her.

For the next couple of hours, 10 Janpath witnessed a steady stream of visitors as the celebrations continued outside. The entire senior leadership of the party, except Prime Minister Manmohan Singh — who is away in Himachal Pradesh — was present.

Ms. Gandhi was first appointed to the post on March 14, 1998. In 2000, she faced a challenge from Jitendra Prasad who could manage only 10 votes in the final countdown.

ROSES ALL THE WAY: *Sonia Gandhi is all smiles on being re-elected Congress president without contest in New Delhi on Wednesday.* – PHOTO: V. SUDERSHAN

29 MAY 2005 THE HINDU

Sonia set to be re-elected Congress president

Statesman News Service

NEW DELHI, May 27. — Mrs Sonia Gandhi is all set to assume the reins of the Congress afresh even as a formal announcement of her re-election as party chief is awaited. Her "unanimous" re-election as the Congress president is now a fait accompli since there is no challenger to her candidature in the fray.

As expected, Mrs Gandhi remained the only contestant for the top party post as the deadline for filing of nomination papers ended at 3 p.m. today, according to the AICC's Central Election Authority chairman, Mr Oscar Fernandes.

Mr Fernandes said that a formal announcement of Mrs Gandhi's re-election will be made tomorrow after scrutiny of nominations. He said that altogether 100 sets of nomination papers had been received since 25 May when the filing of nomination for the Congress president's election began. All of them proposed Mrs Gandhi's name, he said, adding there was no other candidate for the post.

This is to be the incumbent Congress chief's first re-election after spearheading the Congress-led UPA to victory in the Lok Sabha polls last year.

The re-election of Mrs Gandhi was a foregone conclusion as the entire Congress leadership from all over the country — including the Prime Minister Dr Manmohan Singh, Cabinet ministers, chief ministers, AICC general secretaries, CWC members and other senior leaders — collectively rallied behind her, filing altogether 100 sets of nomination papers proposing just one name for the top Congress office.

The Congress' "genext", led by "heir apparent" Mr Rahul Gandhi, the MP from Amethi, also filed a nomination paper for his mother, along with other young leaders from UP.

The AICC today went overboard in showering praise on Mrs Gandhi's leadership, describing her election and the ongoing organisational poll as a "momentous exercise in internal party democracy".

In his tribute to Mrs Gandhi, the AICC spokesman, Mr Abhishek Singhvi, said she represents the "true tradition of continuity in the Congress whose transparent, participative and democratic functioning could not be matched by other parties".

To a question about Mrs Gandhi's unopposed election, Mr Singhvi said: "The election was an open affair."

28 MAY 2005 THE STATESMAN

89 nominations filed for Sonia

Most States don't pay heed to advice on limiting number of nominations

Special Correspondent

NEW DELHI: Sonia Gandhi is all set to be re-elected Congress president *unopposed*. All 89 nominations filed on Wednesday for the post were in favour of the incumbent. Prime Minister Manmohan Singh was the first to propose her name. But for the sudden death of Cabinet Minister Sunil Dutt, the number of nominations would have crossed the 100-mark as expected by party managers.

Soon after his death was confirmed, it was decided that Ms. Gandhi would not give her consent for any more nominations. As no nomination will be complete without the consent of the candidate, this decision virtually capped the exercise.

Officially, however, the central election authority will accept nominations till Friday afternoon.

Though scrutiny of the papers and their publication were to be taken up within an hour of the close of nominations, the exercise has been postponed to the following day as May 27 is Jawaharlal Nehru's death anniversary.

Elaborate preparations

Elaborate preparations were made for the filing of nominations with delegates from across the country swarming the Congress headquarters from early hours. Most Congress Chief Ministers and practically all Pradesh Congress Committee presidents were in attendance.

The exercise began with the Prime Minister leading veterans of the party to Ms. Gandhi's residence.

After securing her consent, Dr. Singh — accompanied by practically the entire central leadership — went to the Congress headquarters.

NO DOUBTS ABOUT THIS: *Sonia Gandhi signs her nomination form for the June 9 election of the Congress president. Prime Minister Manmohan Singh, the proposer, and AICC general secretary Janardhan Dwivedi savour the scene at the party headquarters in New Delhi on Wednesday.* – PHOTO: V. SUDERSHAN

The first set of papers was signed, besides by Dr. Singh, by five Ministers — Shivraj Patil, Ghulam Nabi Azad, Arjun Singh, G. Venkataswamy and P. R. Kyndiah — and senior leaders Ambika Soni, M.L. Fotedar, Digvijay Singh and Mohsina Kidwai.

Soon after, Defence Minister Pranab Mukherjee led another set of senior leaders for filing the second set of nominations.

In a brief interaction with the media, the Prime Minister said: "It was my proud privilege to propose Ms. Gandhi's name for the post of Congress president." Asked whether the party had no other leader for the post, he said the nation already decided on her leadership.

That most States did not heed the central leadership's advice to limit the number of nominations was evident from the filing of 89 sets before she cut short the exercise.

The big States were asked to file a maximum of five nominations, the middle-sized States not more than three and the small ones one each.

Among the last nominations filed was the one proposed by Ms. Gandhi's son, Rahul Gandhi.

26 MAY 2005 THE HINDU

Sunil Dutt dies in peace

OUR BUREAU

May 25: Sunil Dutt, a bigger hero in real life than in reel life, passed away in his sleep after a heart attack today.

The lane leading to the Dutt home in Pali Hill saw a tide of people surging in to pay their respects, from Manmohan Singh and Sonia Gandhi, Amitabh Bachchan and Dilip Kumar to the slumdwellers for whom "he was like our father".

Dutt, who would have turned 76 next month, is survived by his son Sunjay and daughters Namrata and Priya. He was cremated in the evening.

The actor who made his mark in *Mother India* first fought an election in 1984, on Rajiv Gandhi's request, and went on to become one of India's most respected politicians.

Many of the mourners outside the iron gates in Nargis Dutt Lane, named after his wife, were *burqa*-clad poor women, a constituency not served by many politicians. Some had been encouraged to join the Congress by "Dutt *saab*".

"We are all from the Congress party," said Mohsina Biwi, from Jogeshwari, who came with a small bouquet of white flowers. "He was like our father. He took care of all of us, of the poor especially."

Dutt had taken a quiet step towards politics in 1977 when many in the Congress were beginning to distance themselves from Indira Gandhi after her poll debacle. A staunch believer in secularism, Dutt offered her moral support. After her return to power in 1980, Indira Gandhi nominated his wife Nargis to the Rajya Sabha.

After Nargis died of cancer in 1981, Dutt took up the cause of cancer cure. This was just one of the many causes he championed. Communal harmony was another.

At the height of militancy in Punjab, he led a peace march from Mumbai to Amritsar. Again, during the Mumbai riots, he went with food and relief for the victims and spent nights with them when the city was smouldering.

Even when Sunjay was jailed for alleged links with the Bombay blasts and finally released on the intervention of Shiv Sena chief Bal Thackeray, Dutt's loyalty to the party did not waver.

But loyalty did not stop him from speaking his mind, whether it was against Tada (a now defunct anti-terror law) or Shiv Sena reject Sanjay Nirupam's entry into the Congress. **(See Page 6)**

26 MAY 2005 THE TELEGRAPH

Govt has done well but not Cong, says Sonia

C.L. Manoj
NEW DELHI 17 MAY

SONIA Gandhi has formally stated what has been a private worry of the party leadership —the failure to boost the Congress by using power in Delhi as the propeller. However, she said the UPA government "has done a good job" in its maiden year in office and asserted that it's relation with the Left will remain unaffected despite "differences on certain policy matters".

"I think the government has done a good job, but not the Congress", she said when commenting on her assessment on the one-year rule of the UPA. Her remarks came in the course of her informal interaction with the reporters on the eve of the first anniversary of the UPA regime. The comments were clearly meant to send a message to the party managers and regional satraps. The fact that they will have to pull up their socks and have to be politically imaginative in fulfilling the goal of reviving the Congress to its original glory, couldn't be better said.

This has been a concern for her and the leadership ever since the party's ambitious electoral project in Bihar and Jharkhand failed to click. There has also been no visible improvement in the Congress organisational front in the other major northern states of UP, MP and Rajasthan, where caste politics has crippled the Congress. Internal squabbles in many states like Kerala, has been a growing concern for the leadership as well.

She said Congress' performance in the Bihar Assembly polls was not unexpected given the party's poor health there, but admitted the Jharkhand mess was a result of gross political miscalculations. "In Jharkhand, we did make some mistakes. But I, as the leader, take the responsibility, since the final decisions came from me", she said when asked whether the Jharkhand poll managers would be taken to task. Asked whether Rahul Gandhi would get a formal assignment, she quipped, "why just Rahul, there are many other youngsters in the party. We will find a way to use each of them".

However, she was bullish on the Congress maiden experiment at the Centre. "For starters, we have done a good job in managing the coalition. There has been frequent coordinations and discussions on policy-matters with our partners and also the Left".

When asked about the internal rows in many states, she said, "just see what is happening in the BJP top leadership".

18 MAY 2005 The Economic Times

অঢেল আত্মপ্রশংসা করে কংগ্রেস আমলই দিল না বাম সমালোচনাকে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১৬ মে: বর্ষপূর্তিতে ইউপিএ সম্পর্কে সিপিএমের সমালোচনার প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটানোর সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আজ দলীয় নেতৃত্ব এক বছরে ইউপিএ সরকারের সাফল্যে নিজেরাই নিজেদের অভিনন্দন জানালেন, একে অন্যের প্রশংসা করলেন। কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর নির্দেশে সরকারের এক বছরের কাজকর্মের সাফল্যের ইতিবৃত্ত সম্বলিত রাজনৈতিক দলিল পেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। হাই কমান্ডের তরফে সনিয়া এক বছরের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন মনমোহন ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের। সরকারের এক বছরের মসৃণ যাত্রার জন্য সাধুবাদ দিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও পাল্টা অঢেল প্রশংসা করেছে ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধীর।

আর গোটা বৈঠকে নিতান্তই অনুচ্চারিত থেকে গিয়েছে সি পি এমের পাল্টা মূল্যায়নের প্রসঙ্গ। শুধু বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে 'রুটিন' ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে বাম দলগুলিকে। এক বছর একসঙ্গে ঘর করার জন্য, ইউ পি এ শরিকদের সঙ্গে একই বন্ধনীতে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইউ পি এ-র শরিক ও বামপন্থী দলগুলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদের সহযোগিতা আর অবদানের জন্য।" শুধু এই একটি মাত্র বাক্যই।

বৈঠকের শেষে সনিয়া মনমোহনকে পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন, "আমরা সবাই খুশি। সন্তুষ্টও। আজকের বৈঠকে ইউপিএ জোট সরকারের যাবতীয় কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এক বছরে কী কাজ হয়েছে, তা নিয়েও কথা হয়েছে। কমিটির প্রায় ২৫ জন সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। সকলের কথাতেই এসেছে সাফল্যের প্রসঙ্গ। প্রত্যেকেই সরকারের কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সরকারের সমালোচনা করে সিপিএমের পাল্টা দলিলের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা আহমেদ পটেল। তাঁর কথায়, "সিপিএম পাল্টা মূল্যায়ন করছে! করুক। করতেই পারে। আসলে আমরা তো একটা বছর একসঙ্গে কাটালাম। ফলে, আমাদের ব্যাপারে সমস্যা বোধ করলে ওরা বলতেই পারে। আবার আমরাও বলতে পারি। হয়ে গেল।"

সংসদের লাগোয়া অ্যানেক্সি ভবনে প্রায় চার ঘণ্টার বৈঠকের পরে এ আই সি সি দফতরে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের মুখেও সিপিএমের পাল্টা মূল্যায়নের প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু বলতে চাননি অম্বিকা সোনি। তিনি বারবারই বলেন, "সিপিএমের ব্যাপারে বৈঠকে কোনও কথা হয়নি।" শরিকি সরকার চালানোর এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগে যে কংগ্রেসের কখনও হয়নি, তা-ও অবশ্য তিনি বলেন। সেই সঙ্গেই জোর গলায় দাবি করেন, বিধানসভা নির্বাচনে কেরলে বিরোধীদের আশা ভঙ্গ হবে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকারই ক্ষমতায় ফিরবে।

অম্বিকার বক্তব্যেও পরিষ্কার, বর্ষপূর্তিতে কংগ্রেস নিজেদের 'সাফল্যে'র ধ্বজা তুলে সিপিএমের সমালোচনা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে। যে ন্যূনতম কর্মসূচির রূপায়ণ যথাযথ ভাবে হচ্ছে না বলে সিপিএম অভিযোগ তুলছে, সেই কর্মসূচিকেই হাতিয়ার করছে কংগ্রেস। বৈঠকে সনিয়া বলেছেন, "ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি মানুষের আশা-আকাঙ্খার দলিল। তা রূপায়ণ করা ইউপিএ-র নৈতিক দায়িত্ব। মনমোহনের নেতৃত্বে সেই কাজই চলবে।"

প্রধানমন্ত্রীও বৈঠকে বলেছেন, ইউপিএ সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকাতেই রয়েছে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, নগরোন্নয়ন ইত্যাদি। ভারত নির্মাণের প্রকল্পকে সামনে রেখে গ্রামীণ রাস্তা-আবাস-পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার প্রাথমিক ভাবে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিলও গড়েছে। জাপানের সহযোগিতায় কলকাতা-দিল্লি-মুম্বইয়ের মধ্যে অতি দ্রুতগামী রেলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনে ২০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়ণ করবে সরকার। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নাম উল্লেখ না-করে অম্বিকা বলেন, "এই রেল করিডর হবে সোনালি চতুর্ভুজের সমান্তরাল।" যে সোনালি চর্তুর্ভুজ ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর স্বপ্নের প্রকল্প। আবার বিজেপি-র সংসদ বয়কট করা যে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিচায়ক, তা-ও বলেছে কংগ্রেস।

এ ছাড়া, ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "পূর্ববর্তী এনডিএ সরকারের দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক সংঘাতের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে যে ক্ষতের সৃষ্টি করছে, তা নিরাময়ে সময়ে লাগবে।" এক বছরেই নিজেদের মধ্যে অশান্তি বাধিয়ে যে কংগ্রেস বা সিপিএম, কারওরই বিশেষ লাভ নেই, ঠারেঠোরে সেটাই প্রকাশ কারাটদের বুঝিয়ে দিয়েছেন ইউ পি এ'র চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধী।

17 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

17 MAY 2005 THE TELEGRAPH

Assault heat on ex-councillor

OUR BUREAU

May 16: A day after Pranab Mukherjee was roughed up at the state Congress headquarters, former Calcutta Municipal Corporation councillor Arun Das was suspended for having triggered the assault.

"The high command has taken strong exception to yesterday's incident in which Pranabbabu was assaulted by partymen," said Ambika Soni, the AICC general secretary in charge of Bengal affairs. "Pranabbabu has been entrusted with the responsibility of carrying out a probe into the incident. The guilty will be punished."

The assault on the defence minister, who is also the state party president, figured in the Congress working committee meeting in the capital.

The party's Bengal leaders decided to punish Das after Sonia Gandhi expressed unhappiness over the incident and asked Pranab Mukherjee to submit a report.

Disciplinary action is also expected against three others from Taltala — central Calcutta party president Subimal Mitra, the secretary of ward 55, Swapan Das, and youth Congress functionary Aloke Das.

Somen Mitra and Pranab Mukherjee: Ruffled feathers

Party workers from the Taltala-Entally area, angry over seat sharing with mayor Subrata Mukherjee, attacked Pranab Mukherjee.

The state party chief took the onus of investigation upon himself apparently because he did not want the Priya Ranjan Das Munshi faction to gain the whip hand and turn the situation against Somen Mitra, his alleged ally in the pact with the mayor. Mitra is seen as Das's mentor. Sources said for the same reason, Pranab Mukherjee has also refrained from lodging a police complaint.

Unfazed by the suspension, Das said he did no wrong. "If Congress workers like us are hurt by denial of tickets, they have the right to air grievances before the party chief. Pranabda lost his temper when my supporters tried to meet him."

Das allegedly triggered the assault after the party chief turned down his request for a nomination for his wife Sabita from ward 55. The seat went to Subrata Mukherjee's Paschimbanga Unnayan Congress Mancha as part of the pact.

"I am going to get Sabita elected from this ward as an Independent. I am going to teach the leaders a lesson," Das said.

The trouble broke out when supporters waving party flags mobbed the minister demanding that ward 55 be allotted to Das's wife. Pranab Mukherjee shot back saying it had already gone to the Mancha. A free-for-all followed in which he allegedly grabbed some of the demonstrators by their collars and slapped them.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee said at Writers' Buildings "such things were natural in the Congress".

Home secretary A.K. Deb said the government was looking into the violence, but no complaint had been lodged.

Party sources said Mitra was under the scanner as Das had time and again claimed to be one of his close aides. "The high command is probing if he prodded Das to ask for ward 55," a source said.

An agitated Mitra said he was ready to face a probe. "I am ready for an AICC inquiry," he said, adding: "I have condemned yesterday's incident."

Das said: "Somenda had promised that 55 would be allotted to my wife. But all of a sudden, he tied up with Subrata and Pranabda to give it to someone who was a Trinamul worker till the other day."

THE STATESMAN 16 MAY 2005

CONGRESS WORKERS RESENT MANCHA CANDIDATE FOR WARD 55

Partymen assault Pranab

Statesman News Service

KOLKATA, May 15. — Irate Congress workers roughed up Mr Pranab Mukherjee and Mr Pradip Bhattacharya at the party headquarters here today.

The Union defence minister, who is also the Pradesh Congress Committee chief, and the working president were assaulted when they were entering the party headquarters at Bidhan Bhavan to announce the list of candidates for the Kolkata Municipal Corporation polls.

The Congress is contesting in 94 wards out of 141 for the KMC elections scheduled for 19 June.

As soon as the leaders arrived at the party headquarters a mob shouting slogans like "Congress *zindabad*" pounced on them, held them by the collar and abused them. A reporter of a Bengali daily was punched in the eye. The mob protested against allotting Ward 55 to Mr Subrata Mukherjee's Unnayan Congress Mancha which is contesting in 38 seats. Incidentally, Bidhan Bhavan is located in Ward 55.

Today's incident was the first of its kind at Bidhan Bhavan, signifying that party leaders have failed to control indiscipline.

"*Kon shahashe* 55 ward *Manchake dewa holo, jetar jonya amra* 2000 *e larai kore chhilam*,"(How dare you allot Mancha the seat which we fought for in 2000) shouted the mob encircling the leaders. "*Sara bachhar amra khatbo, ekhon netagiri*" (You are showing leadership now while we have been nursing this ward throughout the year), the chorus continued.

Agitated party workers surround Mr Pranab Mukherjee at the Congress office. — The Statesman

The Mancha is a constituent of the United Democratic Alliance, an anti-Left platform formed last week. The ward in question was won by the BJP candidate, Mr Mahendra Prasad, in the 2000 civic elections.

Desperate to retrieve the seat, which has been reserved for women this time, the aggrieved Congress supporters wanted to field Mrs Sabita Das, wife of a local leader. Hopes of local party workers were earlier buoyed by a Congress-dominated UPA government at the Centre, but their dashed aspirations enraged them.

Later, a trepid Congress leadership didn't allow the party rank and file to enter the room where the Press conference was held. "*Shudhu* presser *lok hole dhukte de*" (Only let mediamen in), a leader shouted near the podium to another guarding the entrance.

The heckled leaders, however, put up a brave face. "This is an indication of the high demand for Congress tickets. It is in sharp contrast to the scenario in 2000," Mr Somen Mitra remarked.

This is unfortunate but no action has been decided as yet, Mr Mukherjee said. Later, he said at Santipur that he would not file an FIR. Apparently having second thoughts on allotment, he said the names of the candidates for seven wards, including Ward 55, would be announced later.

The 94 seats the Congress is contesting include five for the supporters of Mr Paresh Pal, Trinamul MLA who recently crossed over to the Congress. Mr Pal sought the hand symbol of the party for five candidates in his area, Mr Mukherjee said. The Congress has allotted six seats to the PDS, two to the NCP and one to the Samajwadi Party.

Straight fight in Ward 100: Kolkata Plus I

দলের দফতরেই আক্রান্ত প্রণব

ক্ষুব্ধ সনিয়া কথা বলবেন প্রদেশ সভাপতির সঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৫ মে: কলকাতায় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপরে দলীয় কর্মীদের হামলার ঘটনায় অসন্তুষ্ট সনিয়া গাঁধী। কিন্তু দোষীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কঠোর হবে কি না, সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে প্রণববাবুর উপরেই। হাইকমান্ড প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছে, এর পিছনে আছেন সোমেন মিত্রের সমর্থকরা। তাই প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে। তাঁর উপরে সনিয়া নিজেও নানা কারণে সন্তুষ্ট নন। এখন শীর্ষ নেতাদের অনেকেই চাইছেন, ভোটের আগে দলের মধ্যেকার এই বিশৃঙ্খলাকে কঠোর হাতে দমন করা হোক। কেরলে করুণাকরন গোষ্ঠীকে যে ভাবে কোণঠাসা করা হয়েছে, সেই উদাহরণও দেখানো হচ্ছে। সেখানে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কী হবে, তাই নিয়ে ভেবে পিছিয়ে যায়নি নেতৃত্ব। তা হলে সোমেনই বা ছাড় পাবেন কেন? কিন্তু সনিয়া নিজে প্রণববাবুর সঙ্গে কথা না বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ।

প্রণববাবু নিজে প্রাথমিক ভাবে এখনই কঠোর ব্যবস্থার বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি গোলমালকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন। অন্য দিকে, সোমেনবাবু মানতেই চাইছেন না যে, হাইকমান্ড তাঁর উপরে ক্ষুব্ধ। এই নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নে তাঁর জবাব, "কয়েক দিন আগেই সনিয়ার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। তিনি কোনও অভিযোগ করেননি।" এ দিনের হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হতেও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন প্রণববাবুকে। তিনি বলেন, "প্রার্থী পছন্দ না হলে হামলা করব— এটা বরদাস্ত করা যায় না।"

কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব সোমেনের ভূমিকায় খুশি নন। শুধু প্রণববাবুই নন, অনেকের সভাপতিত্বেই সোমেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, এই উদাহরণ খুঁজে বের করছেন শীর্ষ নেতারা। সনিয়া যে বিষয়টিকে আর পাঁচটি ঘটনার সঙ্গে মেলাতে চাইছে না, স্পষ্ট করে দিলেন তাঁর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ পটেলও। ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক জানিয়ে তিনি বলেন, "প্রণববাবু ফিরলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করা হবে।" কাল দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। সেখানে প্রণববাবুও উপস্থিত থাকবেন। সেই সময় দলের অন্য শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিষয়টি নিয়ে কথা হবে। আর তখনই প্রণববাবুর বক্তব্যও স্পষ্ট ভাবে জানা যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আবার শীর্ষ নেতৃত্বেরই একটি অংশ প্রকাশ্যে বিষয়টিকে হাল্কা করে দেখাতে চাইছেন। সেই দলে আছেন অম্বিকা সোনির মতো নেত্রীও। তিনি বলেছেন, "ভোটের আগে নিচুতলার অতি উৎসাহী কংগ্রেস কর্মীরা এমন করেই থাকেন। তবে একে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

প্রণববাবু প্রাথমিক ভাবে জানান, তিনি সকলকে নিয়ে চলতে আগ্রহী। পরে শান্তিপুরে প্রচারে গিয়ে তিনি অবশ্য সাংগঠনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন। নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সেখানে সোমেন মিত্রের দিকেই পরোক্ষে আঙুল তুলেছেন জেলা সভাপতি শঙ্কর সিংহ। তিনি প্রণববাবুকে বলেছেন, "এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পরিকল্পিত ভাবেই হামলা হয়েছে।" আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি মালদহে বলেছেন, "এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।" কিন্তু এত কিছুর পরেও প্রণববাবু আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে চান।

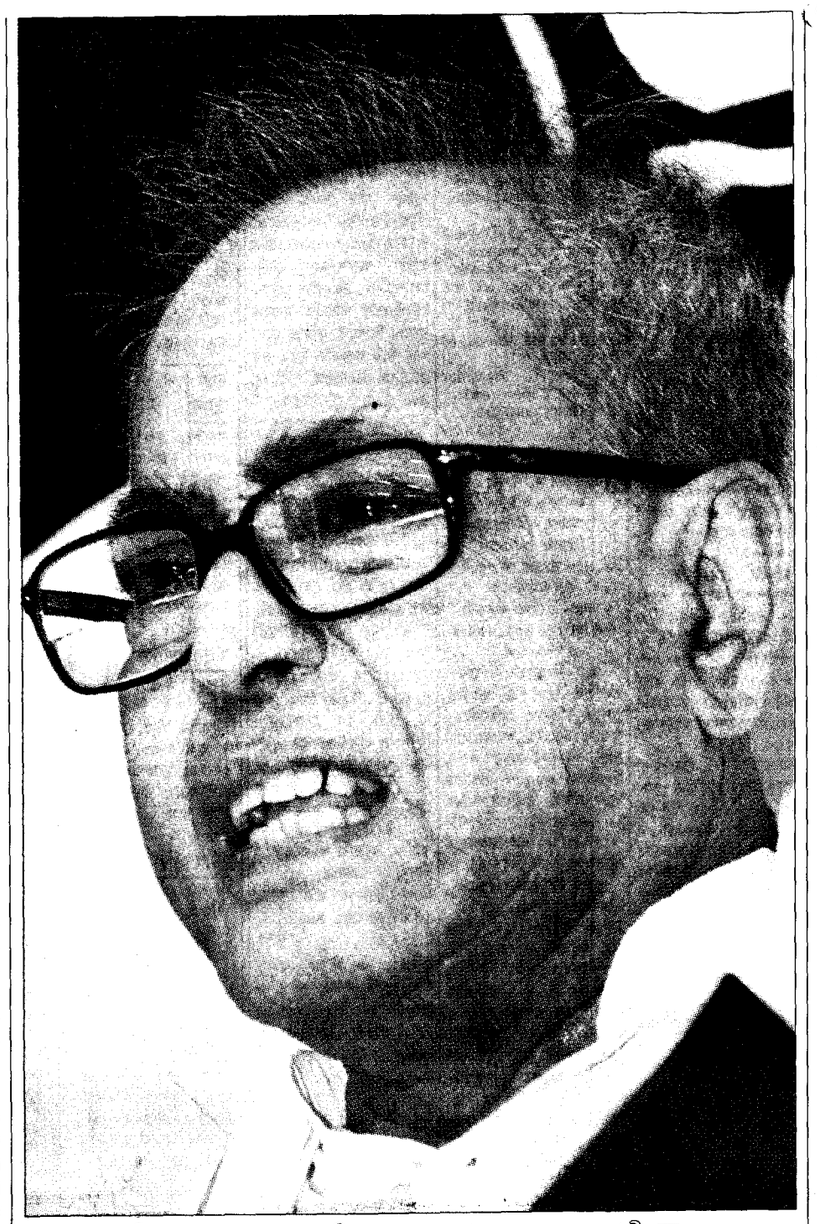

হেনস্থার পরে বিহ্বল প্রণব মুখোপাধ্যায়। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেসের দফতরে। — রাজীব বসু

ধুতি টেনে, ঘুষি মেরে তাণ্ডব কংগ্রেসকর্মীদের

সঞ্জয় সিংহ

হাতে কংগ্রেসের তেরঙা ঝান্ডা। মুখে স্লোগান। পুর ভোটে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে নয়। সি পি এমের বিরুদ্ধেও নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধান ভবনে ওই ঝান্ডাধারীরা স্লোগান দিচ্ছিল প্রদেশ নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই।

রবিবার বেলা তখন ১২টা। কলকাতা পুরসভার ভোটে প্রার্থী-তালিকা ঘোষণা করতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সবে বিধান ভবনে ঢুকছেন। ঝান্ডাধারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রণববাবুর গাড়ির উপরে। বিরক্ত প্রণববাবু গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন "হচ্ছেটা কী?" তাঁকে প্রায় ঘিরে ফেলা লোকজন চেঁচাতে লাগল, 'সি পি এমের দালাল দূর হটো'। দলীয় দফতরের সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে পারছেন না প্রতিরক্ষামন্ত্রী। দেহরক্ষী, পুলিশ রাস্তা করে দিতে পারছেন না। পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের ফাঁক গলে কেউ প্রণববাবুর ধুতি-পাঞ্জাবি ধরে টানছে। কেউ কেউ তাঁকে কিল-ঘুষিও মারে। ধস্তাধস্তির মধ্যে আত্মরক্ষার্থে হাত-পা চালিয়ে বিধান ভবনের লিফ্‌টে উঠে যান প্রণববাবু।

আর তার পরেই প্রদেশ দফতরের একতলায় তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। এত ক্ষণ যা ছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং নেতাদের বিরুদ্ধে স্লোগান, এ বার তা হয়ে গেল গালাগালি। প্রণববাবু বাঁচলেও দলীয় কর্মীদের হাতে নিগ্রহ থেকে রক্ষা পাননি প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য। গোলমাল থামাতে নীচে এসেছিলেন তিনি। বিক্ষোভকারীরা তাঁকেও ঘিরে ধরে। তাঁর ঘাড়ে-পিঠে কিল, চড়, ঘুষি পড়ে। পুলিশ কোনও ক্রমে তাঁকে রক্ষা করে।

হামলা থেকে রেহাই পাননি সাংবাদিকেরাও। তাঁদের গালাগাল দিয়ে বলা হয়, 'প্রেস কনফারেন্স বয়কট করো'। সাংবাদিক সম্মেলন কেন বয়কট করা হবে, তা জানতে চাইলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এক দৈনিকের সাংবাদিক দীপঙ্কর নন্দীর উপরে। মারতে মারতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে নিগৃহীত হন অন্য সাংবাদিকেরাও। কোনও রকমে 'প্রেস রুম'-এ ঢুকে বাঁচলেন দীপঙ্করবাবু।

প্রদেশ দফতর-চত্বর জুড়ে তখন ব্যাপক হট্টগোল। বিক্ষোভকারীদের কেউ জলের বোতল ছুড়ছে। কেউ ঝান্ডার লাঠি পেটাচ্ছে চেয়ার-টেবিলে। এক দল চৌকি পেতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির নাম করে অশ্রাব্য গালাগালিও চলছে।

হামলাকারীরা কারা? প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রের খবর, এদের অধিকাংশই সোমেন মিত্রের অনুগামী ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস নেতা অরুণ দাসের লোকজন। অরুণবাবুর স্ত্রী সবিতা দাসকে প্রার্থী করার কথা মৌখিক ভাবে জানিয়েছিলেন সোমেনবাবু। সবিতাদেবীর নামে এলাকায় দেওয়াল-লিখনও হয়েছে। কিন্তু শনিবার রাতে প্রণববাবুর বাড়িতে বৈঠকে ঠিক হয়, ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড ছেড়ে দেওয়া হবে সুব্রতবাবুর মঞ্চকে। রাতেই খবর রটে যায়। রবিবার সকাল থেকেই অরুণবাবুর সমর্থকেরা প্রদেশ দফতরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। প্রণববাবু প্রদেশ দফতরে ঢুকতেই আগুনে ঘি পড়ে।

প্রণববাবু উপরে উঠতেই পিছনে ধাওয়া করে এক দল লোক। তারা তেতলায় প্রণববাবুর ঘরের সামনে চলে যায়। প্রণববাবু তখন পি ডি এস নেতা সমীর পুততুণ্ড, বাদল ভট্টাচার্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর ঘরের দরজা ঠেলে এক জন বলে, "সি পি এমের এজেন্ট সুব্রতর হয়ে আপনি দালালি করছেন।" ক্ষিপ্ত প্রণববাবু বলেন, "এ কে? বার করে দে।" ভবনের কর্মীরা ঠেলে তাদের নীচে নামাতে শুরু করে। কেউ বলে ওঠে, "এটা কি প্রণববাবুর জমিদারি নাকি?"

বেলা সাড়ে ১২টা। নীচে এলেন বাদলবাবু ও সোমেনবাবুর ঘনিষ্ঠ প্রিয়াল চৌধুরী। কারণ, খবর এসেছে, সোমেনবাবু আসছেন। তাঁকে নিয়ে যেতেই নেমেছেন তাঁরা। তখনই প্রদেশ দফতরে এলেন প্রদীপ ঘোষ। তাঁকে ধরে বিক্ষোভকারীরা বলতে থাকে, "সবিতা দাসকে প্রার্থী করতেই হবে।" প্রদীপবাবু ভিড় ঠেলে উপরে উঠে যান। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা দফতরের মিলিটারি পুলিশের বচসা শুরু হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীরা প্রণববাবুর গাড়ি ভিতরে রাখতে দেবে না। প্রায় সেই সময়েই বিধান ভবনে ঢোকেন সোমেনবাবু। বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেয় 'সোমেনদা জিন্দাবাদ'। তাঁকে ঘিরে ধরে জনতা বলতে থাকে, "সোমেনদা, এখানে আমাদের নেতা অরুণদা। তাঁর কথাতেই এখানে দল চলবে।" সোমেনবাবু উপরে চলে যান।

নীচে তখন প্রবল বিক্ষোভ। প্রণববাবু নীচে এসে প্রার্থী-তালিকা ঘোষণা করতে পারছেন না। প্রদেশ নেতাদের ফোন পেয়ে এলেন অরুণবাবু। তিনি ও সোমেনবাবু দোতলা থেকে জনতাকে শান্ত হতে বলেন। সরে যায় বিক্ষোভকারীরা। দফতরের সামনেটা তখন সশস্ত্র পুলিশে ছয়লাপ। বেলা দেড়টা নাগাদ সোমেনবাবুর সঙ্গে প্রণববাবু নীচে সাংবাদিক সম্মেলন কক্ষে এসে প্রার্থী-তালিকা ঘোষণা করেন। দলীয় কর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি। সাংবাদিকদের উপরে হামলা নিয়ে দুঃখ প্রকাশও করেননি। প্রশ্ন করলে বিরক্ত স্বরে বললেন, "আমি কী করব?"

এ দিনের গোলমাল নিয়ে হেলদোল নেই সোমেনবাবুর। বরং তিনি খুশি। তাঁর মতে, এটা কর্মীদের অত্যুৎসাহের ফল। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, "কংগ্রেসের টিকিটের জন্য মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। গত বার তো এ-রকম হয়নি।"

● কংগ্রেসি কাজিয়ায় মুচকি হাসি মমতার...পৃঃ ৫

16 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Govt's done well despite coalition handicap: Sonia

Jind: Just a day after Prime Minister Manmohan Singh expressed his disappointment with the performance of the UPA government, Congress chief Sonia Gandhi on Saturday said she was "satisfied" with the Centre's work.

"There is no doubt that sometimes a coalition government has certain limitations," she said, addressing a thanksgiving rally here on Saturday. "But despite this, we are satisfied with the work of our central government," she said.

In a thinly-veiled attack on the NDA, she said, "Our opponents first said that our government will never be formed, and when it did, they said it cannot run for long. But their desire has not been fulfilled. This month, the government is completing one year in office." It was her first rally in Haryana after the Congress' landslide victory in the assembly polls earlier this year.

Apologising for the delay in coming to the state, she said she had wanted to come earlier to thank the people for their support for the party, but the rally had to be postponed because of the helicopter crash which killed ministers Om Prakash Jindal and Surendra Singh. Lambasting the previous Indian National Lok Dal (INLD) government in the state, Sonia said an era of "mis-governance and fear" had ended with its ouster. She said the Congress dispensation would work for the development of all sections of society without discrimination. Stressing on the need to build awareness about "dignity and respect" for women, Sonia said, "Men and women are like two wheels of a vehicle. There can be no progress unless they work together." PTI

15 MAY 2005 THE TIMES OF INDIA

Karunakaran quits as Rajya Sabha member

'We have the support of the people'

Special Correspondent

THIRUVANANTHAPURAM: The veteran Congress leader, K Karunakaran, who has led the formation of the National Congress (Indira), on Monday confirmed his resignation from the Rajya Sabha. But he made it clear that the new party need not necessarily forge an alliance with the Left Democratic Front.

Talking to mediapersons here, Mr. Karunakaran said he did not propose to go after any political combination seeking accommodation. "We have decided to form a new party because we are confident of standing on our legs. We have the support of the people. This would be proved in the coming elections," he said.

Mr. Karunakaran said he had submitted his resignation a few days ago. He had resigned only to bring more clarity on the question of whether the MLAs supporting him should resign.

Panels set up

Mr. Karunakaran said the new party had formed over 10,000 committees covering almost all the panchayats in Kerala. The party would give a final shape to its policy perspectives before the election to local bodies. The party's executive would be announced in two days.

On the MLAs, he said they need not resign as it would lead to the loss of funds they were eligible under the MLA fund. "Let the distribution of funds get over, then we shall examine the question of resignation."

He said the appointment of K. Mohan Kumar, MLA, as president of the Thiruvananthapuram DCC flouted the party norm that no MLA or MP would be appointed to important party posts.

THE HINDU

Cong wants Najma to quit all posts

HT Correspondent
New Delhi, April 11

Congress has described Najma Heptullah "manipulation" of her photograph with Maulana Abul Kalam Azad in a book as "national disgrace and a criminal offence" and demanded a thorough probe to unravel the truth. The book is published by ICCR of which Heptullah is the chairperson.

Launching a broadside against Heptullah for manipulating her photograph to prove her proximity to the former Union minister, Congress spokesman Anand Sharma demanded her resignation from the ICCR chairmanship as also from all constitutional and elected posts she was currently holding.

"It is forged one. It's a disgrace and criminal offence. It's abuse of office and distortion of history.... If any shame is left, Najma should quit as chairperson of ICCR and Rajya Sabha," Sharma strongly reacted to a report in this connection which appeared in the *Hindustan Times* on Sunday.

In a diatribe against her, Sharma felt that Najma was unfit to represent India on international fora. Accordingly, she should resign from the presidentship of the Inter Parliamentary Union," he demanded. Presently, Najma is BJP's Rajya Sabha MP from Rajasthan.

Najma Heptullah

The party accused her of "misusing" the Maulana's name in the book "Journey of a Legend" which she got published as the ICCR chairperson. "She must be held accountable for the "superimposition" of her photograph and an inquiry should be set up to bring out how it happened," Sharma demanded.

Taking a dig at her for changing her political affiliation in quest of greener pastures, he said, "Najma is now in a party famous for distorting, and misrepresenting history. Not only that, she also wrote a letter to Prime Minister Manmohan Singh that he should jointly release the book with Pakistan President Musharraf during his visit to India," Sharma said adding: "If Heptullah claims family relationship with Maulana Azad, why she wanted a photograph with him?"

12 APR 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Cong expels Muraleedharan to warn Karuna

SNS & PTI

NEW DELHI/ THIRUVANANTHAPURAM, April 10. — Cracking the whip after prolonged reticence, the Congress high command today expelled former Kerala PCC chief Mr K Muraleedharan, but spared his father and party veteran, Mr K Karunakaran, who struck a defiant note saying he was not going to take the "cruel" action meekly.

"K Muraleedharan, who had been suspended from the party earlier, continued to indulge in anti-party activities. It has therefore, been decided to expel him from the party for six years with immediate effect," an AICC statement released in Delhi said.

The expulsion of Mr Muraleedharan, who along with his father, had last month held three rallies in Kerala in defiance of party high command, capped months of intense factional feud in the party's state unit and came ahead of next year's Assembly polls in the state where the Left parties are likely to cash in on the developments.

Mr Karunakaran said: "I am not going to bow my head and meekly take this kind of a decision. No one can clip my wings through action against my son."

TURF WAR IN KERALA: Mr K Karunakaran (left) and Mr AK Antony

Amidst speculation of the impact of Mr Muraleedharan's expulsion on the unity in KPCC, CWC member and former chief minister Mr AK Antony appealed against a split even as Mr Karunakaran and his son said the next course of action would be taken in a couple of days.

Political secretary to Congress president Mrs Sonia Gandhi, Mr Ahmed Patel, told reporters that the high command was left with no other option but to expel Mr Muraleedharan and said the action would benefit the party.

Mr Antony justified the high command's expulsion of Mr Muraleedharan. Accusing him of crossing the *"lakshman rekha,"* Mr Antony, however, appealed against a split in the party. "The party high command had made patient efforts to resolve the crisis. But despite that, some quarters continued to flout discipline with their parallel activities," Mr Antony told reporters in New Delhi.

Mr Antony, who was summoned by the central party leadership late last night, met Mrs Sonia Gandhi and discussed the political situation in the state with her. He said he would always support those who want to find a solution as long as they are inside the party. "But once you breach the *lakshman rekha*, don't expect any help from me."

Terming the statements made by Mr Muraleedharan of forging an alliance with Left parties as "suicidal" and "dangerous", he said the extreme step could have been averted had Mr Muraleedharan made it clear that he would not leave the party.

Mr Antony, who had been conducting back-channel negotiations to resolve the impasse, said his peace efforts failed as some quarters continued to dare the high command and breached party discipline. "There can be divergent views and opinions. I had always aired my opinion. But ultimately everybody should accept the high command's decision," he said and appealed to everyone to take efforts to not to split the party.

The party high command took the extreme step after some quarters refused to accept the central leadership's directives he asserted.

THE STATESMAN
11 APR 2005

Congress reschedules organisational elections in 9 States

By Our New Delhi Bureau

NEW DELHI, MARCH 31. Amid increasing pressures and factional pulls in various State units, the Congress today announced rescheduling of organisational elections in nine States including Tamil Nadu, Kerala, Bihar, Jharkhand and Haryana. The revised schedule could delay the election of the All-India Congress Committee (AICC) and the new Congress president that had been tentatively slated for April-May.

As per the revised schedule, elections for the District Congress Committee (DCC) president and DCC executive would have to be wrapped up by May 10 as against the earlier timetable of March 14. However, the AICC had earlier allowed Bihar, Jharkhand and Haryana — where Assembly elections were held in February — to complete this process by April 24.

The other States, which have got extension are Rajasthan, Sikkim, and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Pondicherry, according to the revised schedule released to the State units by the party's Central Election Authority.

The Authority also informed the State units that the schedule for the election to the Pradesh Congress Committees would be announced later.

In Tamil Nadu, the PCC president, G. K. Vasan, has been having a running battle with an influential section of the State unit. This faction — which includes several senior leaders and members of Parliament — were peeved at the PCC for cornering a major share of the organisational set-up.

The clash between the ruling establishment and a former minister, P. Kannan, had resulted in the suspension of the latter during the run-up to the membership drive in neighbouring Pondicherry. Mr. Kannan held a rally to demonstrate his strength, which was disapproved by the central leadership.

Similar problems have emerged in Kerala where the Karunakaran faction has accused the PCC — in which the 'I' group has very little representation — of managing the membership drive in its favour. His decision to convene three rallies against the wishes of the high command has resulted in the suspension of his son and former Kerala PCC president, K. Muraleedharan. However, the central leadership has acceded to his demand for having District Returning Officers from outside.

01 APR 2005

THE HINDU

Cong changes stand on Modi visa issue

Urges BJP to do some introspection

HT Correspondent
New Delhi, March 23

THE CONGRESS on Wednesday said that its stand over the visa denial to Narendra Modi must not be construed as an overwhelming support for the 'tainted' Gujarat chief minister. The Congress has made a slight change in its response on the denial of US visa to the chief minister. Congress on Wednesday said it was a "national embarrassment" and BJP must consider why he had to face this situation.

"It is a national embarrassment. Government of India has asked the US to review its decision revoking visa to chief minister Modi. But it did not heed the request. BJP must think over it why it has happened," party spokesman Anand Sharma told reporters.

The government's statements on the denial of visa to Modi had created a flutter in political circles and murmurs in Congress that was going out of the way to defend Modi.

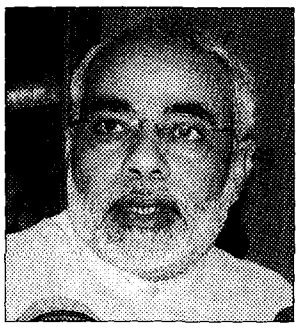

Narendra Modi

Sharma said government's request should be viewed in a limited perspective of granting visa to a chief minister and nothing more than that. "Even the government of India has never endorsed the deeds of Gujarat government," he said.

Strongly dismissing suggestions that the party backed Modi, he said that there was no dilution on its stand against Modi and the deeds of his government in Gujarat.

Sharma said it was either a "compulsion or acceptance" that Modi was BJP's "indispensable" leader despite the fact that then Prime Minister and Deputy Prime Minister had reacted strongly over the developments in Gujarat.

"Atal Bihari Vajpayee, before leaving for the US after the Gujarat carnage, had said he had hung his head in shame and even asked Modi to follow Rajdharma. L.K. Advani was forced to apologise in London following opposition to what had happened," he recalled.

The US decision also came in the backdrop of Advani describing Gujarat the best-administered state, he said adding there was controversy even about the visit as the organisers now said they had not invited Modi.

THE HINDUSTAN TIMES 24 MAR 2005

Omar disputes father's views on peace bus

JAMMU, March 21. — National Conference president and former minister of state for external affairs Mr Omar Abdullah today admitted that there were serious differences between him and his father Dr Farooq Abdullah on important political issues, including the special entry permit system for the Srinagar-Muzaffarabad bus service.

He also distanced himself from Dr Abdullah's statement in the Rajya Sabha opposing the special entry permit system, and advocating that passports be issued instead. Mr Abdullah told the media that the views expressed by his father in Rajya Sabha are personal and do not reflect the National Conference's policies.

Only the party president, general secretary and the spokesman are authorised to give policy statements, he pointed out. "After Dr Abdullah's statement in the Upper House, I sought a clarification from him. My father told me those were his personal views," he said, emphasising that his party supports the special entry permit system.

He urged the Congress-led UPA government to set up a committee for talks on autonomy with his party. "Since chief minister Mr Mufti Mohammad Sayeed has stated that neither he nor his party is for autonomy for the state, now the Centre can form a committee and hold dialogue with NC only," he added. – SNS

THE STATESMAN 22 MAR 2005

Rahul looks beyond Amethi, joins Dandi

Denies counter to BJP rally

Press Trust of India
Anand, March 20

MAKING HIS first political foray outside Uttar Pradesh, Congress MP Rahul Gandhi on Sunday joined the Dandi yatra near here and brushed aside suggestions that his presence was Congress' answer to BJP' campaign on denial of US visa to Gujarat chief minister Narendra Modi.

"I'm here to participate in the Dandi yatra. I'm not really concerned with what the BJP is doing," the young MP said when asked by reporters in the backdrop of perception that Rahul has been roped in to counter to BJP's high-pitch "Swabhiman rally" in Ahmedabad on Sunday.

In the Yatra, the young Congress leader, was accompanied by Delhi chief minister Sheila Dixit and Union science and technology minister Kapil Sibal as the event recommenced at day-break from Kankapura in Anand district.

Rahul's political ventures have so far been confined to his Lok Sabha constituency Amethi and nearby Rae Bareli in Uttar Pradesh and a protest staged by young Congress leaders outside the Parliament House when the opposition NDA forced adjournment of the House over the Jharkhand power tussle following the Governor's controversial decision.

The yatra, organised to commemorate the 75th anniversary of Mahatma Gandhi's march to protest the salt tax of the British Raj, entered the ninth day today after it was flagged off by Congress president Sonia Gandhi from Sabarmati Ashram on March 12.

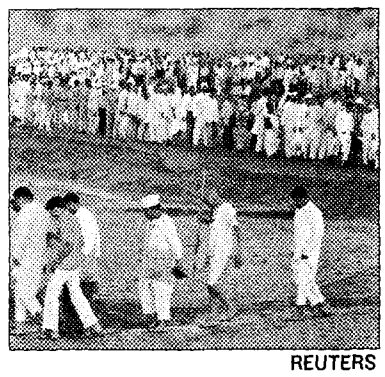

REUTERS
Gandhian supporters cross the banks of the Mahai River at Karali near Ahmedabad on Sunday.

Rahul and other yatris walked across a temporary wooden bridge—especially built for the yatra—over the Mahai river.

According to Congress leader Jayantibhai Parmar, Gandhiji had crossed Mahai on a boat while his followers had waded through the river as there was not much water at that time. Without naming any outfit, he criticised the "divisive and destructive" policies of various political parties", which he claimed divided people on communal lines.

"There are many challenges and difficulties even today and the present yatra is being held to spread the message of national re-awakening and harmony amongst the people and present generation of youth of the country," he said.

Other Congress leader who also joined Rahul included party general secretary Ashok Ghelot and party in-charge of Gujarat unit Mukul Vasnik.

THE HINDUSTAN TIMES 21 MAR 2005

Cong marches on Dandi jubilee

HT Correspondent
Ahmedabad, March 12

HISTORY WAS re-enacted at the Sabarmati Ashram at dawn on Saturday as Sonia Gandhi flagged off a commemorative 'Dandi March' on its 75th anniversary.

From this very place, at about this time and on this very date in 1930, the Mahatma had begun his historic Dandi March along with 78 associates. The 241-mile march had culminated 26 days later at the coastal village of Dandi in south Gujarat with the Mahatma picking up a fistful of salt — a symbolic gesture of defiance. But, the civil disobedience movement thus started actually signalled the beginning of the end of British rule in India.

The march was widely seen as a symbol of the "battle of right against might". "I know that the salt tax has to go and many other things with it," Gandhi had said on this day 75 years ago.

Present at the solemn, pre-dawn function here on Saturday were a galaxy of Congress leaders including several Union ministers and functionaries of grassroots organisations.

Sonia Gandhi, wearing an off-white, sober cotton sari, arrived at the Ashram at 6.30 am and prayed at Hriday Kunj, the Mahatma's residential quarters during 1918-30.

Gujarat Governor Nawal Kishore Sharma and central ministers like P. Chidambaram, Arjun Singh, Mani Shankar Aiyar and S. Jaipal Reddy, also attended the function.

The Mahatma's great-grandson, Tushar Gandhi, is among those who will retrace the historic walk by the icon of non-violence.

Before the 241-mile re-enactment began, all those present joined the Congress president in reaffirming their faith in Gandhian principles like non-violence, religious tolerance and transparency in public life.

The Mahatma's favourite *Ram Dhun* and a brief sarod recital of the *Vaishnav Jana* by Ustad Amjad Ali Khan and his two sons set the right mood before the march began.

Gandhiji's relevance today could be gauged from the fact that the 78 marchers chosen by the organisers were far outnumbered by common people and surviving freedom fighters besides hundreds of Seva Dal volunteers and students. At least 40 of the participants were foreigners.

AFP

FORWARD MARCH: Congress workers and supporters setting off on the re-enactment of Gandhiji's famous march to Dandi in Ahmedabad on Saturday.

After handing over the Tricolour to some young marchers, Sonia joined the march up to the Mahatma's statue at the busy traffic junction of the income tax circle, a distance of about 3 km. She garlanded the statue there.

In joining the march Sonia also retraced a symbolic walk her late husband and former Prime Minister Rajiv Gandhi had made in 1988 to pay homage to the Dandi march.

As the marchers walked down the city's best-known thoroughfare, Ashram Road, with slogans hailing Gandhi and communal harmony renting the air, it seemed impossible to believe that the same street was witness to unprecedented violence, police firing and curfew during the post-Godhra riots three years ago.

On both sides of the streets, people had lined up to greet marchers, some waving small Tricolours, others running drinking water kiosks for them.

Later in the day the marchers halted for rest and refreshments at the Chandola lake. From here, the marchers proceed to the small town of Aslali, south of Ahmedabad.

They know of Gandhi, but not of Dandi

Rathin Das
Ahmedabad, March 12

THE RE-ENACTMENT of the Dandi March has certainly rejuvenated the state Congress, but old-timers were shocked at the indifference and lack of awareness about the great event among the new generation. The Congress has affirmed the re-enactment has no political agenda, but most young ones relate the event more with Sonia Gandhi's visit to the city than with the historic event.

Sangeeta, 19, a Vadaj area resident here, was out on the streets to catch a glimpse of Sonia Gandhi, but had no clue about the purpose. She had heard of Gandhiji yes, but wasn't sure about Dandi.

Mansur Imran, a student of automobile technology, thought they were observing Gandhiji's 75th birth anniversary, seeing '75' in posters and banners all over the city in the last few days.

"Why blame the youths, look at Congressmen, with their mobile phones and mineral water bottles," says an agitated Banwarilal Chauhan, 89, who watched the march pass by. "*Insaniyat kho gaya, kaumbaad chha gaya* (humanity has gone, communalism has spread)", says freedomfighter Trikamlal Parmar. Hazarilal Sharma, a 92-year-old freedom fighter, was angry at the youths' ignorance about Kasturba Gandhi, Vinoba Bhave and other contemporaries of Gandhi.

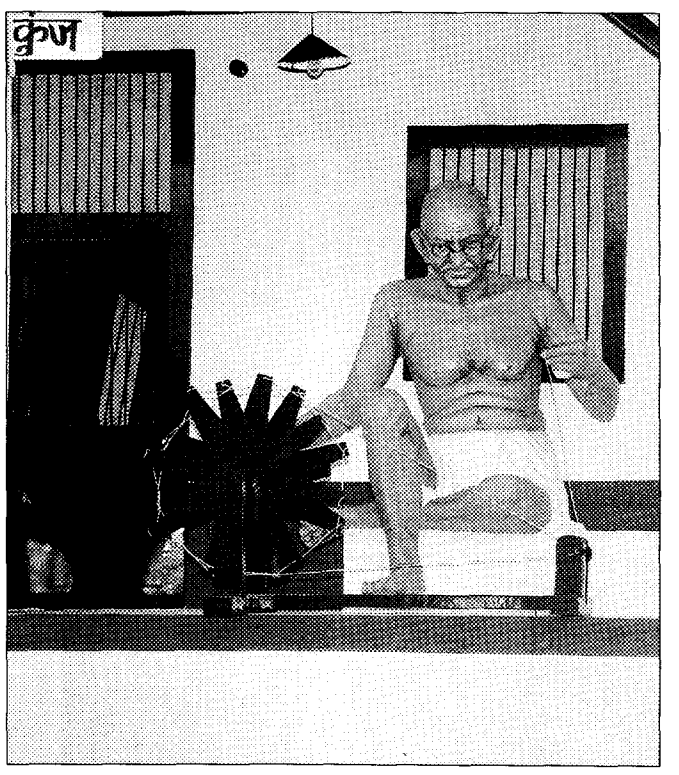

AFP

A tableaux featuring the Mahatma in the re-enactment of the Dandi March in Ahmedabad on Saturday.

The fans from abroad

INTEREST IN the Mahatma among foreigners appears to be on the rise. Over 40 participated in Saturday's commemorative march. And, they have all come at their own initiative and expense. They are here specially for the march — no detour or extension of a vacation. They all came to know of the event from an announcement posted on the net by Gandhiji's great-grandson, Tushar Gandhi, on behalf of the Mahatma Gandhi Foundation, co-sponsor of the event.

"Our country needs to learn about non-violence", said Thea Nietfeld from the US. Acknowledging she was always interested in India, she said she came to study the spiritual tradition through the march. Giavin Brown (77) from Australia is more committed. "Bapu is the greatest man to have walked this earth", he declared. Chinese journalist Tang Lu wants to take the 26-day trek to find out why people have so much respect for Mahatma Gandhi. She said the Chinese find a lot in common between Dandi march and Mao Zedong's Long March.

HTC, Ahmedabad

THE HINDUSTAN TIMES 13 MAR 2005

প্রায়শ্চিত্ত !

যাহা আগেই করা উচিত ছিল, যাহা করা যুক্তিযুক্ত ও সংবিধানসম্মত হইত, ঝাড়খণ্ডে অবশেষে তাহাই করা হইয়াছে। পরিষদীয় গরিষ্ঠতা হাসিল করার মতো বিধায়ক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইস্তফা দিলেন এবং অর্জুন মুণ্ডা মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ লইলেন। শিবু সোরেনকে যে দিন রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ লওয়ান, সে দিনও তাঁহার গরিষ্ঠতা ছিল না, এমনকী তিনি একক গরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতাও ছিলেন না। তবু বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হওয়ায় রাজ্যপাল তাঁহার 'বিবেচনাবোধ' প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে সরকার গড়িতে দেন। তাহার পরবর্তী নাটক গোটা দেশকে রুদ্ধশ্বাসে দেখিতে হইয়াছে। নাটকের ঢেউ রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণ অবধি বিস্তৃত হইয়া যায়। রাজ্যপালের এক্তিয়ারে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ, আইনসভার এক্তিয়ারে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ, প্রোটেম স্পিকারের ক্ষমতা ইত্যাদি লইয়াও বিতর্ক ওঠে। বিতর্কগুলির নিরসন হয় নাই। তবে আস্থা-ভোট গ্রহণের বিচারবিভাগীয় নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া প্রোটেম স্পিকার ছয়-ছয় বার বিধানসভা স্থগিত করার পর প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস হাই কমান্ডের পক্ষে আর এই নাটক চলিতে দেওয়া সম্ভব হইতেছিল না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ইচ্ছাতেই শেষ পর্যন্ত শিবু সোরেন পদত্যাগ করেন, রাজ্যপাল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন মুণ্ডাকে বিকল্প সরকার গড়িতে ডাকেন।

শিবু সোরেন বলিয়াছেন, 'বিবেকের ডাকেই' নাকি তাঁহার ইস্তফা। তাঁহার বিবেক কেন আরও আগেই ডাকিয়া ওঠে নাই, কেন আস্থা-ভোটে নিশ্চিত পরাজয় অনিবার্য হইতেই তাহা জাগিয়া উঠিল, তাহা রহস্যই রহিয়া গেল। তিনি তো কোনও পর্যায়েই গরিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়কের সমর্থন পান নাই। রহস্য থাকিয়া যাইবে সোরেনের পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেস নেতৃত্বের অবস্থান ও আচরণ লইয়াও। প্রথমে গোয়া এবং পরে ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস হাইকমান্ড যে ভাবে স্পষ্ট গরিষ্ঠতা না-থাকা সত্ত্বেও সরকার গড়ার জেদে অনমনীয় থাকিয়াছে, যে কোনও মূল্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে রাজ্যপালদেরও ব্যবহার করিয়াছে, তাহা ইন্দিরা গাঁধীর জমানার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে মনে পড়াইয়া দেয়। হয়তো হাই কমান্ড নিয়োজিত পর্যবেক্ষকরা পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। তবে গোটা অপকাণ্ডের দায় কিন্তু দলীয় নেতৃত্বের উপরেই বর্তাইবে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বিষম অস্বস্তিতে পড়িয়া মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকিয়া ঝাড়খণ্ডের আস্তাবল সাফ করার জরুরি নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া দল ও সরকারের তরফে প্রচার করা হইয়াছে। গত দশ দিন ধরিয়া মনমোহনের চোখের সামনেই কিন্তু সমগ্র কুনাট্যটি মঞ্চস্থ হইয়াছে। শিবু সোরেনের বিবেকের মতো প্রধানমন্ত্রীর রোষও এত বিলম্বে জাগ্রত হইল কেন?

এই কংগ্রেস আগেকার কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র একটি দল, এই সরকার এক স্বতন্ত্র শাসনধারা প্রবর্তন করিতে চাহে, এমন ধারণা ও প্রত্যাশা জাগানো হইয়াছিল। সনিয়া গাঁধীর দল-পরিচালনা এবং মনমোহনের সরকার পরিচালনা, উভয়ের মধ্যেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক উজ্জীবিত, শৃঙ্খলাপরায়ণ, সহমর্মী দায়বদ্ধতার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। গোয়ায় ও বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, কাশ্মীরে বড় তরফ হইয়াও ছোট তরফের নেতা মুফতি মহম্মদ সইদকে মুখ্যমন্ত্রী হইতে দেওয়া কিংবা হরিয়ানায় ভজনলালের দাবি ও চাপ উপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত করার মধ্যে লক্ষণগুলি অস্পষ্ট নয়। কিন্তু অন্য দিকে, 'দাগি' মন্ত্রীদের প্রশ্নে বা ঝাড়খণ্ড কাণ্ডে কংগ্রেসের সাবেক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবশেষগুলি ফটুয়া উঠিয়াছে। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে সনিয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এখনও তাহার পুরানো বদ-অভ্যাস ও নেতিবাচক প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে এবং সেই হিসাবে এক উত্তরণপূর্ব সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আছে, তবে সেটা এক রকম। কিন্তু ইহার অর্থ যদি হয়, সঙ্কটে পড়িলেই কংগ্রেস তাহার পুরানো ক্ষমতালিপ্সা ও অগণতান্ত্রিক অভ্যাসগুলি আঁকড়াইয়া ধরিবে, তবে তাহা গভীর উদ্বেগের কথা।

ANADABAZAR PATRIKA 13 MAR 2005

SATURDAY, MARCH 12, 2005

RULING FRONT TROUBLES

THE CONGRESS HIGH command is exhibiting an unprecedented readiness to take disciplinary action against the dissident group led by the former Chief Minister, K. Karunakaran, in Kerala. By suspending Mr. Karunakaran's son, K. Muraleedharan, from the party, the high command stood by the hard line it took in the run-up to the rally organised by the dissident group in Kozhikode on March 9. Rather than pick on some local organiser of the rally, it went for Mr. Muraleedharan in the hope that the disciplinary action would dissuade other senior leaders from identifying themselves with the dissidents. Another decisive measure, the whip issued to the Congress Members of the Legislative Assembly to vote in favour of the Government resolutions on March 9, had the intended effect: none of the MLAs owing allegiance to Mr. Karunakaran attended the rally. Under similar circumstances in the past, the high command would have chosen a course of soft options, allowing matters to drift fearing that Mr. Karunakaran might precipitate a crisis. On his part, Mr. Karunakaran, after indulging in some belligerent posturing, would always step back from the brink, with some face-saving concessions in hand. Now, however, the high command, without the pressure of an impending general election, appears intent on using the opportunity to rein in the dissidents.

But the crisis in the Congress is unlikely to blow over soon. The MLAs in the Karunakaran camp, restrained momentarily by the possibility of disqualification, are expected to attend the next rally of the group in Thiruvananthapuram on March 12. Other than ordering the suspension of three youth wing leaders, the high command refrained from going any further with the threat of disciplinary action. Moreover, while Mr. Muraleedharan was suspended, no action was taken against Mr. Karunakaran, who is undoubtedly the chief architect of the dissidence. Mr. Karunakaran got away with daring the high command to take action against him. The strategy seems to be to leave some space for him to retrace his steps. The dissident camp too seems alive to the possibility of a patch-up. Significantly, while the Chief Minister, Oommen Chandy, was unmistakably the target of the rally, the Congress president, Sonia Gandhi, was spared. Indeed, the dais of the rally had her portrait alongside those of other members of the Nehru-Gandhi family. Just as the high command adopted the 'willing to strike, but afraid to wound' tactic, the Karunakaran camp seemed hesitant to go for the kill.

How the current crisis plays out depends on several factors, including the attitude of the Indian Union Muslim League, a major ally of the Congress-led United Democratic Front, and the Left Democratic Front led by the Communist Party of India (Marxist). Mr. Muraleedharan has hinted that there could be realignment within the UDF. The IUML remains in the UDF only because it sees no other option at this point of time: the LDF will not have a communal party in its fold. Already, the Karunakaran camp has the support of three smaller constituents of the UDF, the Kerala Congress (Jacob), the Kerala Congress (Balakrishna Pillai), and the Thamarakshan group of the Revolutionary Socialist Party (Bolshevik). All these groups would be happy to switch over to the Opposition, if only the Left parties would have them. However, the LDF, having swept the last Lok Sabha election in Kerala, is under no compulsion to take more partners. Other than a patch-up with the high command, the only option for the Karunakaran camp now is to risk a third front in politically polarised Kerala.

THE HINDU

12 MAR 2005

Another NCP Minister quits

By Our Special Correspondent

MUMBAI, MARCH 11. The Maharashtra Labour Minister, Nawab Malik, today submitted his resignation from the Cabinet saying that he did not want to continue in office in an atmosphere of doubt.

Mr. Malik was among the four Ministers of the earlier Democratic Front Government who was probed by the Justice P.B. Sawant Commission of enquiry for corruption.

Till yesterday, Mr. Malik said he had no reason to quit.

Mr. Malik told reporters that he had submitted his resignation to the NCP president, Sharad Pawar, and to the Deputy Chief Minister, R.R. Patil.

Yesterday another Minister, Suresh Jain, resigned as he was indicted of corruption and maladministration by Justice Sawant's report.

Mr. Malik said that there were no charges of corruption against him and on the contrary it was the Bharatiya Janata Party-Shiv Sena leaders who had taken all the questionable decisions. It was they who were responsible for the corruption that he was accused of. He said the Chief Minister, Vilasrao Deshmukh, had given him a clean chit.

Mr. Malik said that there was absolutely no pressure from the party to quit. There are only contempt of court charges against him, Mr. Malik said. The party would not have made him Minister again if he was guilty, he pointed out.

He said he would wait till the task force appointed by the Chief Minister to study Justice Sawant's enquiry report would come out with its recommendations after three months.

He said the matter should be debated on the floor of the legislature, which begins its session on March 14. The Government is planning to table the report in the Assembly.

THE HINDU 12 MAR 2005

ANANDABAZAR PATRIKA
11 MAR 2005

পুর ভোটের আগেই মমতাকে দলে ফেরাতে চান সনিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও কলকাতা: পুর নির্বাচনের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলে ফেরাতে উৎসাহী কংগ্রেসের সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী। এত দিন প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এ কথা বলে এসেছেন। বুধবার সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্যও সনিয়ার সঙ্গে দেখা করে মমতাকে কংগ্রেসে ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব ঠিক করেছেন, মমতা যদি এখন একান্তই কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজি না-হন, তা হলে তাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে আসন-সমঝোতা করতে প্রস্তুত।

মমতা এখন দিল্লিতে। এই নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি শুধু বলেন, "রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের এ-সব কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। কারণ, ওঁরা এক দিন এক রকম, পরের দিন অন্য রকম কথা বলতে অভ্যস্ত।" মমতা কিন্তু দিল্লিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেননি।

মমতার প্রসঙ্গটি নিয়ে প্রণববাবু কিছু দিন ধরেই সক্রিয়। এর আগে প্রণব-মমতা বৈঠকও হয়েছে। তবে দু'পক্ষই সেটাকে নিছক সামাজিক সাক্ষাৎ বলেছিল। সনিয়ার সঙ্গেও মমতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রণববাবু-প্রিয়বাবু। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করেন, দিল্লিতে বামেদের সঙ্গে বোঝাপড়া থাকলেও মমতাকে কংগ্রেসে ফেরাতে সমস্যা নেই। বরং মমতা এলে বাম দলগুলিকে চাপের মধ্যে রাখা সম্ভব হবে।

মমতাকে সঙ্গে পাওয়ার আশায় প্রদেশ কংগ্রেস কলকাতার পুর ভোটে মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেই ফের মেয়র-পদে সমর্থনের কথা বলতে শুরু করেছে। সুব্রতবাবুকে সামনে রেখে প্রিয়বাবু পুর ভোটে সি পি এমের বিরুদ্ধে যে-লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন, তা সমর্থন করেন অধীর চৌধুরী, শঙ্কর সিংহ, আব্দুল মান্নানেরাও। এ দিন শহিদ মিনারে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সমাবেশে তাঁরা একযোগে জানান, কংগ্রেস ও তৃণমূলের 'আত্মঘাতী লড়াই'-এ সি পি এম-ই লাভবান হয়েছে। এ দিনও প্রকাশ্যে সুব্রতবাবুর কাজের প্রশংসা করেন প্রিয়বাবু। অধীরবাবু তৃণমূলকে কংগ্রেসের মূল স্রোতে ফেরার আহ্বান জানান। শঙ্করবাবু প্রশ্ন তোলেন, "এই মহানগরে কোন নেতাকে মেয়র হিসাবে সামনে রেখে লড়বে কংগ্রেস?" মেয়র অবশ্য কংগ্রেস নেতাদের প্রশংসা শুনে খুশি হয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, "দলের বাইরে কেউ প্রশংসা করলে ভালই লাগে।"

সুব্রতবাবুকে সামনে রেখে পুর ভোটে লড়াইয়ের বিষয়টি কংগ্রেসের সোমেন-শিবির কী ভাবে নেবে বা দলের রাজ্য সভাপতি প্রণববাবুর মত কী, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত নন প্রিয়বাবুরা। প্রণববাবু-সোমেনবাবুরা এখন দিল্লিতে। তবে সোমেনবাবুদের নাম না-করে তাঁদের কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শঙ্কর-মান্নানেরা। শঙ্করবাবু বলেন, "আমাদের মধ্যে কয়েক জন আছে, যারা পিছন থেকে কংগ্রেসকে ছুরি মেরে দুর্বল করছে।" মান্নানও বলেন, "রাজ্যের বাম-বিরোধী মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হতে চাইছেন, তখন আমরা ব্যক্তিগত মতামত চাপিয়ে দিয়ে সেই স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছি। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।"

প্রিয়বাবু দলে 'ঐক্য' গড়ে তোলার উপরে জোর দিয়ে জানান, আসন্ন পুর ভোটে যদি সম্ভব না-হয়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে সি পি এম-বিরোধী 'ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প' মঞ্চ গড়ে তোলার জন্য তিনি মরিয়া চেষ্টা চালাবেন। এই 'বিকল্প জোট' তৈরির জন্য রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার-বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচিও ঘোষণা করেন তিনি। ৩১ মার্চ যুব কংগ্রেসের ডাকে 'লালবাজার অভিযান' দিয়ে আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে। বাম-বিরোধী সেই আন্দোলনে তাঁরাও সামিল হবেন বলে ঘোষণা করেন মানস ভুঁইয়া, অসিত মিত্র, নুরুল ইসলাম-সহ উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা।

Cong develops cold feet on Jharkhand

Our Political Bureau
NEW DELHI 8 MARCH

EVEN though it is still a week away for the trial of strength in Jharkhand, the Congress already seems to be backtracking after the botched-up initiative to install a non-NDA government in the state.

After refusing chief minister Shibu Soren an audience with Sonia Gandhi on Tuesday, the party on Tuesday decided to postpone a massive rally on March 14 that was part of the strategy conceived to create the atmosphere and drum up support for the JMM-led government before the trust vote on March 15.

Though Congress leaders here as well as in Ranchi maintained that the rally was being put off keeping in mind the governor's address to the Assembly the same day, it is apparent that the leadership is not comfortable with the idea of putting up a show of strength when doubts persist about the fate of the confidence vote.

That the cancellation was done only by the Congress without any endorsement by the JMM was also indicated when the party said it was a decision of the Congress. The rally had been announced at a joint press conference on Sunday by the Congress, RJD and the JMM. The JMM looks as if it is now on its own and said it will be launching a state wide agitation from tomorrow to "expose" how the saffron party "hijacked the democratic norms."

Party leaders have conceded that the JMM-Congress game may be up unless it manages to elicit the support of two independent MLAs on voting day. This, however, is easier said than done as the BJP is not inclined to bite the bait laid by the Soren government to have a five day session with ample time between oath taking of the MLAs and voting day.

Aware that Mr Soren could use the gap to wean away the two independent MLAs, it is likely that the BJP may decide to transport all its 41 MLAs either a day earlier or on March 15 itself.

As another alternative, the JMM-Congress combine is believed to be toying with the idea of giving voting rights to the lone nominated MLA from the Anglo-Indian community. The Soren cabinet is meeting tomorrow where the recommendation to empower the nominated MLA is expected to be made.

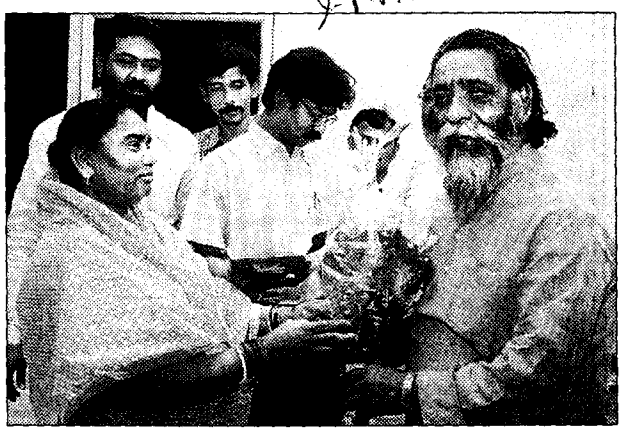

BIRTHDAY BOY: Jharkhand chief minister Shibu Soren being greeted by his wife Rupi on his 61st birthday in Ranchi on Tuesday. – PTI

CPI delinks from Soren

THE CPI on Tuesday broke off from the attempts of the Left-secular spectrum to label the front-runner as a loser when A.B. Bardhan said he stated the obvious — the secular forces did not get the mandate to run Bihar and Jharkhand. He also said Shibu Soren should not have been appointed as the chief minister of Jharkhand. Mr Bardhan, who directed his ire at the Congress and JMM for "underestimating" the BJP and dividing the "secular" vote, said the "unilateralism" of the Congress hurt the "secular" alliance. The CPI leader also appeared to endorse the Opposition charge that the Jharkhand governor showed undue haste in inviting Mr Soren for forming a government in Jharkhand.

At a public meeting after a four-day party conference in Kerala, Mr Bardhan warned the Congress that it was getting his party's support "as it is no longer the old Congress".

He was quoted by a news agency as saying if the party did not implement the Common Minimum Programme, the CPI would not support it in future. However, he also said the CPI wanted this government to complete its term.

Mr Bardhan said his party's main focus was on the agriculture sector. He claimed that the trend in Kerala was changing and pointed out that 19 of the 20 Lok Sabha seats went LDF candidates in last year's general elections and exuded confidence that the LDF would come to power in Kerala in the Assembly election.

All eyes on Speaker election

EVEN before Jharkhand chief minister Shibu Soren faces a trust vote on March 15, the election of the Speaker on Friday will show which political alliance enjoys a majority in the state Assembly.The National Democratic Alliance (NDA), which has claimed the support of 41 legislators in the 81-member Assembly, is backing Janata Dal-United (JD-U) president Inder Singh Namdhari for the post.But Soren wants his own man for the job.

"The United Progressive Alliance (UPA) will field its candidate for the Speaker's post," Mr Soren said here.

The NDA is trying to get the support of more legislators to get Mr Namdhari elected. It can bank on Bhanu Pratap Dehati, a Forward Bloc-supported legislator who has openly refused to back the UPA.

But with the Soren government trying to get governor Syed Sibtey Razi to appoint a member of the Anglo Indian community to the Assembly, possibilities are wide open.

"We have requested President APJ Abdul Kalam to direct the governor not to appoint any member of the Anglo Indian community for now," Mr Namdhari said.Sources said that to avoid any embarrassment on Friday, state Congress leaders are trying to woo independent legislators. The BJP, on the other hand, will bring its 41 legislators from Rajasthan only on voting day and take them directly to the Assembly.

The Economic Times 09 MAR 2005

Goa gives in to President's rule

Panaji
5 MARCH

CONGRESS leaders in Goa said on Saturday they fully accepted the Centre's decision to impose President's rule in the state. "As a Congressman, I have fully accepted the decision of the Centre. Whatever has been decided has been decided by the government in its wisdom. I don't think it would be right on my part not to accept it," former chief minister Pratapsingh Rane told reporters here.

Several Congress leaders had expressed their "hurt" over home minister Shivraj Patil's remarks that the Centre had not approved of what happened in the Assembly during the confidence vote, and had demanded action against him by the party high command.

However, both Rane and GPCC chief Luisinho Faleiro said today the party had "no problems" with the decision and claimed that it gave the Congress more breathing space to concentrate on the forthcoming elections.

Admitting that several party leaders were in a "rebellious mood", Rane said it was unlikely that the rebellion would spill out of the party boundaries. Rane and Faleiro met governor S.C. Jamir today in what was described as a "courtesy visit". "What leaders like Churchill Alemao feel is their personal opinion. I cannot comment on his opinions. I can only speak for myself and as GPCC President, we accept the decision to impose President's rule," Faleiro said. "With this decision, we are bound to get the sympathy of the Goan people who will realise that even though we had a majority government, we have agreed to the decision made by the Union Cabinet," he added. — PTI

The Economic Times
06 MAR 2005

The Economic Times 05 MAR 2005

Poll-tergeist: Bihar Churns, Haryana Seethes, Jharkhand, Goa Threaten To Boil Over

CONG LEAVES SOREN GOVT IN THE LURCH

Our Political Bureau
NEW DELHI 4 MARCH

THE Shibu Soren government appears to have gone into a coma after the Congress on Friday night decided to distance itself from the Jharkhand power project. The decision to stay away from the JMM's efforts to muster support follows an assessment that the leadership cannot afford to expose itself to another weapons grade embarrassment. Jharkhand governor Sibtey Razi, the man who is accused of violating constitutional decency, has reworked the schedule for the confidence vote.

The new Assembly is now expected to be convened on March 13 for a two-day session. The first day will see members taking oath and the second day will be dedicated for the trust vote.

President A.P.J. Abdul Kalam, who summoned the governor to Delhi, is learnt to have conveyed his displeasure over the coup. The governor was also told to convene the session at an earlier date.

The Congress' decision to leave Mr Soren to fend for himself is sure to see another gravitational pull of MLAs towards the NDA. Already, there are signs of more MLAs joining the NDA. The NDA, however, is not taking any chances and packed off its flock to Sarisaka to avoid poaching. They will vacation there under the watchful eyes of the Vasundhare Raje government till March 13.

On its part, the Congress has asked its Jharkhand unit to have regular solidarity exercises with JMM. The MLAs belonging to the UPA will also be entertained lavishly in the run-up to the trust vote. This is aimed at ensuring that defections do not take place.

The JMM appears to have read the writing on the wall. A jittery Soren was in constant touch with the Congress leaders with requests of help. Although Congress leaders don't want to dump him, the distancing has begun.

Expectedly, the BJP charged the UPA with "stooping to any level" for the sake of power. "Prime Minister Manmohan Singh, home minister Shivraj Patil and Sonia Gandhi attempted to wash their hands of the sin and crime against democracy saying they were not aware of what happened in Jharkhand. If they were ignorant, it only showed their incompetence," BJP Parliamentary Party spokesman V.K. Malhotra told reporters here.

He claimed that senior Congress leaders Subodh Kant Sahay, Anand Sharma and Ajit Jogi were "justifying" the state governor's action. "After getting only 10 and nine seats, respectively, in Bihar and Jharkhand, Sonia Gandhi wanted to show how determined she was in installing Congress governments by first misusing Goa and then later Jharkhand governors. However, her strategy totally failed. There is anger and anguish across the country and her mask of sacrifice stands beaten and exposed," he said.

যুব বাহিনী নিয়ে পাল্টা আক্রমণে রাহুল

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: শেষ পর্যন্ত রাহুল গাঁধীকেই এগিয়ে আসতে হল!

তাঁর নেতৃত্বেই পাল্টা আক্রমণের পথে হাঁটল ঝাড়খণ্ড নিয়ে সংসদে কোণঠাসা কংগ্রেস। এর আগে তালকোটরা স্টেডিয়ামে এ আই সি সি-র সভায় মঞ্চে ছিলেন অমেঠির সাংসদ। কিন্তু রাজধানীতে এই প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচির নেতৃত্ব দিতে দেখা গেল সনিয়া-পুত্রকে।

মে মাসে নতুন লোকসভা গঠনের পর থেকে সংসদে তেমন সক্রিয় ভূমিকা নেননি রাহুল। এখন ঝাড়খণ্ডে রাজ্যপালের ভূমিকায় শাসক জোট এতটাই বিড়ম্বনায় যে, তাঁকেই হাল ধরতে এগিয়ে আসতে হল। এনডিএ-র বিক্ষোভের জেরে গত দু'দিন সংসদে প্রায় কোনও কাজই হয়নি। এর প্রতিবাদে আজ সকালে রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের নবীন সাংসদেরা ধর্নায় বসেন। রাহুল বলেছেন, "বিরোধীরা প্রতিবাদ করতে চান। তাঁরা সংসদের ভিতরে বিতর্ক করুন। ঠিকমতো প্রতিবাদের রাস্তা রয়েছে। কিন্তু সভা বন্ধ করা অনুচিত।" বিজেপি অবশ্য রাহুলের বক্তব্যকে 'দশকের সেরা রসিকতা' আখ্যা দিয়েছে।

আজ সকালে প্রথম বার লোকসভায় মুলতুবি হবার পরেই সংসদ ভবনের মূল ফটকের বিপরীতে গাঁধী মূর্তির সামনে রাহুল গাঁধীর সঙ্গে ধর্নায় বসেন সচিন পাইলট, নবীন জিন্দল, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-সহ কংগ্রেসের ২৪ জন সাংসদ। ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনকে সরকার গড়াতে দেওয়া নিয়ে সনিয়া এবং বাম নেতৃত্ব আজ যে অবস্থান নিয়েছেন, তাতে তাঁদের রক্ষণাত্মক মনোভাব স্পষ্ট। বাইরে এই অবস্থা হলেও সংসদে পাল্টা আক্রমণের কৌশল নিয়েছে কংগ্রেস। তাই রাহুলকে সামনে রেখে সংসদ ঠিক মতো চলার প্রশ্নে বিরোধীদের বিঁধতে চায় সনিয়ার দল।

রাহুল আজ দাবি করেছেন, বিরোধীদের গণ্ডগোলে সংসদ পণ্ড হওয়ায় ৫২ কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, "আমরা, সাংসদেরা এলাকা উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা করে পাই। কী ভাবে এই টাকা খরচ করব, তা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হয়। আমার কাছে গরিব কৃষকেরা আসেন, সাহায্যের জন্য। অথচ এখানে ৫২ কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে।" শুনে লোকসভায় বিজেপি-র উপনেতা বিজয়কুমার মলহোত্রের পাল্টা বক্তব্য, "আগের সরকারের সময়ে বিরোধীরা (কংগ্রেস ও অন্যরা) যে ভাবে দিনের পর দিন সংসদের অধিবেশন তলতে দেননি। তাতে তো এই হিসাবে ৩০০ কোটি টাকা নষ্ট হয়েছিল। কংগ্রেস কোন মুখে এখন এই কথা বলে?"

বিজেপি-র কটাক্ষের মূল লক্ষ্য অবশ্য রাহুলের এই 'সক্রিয়তা'। নিয়ম করে লোকসভায় এলেও রাহুল পিছনের সারিতে বসেন। মন দিয়ে অন্যদের বক্তব্য শোনেন। নোট নেন। কিন্তু সংসদে মুখ খোলেননি। মলহোত্র তাই বলছেন, "শীত অধিবেশনে রাহুল কী করছিলেন? তাঁকে তো কোনও দিন প্রশ্ন করতেও দেখা যায়নি। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আনেননি, বিতর্কে অংশ নেননি। কংগ্রেস যদি তাঁকে তুলে ধরতে চায়, তা হলে ধর্নায় বসাল কেন? বক্তৃতার সুযোগ দিলেই পারত।"

কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে সংসদের সামনে ধর্নায় রাহুল গাঁধী। —পি টি আই

04 MAR 2005

ANADABAZAR PATRIKA

THE HINDUSTAN TIMES

01 MAR 2005

Speaker master-stroke cripples Cong in Goa

HT Correspondent
Panjim, February 28

GOA SPEAKER Vishwas Satarkar's master-stroke dealt the Congress a severe blow in Goa on Monday. Satarkar first disqualified deputy chief minister Philip Neri Rodrigues and then himself put in his papers, minutes before chief minister Pratasinh Rane was to seek a vote of confidence.

Hours later, Congress MLA Francisco Sardinha was sworn in as the pro tem Speaker of the House.

This now brings the BJP tally to one over the Congress in a 40-member House.

The Congress will now have to nominate a Speaker from among its own ranks with the BJP showing no interest in the post. And that will only bring the Congress tally down to 16 against the BJP's 17.

However, the Congress has not quite given up as yet. They are counting on the courts to overturn the disqualification of Rodrigues and also hoping for the disqualification of the lone United Goa Democratic Party (UGDP) member, Matanhy Saldhana, who is supporting the BJP while his party is backing the Congress.

BJP to move adjournment plea

STEPPING UP its offensive against the dismissal of its government in Goa, BJP will be moving an adjournment motion on the issue in the Lok Sabha on Tuesday. The move comes a day after the Congress government in the state could not seek a vote of confidence in the Assembly following the resignation of the Speaker and deputy speaker.

The party had earlier paraded its MLAs before President A.P.J. Abdul Kalam and sought his intervention.

PTI, Panaji

Congress and BJP strategists stayed in Panjim throughout the day with Margaret Alva trying her best to ensure a Congress victory in the House while the BJP's Pramod Mahajan seemed to have for the moment checkmated the Congress.

Mahajan meanwhile has called for a trust vote within 24 hours while Governor S.C. Jamir is believed to be debating, giving the Rane government another 48 hours to work out its strategy.

'Assault on democracy'

The Congress on Monday described the Goa Assembly Speaker's disqualification of the Independent MLA and his own resignation along with that of his deputy an "assault" on democracy and said it was aimed at "scuttling" the vote of confidence to be sought by chief minister Rane.

"Once again the BJP has proved that it has no faith in democracy...This shows the mental make-up of the party which talked about value-based politics. This is an assault on democracy," spokesman Anand Sharma said.

However, he was hopeful that Governor would reconsider reconvening of the state Assembly so that the government could seek a vote of confidence.

The Congress leadership has now gone into a huddle and is seeking legal advice over the Neri disqualification but could still possibly hold an ace over Saldanha disqualification.

Congress set to serve office in Haryana

Bhajan Lal, Hooda In Race For Chief Ministership

Chandigarh: Riding on the strong anti-incumbency wave, the Congress, despite being a divided house, won two-thirds majority in Haryana on Sunday. Out of the total 90 assembly seats in the state, where caste configurations have played a key role in defining the politics, the Congress won 67 seats and the ruling INLD manged to win just 9.

Bhajan Lal

The first two results from Adampur and Meham have gone to the Congress. The Adampur seat has gone to three-time chief minister Bhajan Lal and Meham seat is won by former minister Anand Singh Dangi.

Despite coming from a relatively small community of Bishnois, primarily confined to pockets of Hisar, Fatehabad and Sirsa, Bhajan Lal had been successful in cashing in on anti-Jat sentiments and rallying non-Jats around him.

For the first time the INLD faced the elections without the grand patriarch Devi Lal. Devi Lal's son and successor Om Prakash Chautala had been accused of centralisation of power, both in the party as well as the government.

The policy of INLD's president, who was the only non-Congress chief minister to complete his full five-year term, doling out various concessions and incentives to the electorate, like restructuring the power tariff for the farm sector, going easy on electricity arrears recovery drive, enhancing old-age pension and unemployment allowance and carrying out large-scale recruitments, failed to convince voters.

Political pundits observe that the Congress, despite being a divided house, benefited from Chautala's misrule. The Congress victory has set off a rat race for chief ministership with senior leaders Bhajan Lal and Bhupinder Singh Hooda throwing in their hats in the ring in public while some other younger hopefuls are also eyeing the top post relying on behind-the-scene operation. Agencies

THE TIMES OF INDIA 28 FEB 2005

শরিকেরা ক্ষুব্ধ, কংগ্রেস বিপাকে

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২৫ ফেব্রুয়ারি: এক দিকে লালুপ্রসাদ, অন্য দিকে করুণানিধি। দুই নেতার ক্ষোভের জেরে সংসদে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই মনমোহন সরকার স্বস্তিতে নেই। সনিয়া গাঁধীর কাছে চিঠি দিয়ে ডি এম কে নেতা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নানা প্রশ্নে। অন্য দিকে, লালু সনিয়ার কাছে অর্জুন সিংহ ও মাখনলাল ফোতেদারের বিরুদ্ধে 'কড়া' ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝছেন, ভোটের ফলে লালু শেষরক্ষা করতে পারলে কংগ্রেসের বিপদ বাড়বে।

আগামিকাল রেল বাজেট। লালুকে 'দাগি' মন্ত্রী হিসাবে অভিযুক্ত করে এন ডি এ এই বাজেট বয়কট করছে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি জনস্বার্থবাহী মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দিয়েছে, দাগি মন্ত্রীদের বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে হবে। লালু আজ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার বিপক্ষে রায় দিয়ে বলেছেন, "কংগ্রেস যদি আলোচনার প্রস্তাব মেনে নেয়, তবে বি জে পি'র ফাঁদে পা দেবে।" সরকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় রাজি। স্পিকার বলেছেন, "সুপ্রিম কোর্ট সংসদকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে না। এই ব্যাপারে আলোচনা হবে কি হবে না, সেটা ঠিক করবে সরকার ও সংসদ।" দুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী সোমনাথবাবুর বাড়ি যান। সেখানে দাগি মন্ত্রীর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। স্পিকারও আজ বলেছেন, "বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই আলোচনা হতে পারে।" এতে লালু বিরক্ত।

লোকসভায় সনিয়া গাঁধীর পাশে আজ লালু বসলেও বাইরে এসে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। বলেন, "অর্জুন সিংহ, মাখনলাল ফোতেদারের মতো নেতাদের দল থেকে এ বার অবসর নেওয়া উচিত।"

বিহার ও উত্তরপ্রদেশে দলকে কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করেন লালু-মুলায়মের বিরোধিতা না করে দলের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই লালু না চাইলেও কংগ্রেস বিহারে এ বার সক্রিয়ভাবে আর জে ডি'র বিরোধিতা করেছে। শুধু লালু নন, এই ব্যাপারে বামেরাও ক্ষুব্ধ।

অন্য দিকে করুণানিধি অসন্তুষ্ট চেন্নাইয়ের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ই ভি কে এস ইলানগোভানের এক বিবৃতির জন্য। তিনি বলেন, "তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের দলীয় নীতি ক্ষমতায় আসা। এটা নতুন কিছু নয়। ১৯৬৭ সাল থেকে এই নীতি নিয়েই কংগ্রেস চলেছে।" ক্ষুব্ধ করুণানিধি কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলেন, অবিলম্বে এই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। করুণানিধিকে ঠান্ডা করার জন্য বিকালে কংগ্রেস মুখপাত্র আনন্দ শর্মা জানান, "এই বক্তব্যকে কংগ্রেস নেতৃত্ব সমর্থন করছে না। এটা তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য।" তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ডি এম কে-কে কংগ্রেস চটাতে রাজি নয়। করুণানিধি অবশ্য দলের সব সাংসদকে চেন্নাইতে রবিবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

ANADABAZAR PATRIKA 26 FEB 2005

The Economic Times
12 FEB 2005

Cong scripts last chapter of Lalu raj in Bihar

Our Political Bureau
NEW DELHI 11 FEBRUARY

THE Congress on Friday sought to remove Lalu Prasad Yadav from the high 'secular' pedestal when it disputed the RJD's natural claim to lead an anti-NDA government in Bihar. "We have not taken any decision on who will lead the 'secular' government. That can be decided only after the elections," a Congress spokesman said.

He did not stop there. On the RJD's natural claim to lead the "secular" government, he said: "We are very clear that the issue of leadership has to decided after the election. No one can claim in advance that he or she will lead it. There is a broad and secular alliance and the leadership will be elected in a democratic spirit."

Lalu Yadav has been claiming that the election is to "renew Rabri Devi's lease over Patna". Reminded about this, the Congress spokesman said: "I have said what I have to say. I speak for the Congress. Nobody else." The Congress spokesman also indicated that his party could throw its hat in the ring after the polls. This comment of the Congress spokesman is of great political significance for two reasons. One, this is the first time that the Congress has formally backed the need for a new leadership in Bihar. Second, it signals a rearrangement of equations within the UPA. If the statement of the Congress spokesman is anything to go by, this process has already begun. This cannot but be galling for Lalu Yadav as he has so far been operating as Congress' 'secular brand ambassador'. As a matter of fact, he was conducting himself as the most dependable ally of the Congress till the time the latter made known its intention to intrude into the RJD's catchment areas.

The stand of the Congress that it was also a contender for the Patna gaddi is bad news for Mr Yadav, who has been zealously guarding his minority votebank. The Congress' statement could encourage the minorities to snap ties with the RJD and return to the Congress fold. Mr Paswan's appeasement politics is in any case coming in handy for the Congress. The statement comes a day ahead of Sonia Gandhi's visit to the minority dominated areas of Bihar. That the Congress wants to show Lalu Yadav his place was evident two days ago when Sonia Gandhi turned down a request from the RJD chief to work out a broad alliance for stalling the split in 'secular' votes.

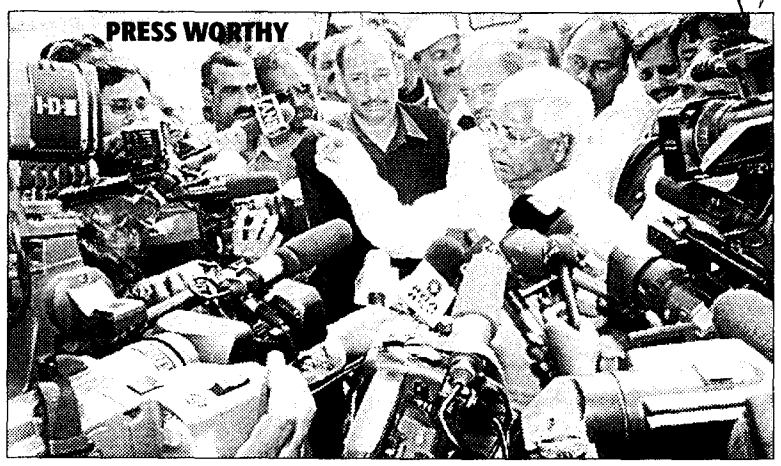

Lalu says nothing CD about it

Patna
11 FEBRUARY

EVEN as the BJP on Friday sought action against the RJD for display of CDs on Gujarat riots in Purnea, RJD president Lalu Prasad Yadav said there was nothing wrong about the CDs which were being shown after the permission of the state election authorities.

Charging the RJD with exploiting religion for electoral purposes by indulging in such "objectionable tactics," BJP vice-president Sushil Kumar Modi demanded that the Election Commission take stern against the ruling party.

"Use of such CDs at the time of elections will disturb peace and communal amity," Mr Modi said. —PTI

অধীর মডেল

একজন অধীর চৌধুরি সংসদীয় কমিটির বৈঠকে একেবারে ফার্স্ট বয়। দুঁদে সি পি এম সাংসদও চমকে যান। দিস্তে দিস্তে ইংরেজি নথি পড়েশুনে তৈরি হয়ে আসেন। এই অধীর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথম বক্তৃতাই দেন ইংরেজিতে, নিশ্চয় চমকে দিতে চেয়েই। এই অধীর বহরমপুরের প্রায় স্বঘোষিত রবিনহুড। তিনি কিছু মানুষের উপকার করেন এবং সেই উপকারের গল্প শাখাপ্রশাখায় হুহু করে ছড়িয়ে যায়। এই অধীর রাজ্যে দলের ঘোর দুঃসময়ে বহরমপুর পুরসভার সব আসনে কংগ্রেসকে জিতিয়ে আনেন। তিনি জেলা সভাপতি থাকার সময়ে মুর্শিদাবাদের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রেই জিতে যায় কংগ্রেস।

আরেকজন অধীর নিজের জেলাতেই, নিজের শহরেই, নিজের দলেই তীব্র সমালোচনায়, বিরোধিতায় জর্জরিত। এই অধীরের নিষ্ঠুরতার কাহিনীও বহুল প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত। টেলিভিশনে তাঁকে বলতে শোনা যায়, দরকার হলে মার্ডার করতে হবে! এই অধীর নিজের শ্যালককে নেতা বানাতে গিয়ে ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের দূরে ঠেলে দেন। এই অধীর পান থেকে চুন খসলে রেগে যান এবং সেই রাগের আগুন লাগে দলেরও অনেকের গায়ে। এই অধীর অপমান করেন বিমলচন্দ্র সিংহের পুত্র, কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা, শিক্ষিত ও পরিচ্ছন্ন অতীশচন্দ্র সিংহকে।

একের মধ্যে দুই অধীর অনেকটা উঠেছেন। পুরসভা দখল করে বহরমপুরে ঘাঁটি বানিয়েছেন। বিধানসভায় এসেছেন, তারপর লোকসভায়। মুর্শিদাবাদের তিন লোকসভা কেন্দ্রেই জয়ী কংগ্রেস, আর তাঁকে ঠেকায় কে? শোনা গেল, সি পি এম-কে সরাতে জেলায় জেলায় 'অধীর মডেল' চাই। কথা উঠল, অধীরকে এবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করে দেওয়া উচিত। আত্মবিশ্বাসে টগবগে অধীর বলতে থাকেন, না না, আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারি না। কে তাঁকে প্রদেশ সভাপতি হতে বলল— জানা গেল না, কিন্তু তিনি বলে চললেন, হতে চান না। দিল্লিতে সংসদীয় কমিটির সভায় চমকে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে বহরমপুরের ঘাঁটি ছুঁয়ে আগলে যাচ্ছেন। নতুন উচ্চতায় তিনি ভাসছেন। কিন্তু, দিল্লি থেকে তো বটেই, কলকাতা থেকেও বহরমপুর অনেক দূরে। সেখানে কিছু ঘটনা আসছিল একের পর এক। নিজে বহরমপুরের পুরপ্রধান করেছিলেন যাঁকে, সেই আকবর কবীরকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে শত্রু শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জেলার অন্তত তিনজন কংগ্রেস বিধায়ক সরাসরি অধীরের বিরোধী। তাঁরা বলছেন, এই লোকটির সঙ্গে চলা যায় না। বহরমপুর পুরসভায় অধীরের নেতৃত্বে তেইশের মধ্যে তেইশটা আসনই পেয়েছিল কংগ্রেস, সেখানে গোলমাল বেড়ে চলল, আকবর কবীরকে সরিয়ে যে নিশ্চিন্ত থাকবেন, তা হল না। পুরসভার উপপ্রধান প্রদীপ নন্দীকে সরালেন। অনাস্থা প্রস্তাবে অধীরপন্থীরা জিতলেন কোনও রকমে, ১২-১০, একজন অনুপস্থিত। শেষ মুহূর্তে দুজনকে হাত করতে না পারলে, বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের হাতেই চলে যেত পুরসভা। টাউন ক্লাবকে বহরমপুরের মানুষ বলেন 'অধীরের ক্লাব'। আর বোধহয় বলছেন না। সেই ক্লাবের দখল নিয়েছেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিরা। তার আগেই যুব কংগ্রেস অফিস দখল করেছেন ওঁরা।

ক্রমশ কোণঠাসা অধীর এবার কলকাতা দখলের ডাক দিলেন। সোনিয়া গান্ধী পৌঁছনোর আগে, প্রণববাবুরাও পৌঁছনোর আগে, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে কর্মিসভায় জ্বালাময়ী ভাষণে সোমেন মিত্রদের আক্রমণ করলেন। জেলা দিয়ে কলকাতা ঘেরার হুমকি দিলেন। এক দিয়ে কিছু ঘেরা যায় না, এক জেলা দিয়ে রাজ্যের সদর দপ্তর ঘেরা যায় না, ভেবে দেখেননি অধীর। গরম কথার হাতে-গরম প্রাপ্তি হাততালি, অধীর শরীর-মনের উত্তাপ বা গরম ফিরে পেলেন। কিন্তু, মুর্শিদাবাদের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিরা নরম হলেন না। এবার জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা। বিধায়ক নিয়ামত শেখ বললেন, নাটক, একবার না হোক, দুবার সাধিলেই খাইবে, ইস্তফা প্রত্যাহার করে নেবে! সম্ভবত দিল্লির ইচ্ছায় সোমেন মিত্রও টেলিফোনে অনুরোধ করলেন, ইস্তফা দিও না, থেকে যাও। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জি সরাসরি অধীরের পক্ষে দাঁড়িয়ে বললেন, বিক্ষুব্ধরা সি পি এমের হাতে তামাক খাচ্ছেন। ইস্তফা তুলে নিতে অনুরোধ করলেন প্রণববাবু। এবং অধীরবাবু বললেন, ভেবে দেখছি! অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, আচ্ছা, থাকছি। এই সময়ে বিক্ষুব্ধরা প্রতিদিন বলে গেছেন, স-ব নাটক, পদ ছাড়ার লোক অধীর নয়। দলীয় শৃঙ্খলার কথা ভেবে অথবা দিল্লির সিদ্ধান্তের সূত্রে প্রণববাবু একশো ভাগ দাঁড়ালেন বটে রবিনহুডের পক্ষে, কিন্তু এটাও বললেন, অন্তত আগামী এপ্রিল পর্যন্ত যেন অধীর জেলা সভাপতি পদে থাকেন। মানে, আগামী বিধানসভা ভোটের আগে সরেও যেতে পারেন অধীর। বিক্ষুব্ধদের কোনও হেলদোল নেই। বহরমপুর পুরসভা ছিনিয়ে নেবেনই, তাঁদের প্রতিজ্ঞা। জেলা যুব কংগ্রেস দপ্তর থেকে ওঁরা টাউন ক্লাবেরও দখল নিলেন। ফানুসের মতো দিল্লি উড়ে গিয়ে জুড়ে বসার স্বপ্ন দেখছিলেন যিনি, তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠীর অধিপতি। কেন তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা এত ঘন ঘন শত্রু হয়ে যান, কেন নিজের কাছের লোকেদের ধরে রাখতে পারেন না, এই আলোচনায় সরগরম রাজ্যের বিরোধী শিবির। এই 'অধীর মডেল' চালু হলে সবচেয়ে খুশি যে দলটি হবে, তার নাম সি পি এম।

রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল পরাক্রমে পদার্পণ যদি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ঘটে থাকে, দ্বিতীয় তীর একেবারে মহাকরণের দিকে। প্রদেশ সভাপতির সমর্থনে ও প্রকাশ্য অনুরোধে খুশি হয়ে বোলপুরে এক সভায় বলে ফেললেন, প্রণববাবুকে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেই আগামী বিধানসভা ভোট লড়বে কংগ্রেস। ওই সভাতেই প্রস্তাবটা প্রকাশ্যে নাকচ করে দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু প্রণববাবু কয়েকটা কথা জানেন। এক, মুর্শিদাবাদে একা অধীরই কংগ্রেস নয়। দুই, ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে আসতে পারলেই যথেষ্ট। তিন, ২০০৯ পর্যন্ত কেন্দ্রে বাম-সমর্থিত সরকার ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাঁকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকতে হবে। চার, কংগ্রেস যদি স্বপ্নের ভোটে জিতে রাজ্যে ক্ষমতার কাছাকাছি আসে, গনিখান বলবেন, আর যিনিই বসুন, মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে যেন প্রণববাবু না বসেন। দিল্লিতে কলকাঠি নেড়ে প্রণববাবুর পথে কাঁটা ছড়াতে প্রিয়রঞ্জনও নিষ্ক্রিয় থাকবেন না। অবশ্য, এ সব আলোচনা অর্থহীন। ২০০৬ সালের ভোটেও বামফ্রন্ট জিতবে, কংগ্রেসের লড়াই দ্বিতীয় হওয়ার, প্রধান বিরোধী দল হওয়ার। আসল কথা, অধীর চৌধুরির ডাক আরও প্রচারিত হলে, সবচেয়ে খুশি হবে যে দল, তার নাম সি পি এম। এই সূত্রেই কংগ্রেসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্রতর হবে। অধীরের আচরণে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস এমনই দ্বিধাবিভক্ত থাকলে, পলাশীর উত্তরে রাজ্যের ৭০ আসনের মধ্যে ৪০ পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না কংগ্রেসের। ওই এলাকায় যেহেতু তৃণমূল দুর্বল, কংগ্রেসের জেতার মতো কয়েকটি আসন আসবে বামফ্রন্টের ঝুলিতেই। এবং, সোমেন মিত্রকে কোণঠাসা করে অপমান করে রাজ্যে আসন বাড়বে কংগ্রেসের? কেউ বিশ্বাস করবে? আর, কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের সম্ভাবনা শূন্যে পৌঁছবে। বিরোধী জোটের অবিসংবাদিত নেত্রী তিনি, বামফ্রন্ট হারলে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিতভাবেই তিনি, এর বাইরে অন্য কথা উঠলে ঠান্ডা থাকবেন মমতা? অধীরের আচরণে যদি মুর্শিদাবাদে বিভক্ত হতে থাকে কংগ্রেস, অধীরের ডাকে যদি মমতার সঙ্গে তিক্ততা বাড়ে কংগ্রেসের, সবচেয়ে খুশি হবে যে দল, সে তো সি পি এম-ই! বহরমপুরের মাঠে খেলায় গত কয়েক বছরে সরাসরি অধীরকে হারানো যায়নি। সি পি এম নেতারা খুশি হতেই পারেন, কার্যত তাঁদের হয়েই এখন খেলছেন অধীর চৌধুরি।

FEB 2005

Alva rushes to Panaji as discontent brews in Cong

BJP To Move Bombay HC Against Dismissal

New Delhi: AICC general secretary Margaret Alva left for Goa on Friday morning in the wake of reports of serious discontent over the expansion of the one-day-old Pratapsingh Rane ministry.

Alva left suddenly for Panaji as the Rane government, which is yet to prove its majority on the floor of the assembly, is said to be facing some troubles. Alva's visit comes amidst speculation that a few party MLAs had threatened to quit if not accommodated in the ministry. The visit to Panaji was sudden in view of the fact that only on Thursday she told reporters that she had asked chief minister Rane as also senior minister Louisinho Faleiro to come to Delhi on Friday for consultations with the party high command.

Meanwhile, the BJP on Friday

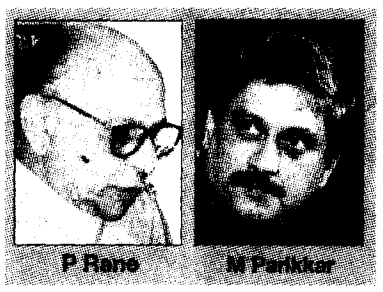

» Mulayam next target, P 9

decided to move the Bombay high court and take its NDA allies and other parties into confidence against the "unconstitutional and arbitrary" dismissal of its government in Goa.

These decisons were taken at a meeting of party central office-bearers and senior leaders, presided over by party president L K Advani, party sources said. Ousted Goa CM Manohar Parikkar was also present at the meeting for some time.

The party also decided to take NDA allies as also leaders of other non-Upa parties like Uttar Pradesh CM Mulayam Singh Yadav into confidence on the issue. Friday's meeting came a day after a BJP delegation, led by former PM Atal Bihari Vajpayee and comprising 17 mlas from Goa, called on the President seeking his intervention on the issue.

They demanded the recall of Goa governor S C Jamir for sacking the Parrikar government after it won a vote of confidence on the floor of the assembly. They also demanded the reinstatement of the BJP government in the state. PTI

THE TIMES OF INDIA 05 FEB 2005

THURSDAY, FEBRUARY 3, 2005

CONGRESS GAME PLAN

COMMON SENSE SUGGESTS that no political party fighting three simultaneous elections will want to open up a fourth front. The Congress evidently feels up to the adventure, for it has chosen precisely such a moment to do battle with the Mulayam Singh Government in Uttar Pradesh. Citing the "deteriorating" law and order situation in the State, a party spokesperson used the rather imaginative phrase "one time cheque" to describe the nature of the Congress' support to the incumbent Government. For his part, U.P. Congress chief Salman Khursheed threatened a mass agitation and worse against the Chief Minister. There is no small irony here. Bihar, where the Congress has an uneasy relationship with the Rashtriya Janata Dal, is in a state of siege following highly visible protests over an unexplained series of kidnappings. India's VIP capital, New Delhi, boasts a crime rate that hardly does the Shiela Dixit Government credit. U.P.'s record on this score is not much better. The State, known for its mafia dons and caste lynchpins, has a tradition of political murders, the latest being the assassination of Bahujan Samaj Party legislator Raju Pal. With the deed inflaming passions among the BSP cadre, party leader Mayawati has predictably sought the dismissal of archrival Mulayam Singh.

The Congress' moves in U.P. must be seen in conjunction with its recent overtures to Ms. Mayawati. A key giveaway is the easing of pressure on the BSP chief in the Taj Corridor case. The Congress evidently calculates that terminating its relationship with the Samajwadi Party will facilitate an alliance with the BSP, which, in turn, will pave the way for the party's much dreamt of recovery in the Hindi heartland. Alas, that looks a pipedream — at least for now. The noises in the Congress camp notwithstanding, the party will achieve nothing concrete by withdrawing its support to the Mulayam Singh Government. Indeed, the Samajwadi Party has consolidated its position since winning a creditable 35 seats (38 with allies) in the 14th general election. Besides, the BSP is an unreliable ally. The party has thrice broken up with the Bharatiya Janata Party. As well known is Ms. Mayawati's lack of enthusiasm for pre-poll alliances: she feels they work to the disadvantage of the Dalit party and has often made the untested claim that while her votes are easily transferred to the BJP or the Congress, the converse is not true.

The Congress has embarked on similar short-sighted missions in Bihar and Jharkhand — no doubt in the hope of reclaiming its past prestige. In Bihar, the many 'friendly' contests between the Congress and the Rahstriya Janata Dal have only added to the confusion of the electorate. In Jharkhand, the party's hasty alliance with the Jharkhand Mukti Morcha has alienated the RJD as well as its own rank and file. Last week, Sarfaraz Ahmad, a valued State leader, defected to the RJD in a telling sign that the constituents of the United Progressive Alliance are fighting each other as much as they are the BJP and the Janata Dal (U). In Maharashtra too, the Congress' relations with the Nationalist Congress Party are under strain, as is apparent from the former's inability to retain the prestigious Solapur Assembly seat. Of course, the BJP is in a sorrier mess. The unpredictable Atal Bihari Vajpayee recently ascribed part of the blame for the post-Godhra Gujarat pogrom to the BJP cadre. Earlier Lal Krishna Advani admitted the poor prognosis for his party in the Assembly elections. If the Congress is better placed, it seems marginally so — and no thanks to its own tactics.

THE HINDU 03 FEB 2005

Congress big dreams

By Vidya Subrahmaniam

The Congress reached out to friends when the arc lights were trained on the BJP. Back in media glare, it seems unwilling to show the same warmth to them.

HOW QUICKLY things change in politics. Who would have thought at this time last year that the "India Shining" boys would wind up as a lustreless bunch in the Opposition? The match seemed over bar the ceremonial shouting. The Atal Bihari Vajpayee-led National Democratic Alliance was blessed on every count — it had an adored leader, a great (claimed) incumbency record, and a brilliantly conceived election campaign.

The Congress looked wretched by contrast. Party spokesperson S. Jaipal Reddy, known for his rapid-fire repartee, was strangely tongue-tied when journalists pressed him for an answer to the Bharatiya Janata Party's "shining" and "feel-good" blitzkrieg. "We will soon come up with something equally catchy," he said evasively, admitting in the process that the BJP was way ahead in the imagination department.

In the end, the Congress went with its old slogan — albeit tweaked to suit the "feel good" times. The downmarket *garib* (poor) in "*Congress ka haath garibon ke saath* (Congress is with the poor)" exited, replaced by the savvier *aam aadmi* (ordinary person). Party strategists apparently felt that too much stress on the word *garib* would negate India's image as an aspiring superpower and vindicate the BJP's charge that the Congress was happiest peddling poverty.

But the change only betrayed the party's confusion. Was it a wannabe BJP minus the extreme edges? Or did it stand for the egalitarian, secular principles on which the Congress and India were founded? When Sonia Gandhi took the first tentative steps towards alliance formation, most commentators again dismissed it as a copycat response to the BJP's success with the NDA: In Atalji's times do as he does.

In a way the pervasive cynicism proved to be a blessing in disguise for Ms. Gandhi. Away from the glare of the flashbulbs, she built her coalition block by block, going out to woo both those who shunned her and those whom the Congress had shunned. She called on Sharad Pawar; she sent the genteel Manmohan Singh to meet M. Karunanidhi to win over the Dravida Munnetra Kazhagam. (The meeting erased 20 years of acrimony and mutual suspicion between the two parties and brought in a string of other allies.)

Lalu Prasad, Ram Vilas Paswan, Shibu Soren, and Chandrasekhara Rao, each a big catch, followed suit — without fuss, without fanfare. Her comfort level with the Left parties was already good; she knew they would help without either side having formally to proclaim the trust. Alliance in place, the Congress chief plunged into her *sampark abhiyan*, again unnoticed by a media that perked up only when the Gandhi children, Rahul and Priyanka, made a splash in Amethi. The new wisdom in the Congress notwithstanding, Ms. Gandhi saw, spoke to and interacted with more *garib*s than *aam aadmi*s on her tours.

Verdict 2004 was a shock as much to the BJP as to the Congress. After six years of doing as the BJP bid, the Congress was suddenly free — free to do its own thing. So out went the BJP's sassy new vocabulary. "India Shining" was now a joke told and retold. The *aam aadmi* gracefully receded and the *garib* reclaimed his place in VIP speeches, Government-sponsored seminars, and in the early days, even in policy discussions. Secularism, outlawed in the khaki-knicker times, made an honourable return. Analysts mentioned pluralism, multiculturalism, equity and such without fear of being called *jholawala*s.

The only idea to survive the regime change was the idea of coalition. And deservedly too because the United Progressive Alliance Government owed its existence to the alliance that Ms. Gandhi painstakingly put together. Members of the UPA — Mr. Prasad, Mr. Paswan, Mr. Pawar, and Mr. Karunanidhi — sang paeans to their new-found unity. For communalists never to return to office, secularists had to stay together in office, they affirmed, and the lesson seemed well-absorbed judging by the Congress-Nationalist Congress Party victory in the Maharashtra Assembly election.

Again how quickly things change in politics. The *garib* may still find a mention in ministerial addresses but is far from being the centrepiece of policy or legislation, thanks to old favourite "pragmatism" forcing periodic reviews of commitments and promises. And if secularism is the major concern the UPA constituents said it was, it is not too evident from the current disunited state of the alliance. Indeed, in retrospect, Ms. Gandhi's alliance achievement seems truly phenomenal. How did she erase the perception of the Congress as a wavering, fickle ally? And how did she herd together so many highly-strung individuals? And having pulled off the impossible, and having accepted the responsibility of keeping the UPA house in order (in preference to heading the Government), why does she suddenly seem unconcerned about the future of her project?

There is a surreal quality to the whole thing. First it was only Mr. Prasad and Mr. Paswan. The foes-turned-friends-turned-foes attacked each other with a ferocity made worse by their status as Cabinet colleagues. Were these the same men who, only eight months ago, swore eternal friendship in the cause of secularism? Welcoming Mr. Paswan's Lok Jana Shakti Party (LJSP) to the RJD fold, Mr. Prasad had told *Frontline*: "Of course I had differences with Paswan but when he quit the government reacting to Gujarat I knew he would be a valuable ally in the fight against the fascists." Last month, Mr. Prasad had this to say of "the valuable" ally: "The Telecom Ministry was taken away from him, so he raised the post-Godhra riots." The new terms of endearment between the Cabinet Ministers would embarrass street bullies.

The Congress has not quite descended to these levels yet but the party is already showing signs of its old imperiousness. In Maharashtra, it insisted on the Chief Minister's post despite the NCP's larger tally and then deliberately chose a Chief Minister who did not vibe well with Mr. Pawar. (Was this the Congress that voluntarily took the backseat in Jammu and Kashmir?) More recently in Jharkhand, the Congress and the Jharkhand Mukti Morcha carved up most of the seats in an intended snub to the RJD. Mr. Prasad retaliated by raiding the Congress' ranks (the defectors included old Congress hand and former State unit chief Sarfaraz Ahmad). In Bihar, the Congress excluded itself from the RJD-Left alliance by demanding a hugely unrealistic 100-odd seats, and has since further muddied the waters by teaming up with the LJSP. Is this shrewd Congress strategy to prevent Mr. Paswan's defection to the rival camp? Or is this plain greed on the part of a party that is desperate to reclaim its glory days in the Hindi heartland? If it is the former, Bihar voters have a lot of hard work to do. They must attend Ms. Gandhi's rallies, hear her veiled criticism of Mr. Prasad and then in the larger interest of the secular cause decide not to take her seriously. If it is the latter — which seems more the case going by the soaring ambitions of the GOP's restless cadre — then the Congress might as well disband the UPA and return to the comforting oblivion of the Pachmarhi Declaration era.

Ms. Gandhi must rein in the Congress cadre — and do it now. The RJD may well emerge as the largest single party in Bihar, in which case the Congress will undoubtedly come to its aid. But there is equally a danger that campaign trail rivalries and misunderstandings will spill over into the UPA's functioning. The Congress has no future except as part of an alliance, and the evidence lies in the 2004 Lok Sabha results. The party's new friends contributed more to its success than it might want to admit. The Congress' 145 seats and 26.4 per cent vote share reflected an increase of 31 seats and a decline of 1.9 percentage points as compared to 1999. The allies gained both in terms of seats and votes. Their seats increased from 23 to 77 and their vote share from 5.7 per cent to 10.1 per cent.

As Yogendra Yadav and E. Sridharan point out in the *Economic and Political Weekly* (December 18-24, 2004), "if the UPA overtook the NDA it was because its allies brought in fresh support. Coalitions were vital for the victory of the Congress-led alliance in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar and Jharkhand. These seats contributed more than half of the seats that eventually fell in the UPA's kitty." Alliances aggregate votes in such a way that a small addition of votes often yields a far bigger increase in terms of seats. In 2004, the Congress made a better alliance than its rival, which explains why the former gained 69 seats and the latter lost 89 seats for a difference of only half a percentage point. That the Left supports the Congress alliance is no consolation because the Left is not a threat to the UPA's unity.

The Congress reached out to friends when the arc lights were trained on the BJP. Back in media glare, it seems unwilling to show the same warmth to them. The BJP's camera obsession and its neglect of its allies (it lost five crucial allies before the Lok Sabha elections) cost it a third term. Eight months into office, the last thing the Congress ought to do is affect BJP-like arrogance.

THE HINDU 03 FEB 2005

Congress distances itself from Mulayam Government

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, JAN. 28. With the law and order situation in Uttar Pradesh "deteriorating by the day," the Congress today sought to distance itself from the Mulayam Singh Yadav Government in the State, stating that its support to the Samajwadi Party in 2003 to form an alternative government to the Mayawati regime was a "one-time cheque that has been encashed and not a credit card."

However, the Congress remained noncommittal on whether it wanted President's Rule in the State with the party spokesman saying "nothing can be ruled out but there is a Constitutional procedure."

Both the Uttar Pradesh Congress Committee president, Salman Khursheed, and the party spokesman, Abhishek Singhvi, said the support extended to Mr. Yadav in 2003 was for the formation of a Government to keep away communal forces. Emerging out of a meeting with the party's senior leadership to decide on the Congress line on U.P., Mr. Khursheed said: "We supported the formation of a Government, not its running. We are not part of the Government and there is no common minimum programme."

Though both maintained that the U. P. Government was not dependent on Congress support, neither was willing to state why the party was fighting shy of withdrawing support, arguing that it was irrelevant under the prevailing circumstances.

"There is nothing to withdraw. The question of support is irrelevant as in practical and real terms we are opposing them on practically every issue, and soon we will be out on the streets mobilising opinion on law and order."

While the PCC president made out a case for the Centre to take a serious view of the deteriorating situation in U.P., he was noncommittal on whether the State unit of the party wanted President's rule.

"I have apprised the central leadership. We are not advocating any precipitous action. All we are saying is that the Centre should apply its mind to the situation."

For the past two days, the developments in Uttar Pradesh have preoccupied the party's central leadership in the midst of coordinating campaign schedules for the upcoming Assembly elections and finalising candidatures for the third phase of polling in Bihar.

The All India Congress Committee in-charge of the State, Satyawrat Chaturvedi, met the Congress president, Sonia Gandhi, twice on Thursday to apprise her of the situation in U.P. and the party's senior leadership was instructed to convene a meeting today to devise a strategy.

The meeting was attended by Pranab Mukherjee, Arjun Singh, Motilal Vora, M. L. Fotedar, Ahmed Patel, Ambika Soni, Mr. Chaturvedi and Mr. Khursheed.

Already apprehensive of how a clean break from Mr. Yadav will impact on the minority vote bank, the pitch has been further queered for the Congress by the recent demand for President's rule by the former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee.

29 JAN 2005 THE HINDU

কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাঁতের পথ খোলা রাখছে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: সি পি এমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সমালোচনা করলেও তাদের সঙ্গে বিভিন্ন পুরসভার আসন্ন নির্বাচনে আসন-সমঝোতার দরজা খোলা রাখতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে তৃণমূলের প্রধান বাধা বি জে পি। এটা তারা বোঝে বলেই দলের সর্বভারতীয় সম্মেলনে বি জে পি সম্পর্কে নীরব থেকেছে তৃণমূল। রবিবার তমলুকের রাজবাড়ি ময়দানের প্রকাশ্য সমাবেশে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫ মিনিটের বক্তৃতায় বি জে পি সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। দলের অধিকাংশ নেতার, বিশেষত জেলা ও ব্লক স্তরের নেতাদের বক্তব্য, বি জে পি সম্পর্কে এই নীরবতার অর্থ, কংগ্রেসের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করা। এক নেতার মন্তব্য, "আমাদের যার যেখানে সাংগঠনিক শক্তি বেশি, সেখানে সি পি এম-কে রুখতে আমরা, বিরোধীরা একজোট হতে বাধ্য।"

তবে ২১ জানুয়ারি দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক থেকে শুরু করে কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়ামে দলের সাধারণ পরিষদের সম্মেলনে মমতা তো বটেই, সৌগত রায়, সাধন পাণ্ডে, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব ছিলেন। অবশ্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সীদের মতো মমতা-ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, রাজ্যে কংগ্রেস শেষ। দুই মেদিনীপুর বা উত্তরবঙ্গের নেতারা জানান, সংখ্যালঘুদের সমর্থনের বিষয়টি মাথায় রেখে বি জে পি-কে ছাড়তেই হবে। সে-ক্ষেত্রে সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্রামে অত্যাচারিত কংগ্রেসিরা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য। পঞ্চায়েত ও পুর ভোটেই তা প্রমাণিত হয়েছে। আগামী দিনেও হবে।

শনিবার রাতে কাঁথিতে প্রতিনিধি সম্মেলনে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি মদন মিত্র বলেন, "যেখানে সি পি এমের অত্যাচার হবে, আমরা, তৃণমূল কংগ্রেসিরা অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়াব। বামফ্রন্টের কোনও শরিকও যদি সি পি এমের হাতে আক্রান্ত হয়, তাদের বাঁচাব।"

নির্বাচনে জেতার পরে দলের যে সব জনপ্রতিনিধি দল-বিরোধী কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি ওঠে। তমলুকের বিধায়ক নির্বেদ রায়ের মতো যাঁরা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তির্যক মন্তব্য করছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে সম্মেলনে কল্যাণবাবু, মদনবাবু, শুভেন্দু অধিকারীর মতো দলের তরুণ নেতারা হুঁশিয়ারি দেন। মদনবাবু বলেন, "সাবধান করছি, এমন কাজ যিনি করবেন, তাঁকে ছাড়বে না তৃণমূল যুব কংগ্রেস।" তাতে কাজ হয়েছে। দু'দিন সম্মেলনে না-এলেও এ দিন তমলুকের সভায় ছিলেন নির্বেদবাবু। কাঁথির নেতা শিশির অধিকারী সভায় লোক আনতে সহযোগিতা করেননি বলে তমলুকের নেতাদের অভিযোগ। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শিশিরবাবু বলেন, সি পি এমের সন্ত্রাসে পাঁশকুড়া, হলদিয়া থেকে লোক আসতে পারেনি।

ANADABAZAR PATRIKA 24 JAN 2005

Poll campaign exposes fragile Cong-RJD alliance

Our Political Bureau
NEW DELHI 23 JANUARY

THE election campaign in Bihar and Jharkhand has once again brought to the fore the fractious nature of the ruling coalition. With its generals fleeing the battlefield after the leadership failing to work out an honourable seat-sharing deal and Lalu Prasad Yadav making it clear that the terms of the Congress-RJD relationship will be decided by him, there is acknowledgement in the Congress that the election will accentuate contradictions within the alliance.

Mr Yadav, who took serious exception to Arjun Singh's statement that Congress president Sonia Gandhi will only campaign for her party nominees, made it a point to drive home the point that "we-will-go-it-alone vanity" will be rebuffed by the electorate.

"Lalu Yadav campaigns for the Congress in other states. Lalu Yadav does not need their campaigning to win the election," the RJD strongman told reporters. In other words, he made it clear that while he has appeal beyond Bihar, the Congress leadership has no vote-catching potential in the RJD-controlled state.

Mr Yadav, who has taken his fight against his allies at the Centre to the neighbouring Jharkhand, has been describing Shibu Soren as someone who cannot just be trusted. The railway minister told election rallies in Jharkhand that Mr Soren became a part of the "secular" alliance only after A.B. Vajpayee spurned his request for a power pact. "He wanted to become the chief minister of the state with the BJP's support," Mr Yadav said.

In what appears to further vitiate the atmosphere within the coalition, Mr Yadav's bug bear Ram Vilas Paswan, on Sunday, came up with a demand for elections under President's rule. Mr Paswan, who described the killing of his party's candidate in Gaya as yet another instance of lawlessness, said fair election was not possible under the Rabri Devi regime. "Polls should be conducted under President's rule," Mr Paswan said.

These soundbytes, even the regime's own admirers admit, demonstrate the growing mistrust between crucial components of the alliance. While Mr Yadav suspects that the Congress has a larger gameplan—a reconfiguration of the alliance after the election—Mr Paswan is keen to ensure a place even after the polls, which could spell doom for his party.

Politically, Congress finds itself in a tricky position after the announcement that Ms Gandhi would campaign for the party's candidates in Bihar. The party's campaign-managers have announced that the Congress president would address four rallies in the state—at Patna, Gaya, Bhagalpur and Darbhanga—and another six in the neighbouring Jharkhand.

It is, however, not clear whether Ms Gandhi would confine herself to addressing rallies in Bihar, or would go on road-shows, as she did in many parts of the country during the Lok Sabha polls. Given the pitiable condition of the roads in the state, going on a road-show, according to some state Congress leaders, may not be a good idea.

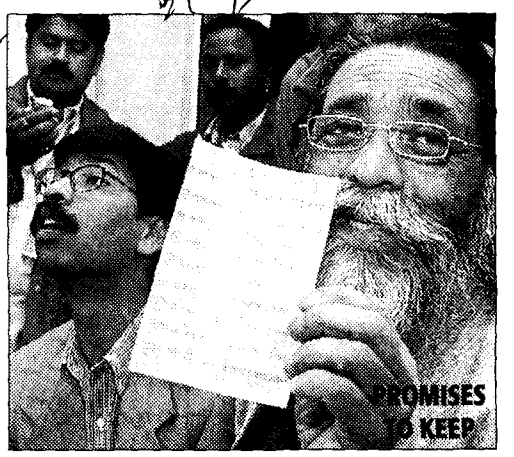

Maoists step up violence before Assembly polls

Ashok K. Mishra
PATNA 23 JANUARY

THE outlawed CPI (Maoists) have begun calling the shots rather ruthlessly. If anything, they are standing by their call to boycott the elections in such a way that will account for more bloodshed and violence in the ensuing Assembly elections. The Munger Superintendent of Police K.C. Surendra Babu was recently killed. In that backdrop the murder of four LJP workers, including the party nominee from the Imamaganj Assembly seat and former MP Rajesh Kumar, has indeed scared the leaders who are in the fray.

The ultras probably have a point to prove about their strike power after the merger of the MCC and the PWG. They are now known as the CPI (Maoists). This apart, the ultras had vowed to take revenge when their proposed rally on December 5, here was banned by the state government. The Naxals had even warned about ruthlessly implementing the poll boycott call. It is not the first time that the ultras have given such a call. But the merger of the MCC and the PWG has given them extra teeth to carry out their objective.

LJP president Ram Vilas Paswan is, however, surprised as to why the Maoists targeted his four party workers and killed them near Bikua village in Gaya district on Saturday. "The ultras had no grouse against us. On the contrary, the state government had banned their rally and the ultras had vowed to avenge it. Hence, it seems inexplicable as to why the LJP workers were gunned down by the Naxalites" Mr Paswan said. H said only a CBI enquirycould bring out the truth.

The Economic Times 24 JAN 2005

জনমুখী না চিনের পথে, ভাবনা কংগ্রেসে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি: ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিকে আগামী দিনে বেনজির মাত্রায় নিয়ে যেতে চিনা মডেল অনুকরণের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। এই স্বপ্নপূরণের পথে সব বাধা সরিয়ে দিতে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন।

স্কোপ-ফিকি-সি আই আই আয়োজিত ভারতীয় সংস্থাগুলির শীর্ষ কর্তাদের সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী যখন ওই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তার কাছাকাছি সময়েই তাঁর অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে শুনছেন, বাজেট প্রস্তাবকে ঠিক কী ভাবে সাজালে তা সাধারণ মানুষের মন রাখতে পারবে। এবং একই দিনে চিদম্বরমের উচ্চারণ, ২০০৫-০৬ সালের বাজেট প্রস্তাব জোর দেবে কৃষিতে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের উপরে। এবং জোর থাকবে অভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে।

ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধী এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের নির্দেশেই অর্থমন্ত্রী কী ভাবে বাজেট করলে তা সাধারণ মানুষকে খুশি করতে পারে, কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আজ তার কৌশল নির্ধারণ করতে বসেন। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যে ব্যাপারগুলিতে ঐকমত্য রয়েছে, সেই জায়গাগুলিকে ধরেই বাজেট প্রস্তাব তৈরি করা হবে। কৃষি, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্যের মতো ছ'-সাতটি বিষয়ে এই বাজেটে জোর দেওয়া হবে বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

চিদম্বরম যখন বাজেট জনদরদি করে তোলার কৌশল ভাঁজছেন, ঠিক তখনই অবশ্য মনমোহন উচ্চারণ করছেন বৃদ্ধির রাস্তায় হাঁটতে এমন এক মডেলের কথা, যে মডেলে বিদেশি বিনিয়োগ টানার ব্যাপারে কোনও রাজনৈতিক বিরোধিতার অবকাশ নেই। এমনকী সরকার নির্ধারিত পথে হাঁটতে অস্বীকার করারও উপায় নেই সংশ্লিষ্ট মহলের। তাঁর প্রতিশ্রুতি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কাজে হস্তক্ষেপ করা হবে না। এবং ভারতীয় সংস্থাগুলিকে বহুজাতিক হয়ে ওঠার পথে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য এবং উৎসাহ দেবে সরকার।

২০০৫-০৬ সালের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। বাজেট নিয়ে বৈঠক প্রসঙ্গে চিদম্বরম বলেন, "এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ কী ভাবেন, কী চান, তার একটি প্রতিফলন মেলে কংগ্রেস নেতাদের কথায়। এর ফলে বাজেটে অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি স্থির করতে সুবিধা হয়। আমি ওই নেতাদের কথা দিয়েছি, ২৮ ফেব্রুয়ারি যখন সংসদে বাজেট পেশ করা হবে, তাতে তাঁদের মতামতের প্রতিফলন অবশ্যই থাকবে।" তিনি জানান, ইউ পি এ সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে কৃষি, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা প্রকল্পের উপরে যে জোর দেওয়া হয়েছে, বাজেটেও তা যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হবে। কাজের বদলে খাদ্য এবং কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার প্রকল্প দ্রুত রূপায়িত করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

বৈঠকে কংগ্রেস নেতারা বেকারি এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অম্বিকা সোনি বলেন, "বাজেটে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির প্রতিফলন অবশ্যই থাকা দরকার। আপামর মানুষ যেন সেটা বুঝতে পারেন।" ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করতে না-পেরে গরিব কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা তুলে ধরেন সোনি। তাঁর মতে, ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ ক্রমশ বাড়ছে, কারণ ধনী শিল্পপতিরা ঋণ শোধ করছেন না। —পি টি আই

ANADABAZAR PATRIKA 23 JAN 2005

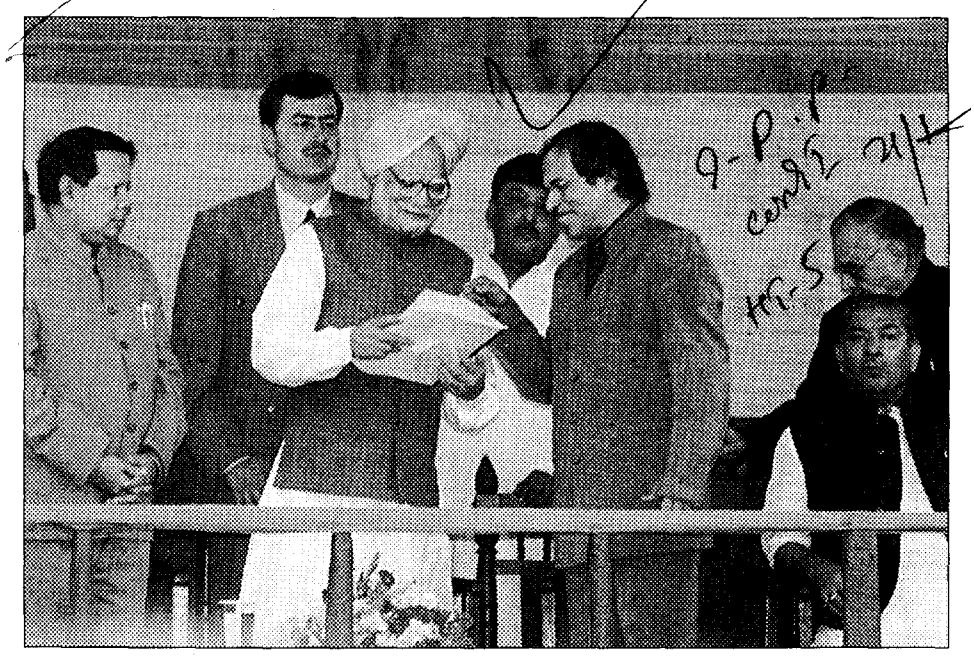

Adhir Chowdhury presenting a memorandum to Prime Minister Manmohan Singh in the presence of Priya Ranjan Das Munshi (extreme left) and Somen Mitra (seated).

Pressure on Adhir to withdraw resignation

HT Correspondent
Kolkata, January 20

PRESSURE IS mounting on MP Adhir Chowdhury to rethink his decision with state Congress president and Union defence minister Pranab Mukherjee refusing to accept his resignation as the president of the Murshidabad district Congress committee. And, going by indications, it may take Chowdhury some more time to take back his letter.

Chowdhury had faxed his resignation letter on the evening of January 18 to state party chief Pranab Mukherjee, but heard nothing from Delhi after that. However, Mukherjee called him this morning to discuss his programmes in Jangipur, in Murshidabad, on January 22 and January 23. The resignation issue hadn't been raised, Chowdhury said.

"I received telephone calls from Priya Ranjan Das Munshi and Somen Mitra, asking me to withdraw my resignation. Today Pranab Mukherjee called and spoke about the party programme and did not for once mention my resignation. Since I have not been informed in writing I can only say that my resignation has not been accepted till now," Chowdhury told *Hindustan Times*.

Meanwhile, Pradesh Congress Committee leaders were not willing to comment on the matter, leaving it to be dealt with solely by Pranab Mukherjee. "Adhir Chowdhury is Pranabbabu's blue-eyed boy. So it is unlikely that the resignation drama will take a bad turn," one senior PCC leader ventured to say.

They did concede that Mukherjee's victory from Jangipur had been possible largely because of Chowdhury's organizational skills. And, with municipal polls coming up in a few months' time, they felt it was unlikely that Adhir would be replaced as the Murshidabad district president.

Will Chowdhury abide by the decision of the PCC chief? He says he will. "I have resigned because of reasons that I feel must be removed to prevent the CPI(M) from gaining advantage here. Pranab Mukherjee gave me a free hand but the troublemakers continued to play foul. So I had no option but to resign," he said. "My return would mean the end of such elements," he added.

THE HINDUSTAN TIMES 21 JAN 2005

অধীরের ইস্তফা নিতে নারাজ প্রণব, অতীশের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সুর চড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, বহরমপুর ও কলকাতা: শেষ মুহূর্তে অঘটন না-ঘটলে মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি-পদে থাকছেন অধীর চৌধুরীই। প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় অধীরের পদত্যাগের চিঠি এখনও গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করা হবে কিনা, তা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখও খোলেননি। তবে ঘনিষ্ঠ মহলে ইঙ্গিত দিয়েছেন, অধীরের ইস্তফা নেওয়া হবে না।

অধীরের ইস্তফা নিয়ে গোটা মুর্শিদাবাদ ও প্রদেশ কংগ্রেসে ব্যাপক আলোড়ন পড়েছে। বুধবার সকাল থেকে দলে দলে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা অধীরের বাড়িতে ভিড় করেন। অনেকে 'আমরণ অনশন' ও 'আত্মাহুতি'র হুমকিও দেন। অধীরকে অবশ্য টলানো যায়নি। তিনি বলেছেন, "আবেগতাড়িত হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। ইস্তফা তুলে নেওয়ার কথাও ভাবছি না।" অনুনয়-অনুরোধ তবুও বাড়ছে দেখে বাড়ি থেকে অনুগামীদের কার্যত এড়িয়ে জেলা কংগ্রেস দফতরে চলে আসেন তিনি। সেখানেও তাঁর সঙ্গে ভিড় করে দেখা করতে আসেন দূরদূরান্তের কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। তাঁদের নিয়ে অধীর বেরিয়ে পড়েন গোটা শহর ঘুরে 'সুনামি'-র জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করতে। ত্রাণ নিয়ে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করেন, প্রধানমন্ত্রীর সুনামি ত্রাণ তহবিলে নিজের সাংসদ এলাকা উন্নয়ন কোটা থেকে টাকা দেবেন।

এর মধ্যেই মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি সিদ্দিকা বেগম জানিয়ে দেন, ২৩ জানুয়ারির মধ্যে অধীরকে জেলা সভাপতি-পদে আবার না-বসালে তাঁরা গণ-ইস্তফা দেবেন। একই কথা জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর-সহ পাঁচটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও জেলার কংগ্রেস বিধায়কদের একাংশও।

অন্য দিকে, নদিয়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক শঙ্কর সিংহ বলেছেন, পরিষদীয় দল নেতা অতীশ সিংহের কার্যকলাপে তাঁরা খুশি নন। অতীশবাবু যে সব মন্তব্য করছেন, তাতে তাঁর পরিষদীয় দলনেতা থাকার নৈতিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রদেশ সভাপতিকে শঙ্কর চিঠি লিখে জানাবেন অবিলম্বে পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকে সেখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে।

শঙ্করের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অতীশবাবুর ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অপর বিধায়ক আব্দুল মান্নানও। তিনি বলেন, "গত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের সময়ে আমাদের পরিষদীয় নেতাকে তো মুর্শিদাবাদে দেখা যায়নি! সংগ্রামের সময়ে কলকাতায় বসে রইলেন। আর অধীররা সাফল্য এনে দেওয়ার পর হৃত সম্মান ফেরানোর জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নামলেন!"

যে ভাবে কংগ্রেসেরই একাংশ অধীরকে উত্যক্ত করছে, তাতে প্রণববাবুও অখুশি। এ দিন নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকে তাঁর দফতরে বসে প্রণববাবু বলেন, "এটা একটা বিশ্রী ঘটনা!" তাঁর আক্ষেপ, "বেশ চলছিল জেলাটা।" অধীরের ইস্তফা কি তিনি গ্রহণ করছেন? প্রণববাবুর জবাব, "আপনারা যা খুশি লিখতে পারেন। আমি কোনও মন্তব্য করব না।" প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্র অধীরকে ইস্তফা ফেরাতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি নিজে অধীরের সঙ্গে কথা বলবেন। সেই প্রসঙ্গে প্রদেশ সভাপতির সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "এটা আত্মকৃত ব্যাধি!" শুক্রবার কলকাতা যাচ্ছেন প্রণববাবু। ২২, ২৩ তারিখ কাটাবেন মুর্শিদাবাদে। জেলায় গিয়ে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করবেন। তাই জেলা সফরের আগে অধীরের ইস্তফা নিয়ে কোনও কথা বলতে চাইছেন না প্রণববাবু।

তবে দলের অপর নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এ দিন জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদ নিয়ে দলে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে প্রয়োজনে কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। তবে ৩ ফেব্রুয়ারির পর। কলকাতায় প্রিয়বাবু বলেন, "তিন রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৩ ফেব্রুয়ারি। তার আগে এ নিয়ে সভানেত্রীকে বিব্রত করতে চাই না। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা সভানেত্রীকে জানানো দরকার।" প্রকাশ্যে বিস্তারিত না বললেও ঘনিষ্ঠ মহলে প্রিয়বাবু বিরক্তি চেপে রাখেননি।

অধীরের ইস্তফার মূলে দলের কয়েক জন শীর্ষ নেতার উস্কানিকেই দায়ী করেছেন প্রিয়বাবু। গত লোকসভা নির্বাচনে সাফল্যের পরেই দলের কিছু নেতা অধীরকে সরাতে তৎপর হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কেন তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তা বিস্তারিত ভাবে প্রিয়বাবুকে জানিয়েছেন অধীর। বিশেষত ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায় প্রকল্পের পরিচালন সমিতির নির্বাচনের দিন কংগ্রেস অফিস লক্ষ করে গুলি চালনার ঘটনা জানার পরেও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণববাবু কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাঁর অভিমানের কথাও প্রিয়বাবুর কাছে গোপন করেননি অধীর।

ইংরেজি ইস্তফাপত্রের প্রতিলিপি অম্বিকা সোনির কাছেও পাঠিয়েছেন অধীর। কংগ্রেস সূত্রে বলা হচ্ছে, বিষয়টি যাতে দ্রুত সনিয়ার কাছে পৌঁছোয়, তা নিশ্চিত করতেই অধীর এ কাজ করেছেন। চিঠিতে অধীর একাধারে ফিরিস্তি দিয়েছেন তাঁর এ যাবৎ সমস্ত সাফল্যের। তাঁর জেলা থেকে রেকর্ড সময়ের মধ্যে তিন সাংসদ (তার মধ্যে এক জন প্রণববাবু নিজে) জিতেছেন। প্রায় তিন দশক পরে জেলা পরিষদ ফিরিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেসকে। সাত জন বিধায়ক এনে দিয়েছেন। ভাগীরথী দুগ্ধ প্রকল্পের সমবায় নির্বাচন জিতেছেন। বহরমপুর পুরসভায় অনাস্থা প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে গিয়েছে।

ইস্তফাপত্রে অধীরের আরও অভিযোগ, কিছু কংগ্রেস নেতা সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে অপদস্থ করছেন। রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র নিয়েও কথা উঠছে। তিনি যে কংগ্রেস নেতাদের দেওয়া কর্তৃত্ব নিয়েই কাজ করছিলেন, তাও লিখতে ভোলেননি অধীর।

ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN
20 JAN 2005
Sodnagya/104/2005

CEC raps misuse of Banerjee report

SNS & PTI

RANCHI, Jan. 19. — The Election Commission has taken strong exception to the political usage of the UC Banerjee Committee's report on Godhra train fire by some political parties.

Chief Election Commissioner Mr TS Krishnamurthy told reporters on the concluding day of his two-day visit to Jharkhand that it was unfortunate that some political parties were using the report to gain political mileage and if this continues then appropriate action would be taken. The political parties according to Mr Krishnamurthy should concentrate on election governance and adhere to democratic practices rather than target rivals by means of personal vendetta and acrimony. He said that he was yet to go through the report and hence was not in a position to comment on the timing of the report.

Polling in Jharkhand will be held in three phases. The first phase, on 3 February, will be held in 24 constituencies across seven districts. The second phase of polling will be held on 15 February in 29 constituencies covering seven more districts. The last phase would be held on 23 February in 28 constituencies covering eight districts. Jharkhand has a total electorate of 1.63 crore with 17,062 polling stations.

On the killing of CPI-ML (Liberation) legislator Mahendra Singh, Mr Krishnamurthy said the state government's request to transfer Giridih SP, Mr Deepak Verma, has been granted by the EC.

It may be recalled that the SP has been under fire following the MLA's murder and has been accused of having played a role in the murder. The EC also allowed the transfer of some SHOs.

On complaints about the defacement of private property during election campaigns, Mr Krishnamurthy said that private property cannot be used and appropriate action would be taken against those found guilty. He also said that he was not in favour of flags of political parties fixed on two and four wheelers and it amounts to violation of code of conduct.

Gimmick, says Paswan; VHP to move 'people's court'

NEW DELHI, Jan. 19. — Taking a dig at Mr Lalu Prasad, LJP president Mr Ram Vilas Paswan today said the report of the Banerjee committee was a gimmick and would only distance Muslims from the RJD. "Lalu Prasad is trying to be a martyr without doing anything for Muslims. Everyone knows who are responsible for it. Only he knows why a new committee was appointed," Mr Paswan said here today. Mr Paswan predicted a polarisation of minority votes in favour of the LJP-Congress alliance in Bihar, giving the combine an edge over the RJD. The LJP chief also reminded the electorate that it was he who had resigned from the NDA government in the aftermath of the Gujarat riots.

VHP leader Mr Praveen Togadia said in Indore today that the VHP would take the UC Banerjee Committee report to the "people's court" and expose the blatant flaying of rules by the railway minister and the Congress. "It appears that before finalising the probe, the retired Justice has watched the burnt coach through Yadav's spectacles as he was unable to notice the stone-pelting marks on the coach and arrived at a conclusion that it was set on fire from within the coach and not outside," Mr Togadia alleged. "Various probes conducted so far in this regard have not yet stated that the fire was started from inside the coach and this is the first report which has arrived at such a conclusion without consulting any of the police officers and forensic experts involved with the earlier probes," Mr Togadia said. Nobody, so far, has challenged the contents of the forensic report, he added.— PTI

BJP sees CPM hand

Statesman News Service

KOLKATA, Jan. 19. — The West Bengal unit of the BJP charged today that the Banerjee committee report was the outcome of a conspiracy hatched by Mr Lalu Prasad and the CPI-M. "The CPI-M's hand in the whole episode is clear. It wanted to bail Mr Prasad out of the mess he has created in Bihar and also reap benefits from the Assembly elections there. It won't be wrong to suspect that the CPI-M sought to exploit the relationship between the Speaker, Mr Somnath Chatterjee, and Justice UC Banerjee," Mr Rahul Sinha, BJP state general secretary said.

No rail fare hike?

NEW DELHI, Jan. 19. — Another populist railway budget is on the cards, say observers. With railway minister Mr Lalu Prasad instructing the ministry to produce a budget without increasing passenger fares, the railway budget, due late next month, is likely to be shaped with the Bihar polls in mind. Mr Prasad, sources said, is also not keen on raising passenger fares for upper classes. — SNS

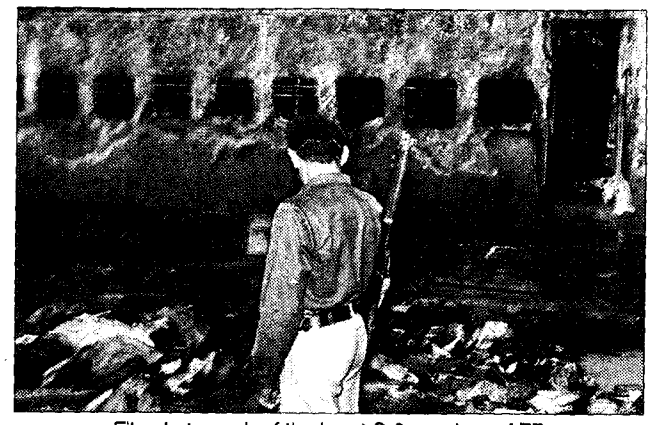

File photograph of the burnt S-6 coach. — AFP

Canvas of S-7 coach was changed: forensic official

AHMEDABAD, Jan. 19. — A senior official of Gujarat's Directorate of Forensic Sciences today told the Godhra Commission, probing the Sabarmati Express train carnage and the post-Godhra riots, that during his investigation of the S-7 coach, he had noticed that the canvas of the vestibule had been changed.

The Gujarat Police have been claiming that the accused persons had torn open the rubber vestibule of the S-7 coach, entered the S-6 coach and set it ablaze after dousing it with petrol.

During his cross-examination by advocate Mr Mukul Sinha, before the commission comprising Mr Justice (retd) GT Nanavati and Mr Justice (retd) KG Shah, Mr SG Khandelwal, an assistant director of DFS, said that during his investigation of the S-7 coach in July 2002 he had noticed that the canvas of the vestibule had been changed. "I did inspect the vestibule and noticed that the canvas was a new one. It had been put in place of the old one that had been burnt," he told the commission.

On being asked if he had enquired about what had happened to the original piece of canvas and if any sample was taken, Mr Khandelwal replied in the negative.

The cross-examination of Mr Khandelwal and another DFS official also revealed that they were not briefed about what they were going to inspect (the burnt coaches) and that there was no specific department for studying burn patterns. — PTI

অধীরের ইস্তফা জেলা সভাপতির পদ থেকে

স্টাফ রিপোর্টার, বহরমপুর ও কলকাতা: জেলা কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে এক ফ্যাক্স বার্তায় অধীর তাঁর ইস্তফাপত্রটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপরে ফোনেও একই কথা তিনি প্রণববাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইস্তফাপত্রে অধীর লিখেছেন, "আমাকে নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। অনেক লোক আমার ইস্তফা চাইছেন। তাই আমি জেলা কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করছি। আমার চেয়ে যোগ্যতর লোককে বসিয়ে আপনি জেলা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করুন। আমি নতুন সভাপতির সঙ্গে সহযোগিতা করব।" অধীর রাতে বলেন, "আমি সম্মান নিয়ে থাকতে চাই। আগে ইস্তফা দিলে বিরোধীরা বলত, ভাগীরথী দুগ্ধ সমবায় আর বহরমপুর পুরসভায় সঙ্কটের সময় পালালাম। কংগ্রেসকে সঙ্কট কাটিয়ে দেওয়ার পরেই আমি তাই ইস্তফা দিয়েছি। এ ভাবে পদে পদে অসম্মানিত হয়ে আমার পক্ষে সভাপতি থাকা অসম্ভব।"

প্রত্যাশিত ভাবেই অধীরের ইস্তফার খবরে প্রদেশ কংগ্রেস মহলে সাড়া পড়েছে। নদিয়ার জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক শঙ্কর সিংহ (তাঁর বিরুদ্ধেও অধীরের মতোই জেলায় বিক্ষুব্ধ মঞ্চ গঠিত হয়েছে) রাতে সরাসরি বলেছেন, "সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়ে জেলায় সংগঠন তৈরি করে লড়তে গিয়ে ওকে নিজের দলের লোকের কাছেই অপমানিত হতে হচ্ছে। অধীরের এই ইস্তফা দুর্ভাগ্যজনক। অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে, তাতে এ বার তো আমাদেরও এমন কিছুই ভাবতে হবে!"

দলের অপর বিধায়ক আব্দুল মান্নান বলেন, "অধীর হয়তো আবেগতাড়িত হয়ে এটা করল। তবে ইস্তফা দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। প্রণববাবু যখন উদ্যোগী হয়েছেন, সমস্যা নিশ্চয়ই মিটে যাবে।" এ দিন রাতে প্রণববাবু নিজে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জানুয়ারির শেষের দিকে প্রণববাবুর মুর্শিদাবাদে যাওয়ার কথা আছে। সেই সফর এখনও বহাল রয়েছে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, প্রদেশ সভাপতি তার আগে নিজে একবার অধীরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অতীশ সিংহের বকলমে যাঁর সঙ্গে অধীরের গত কয়েকমাস ধরে লড়াই চলছিল, প্রদেশ কংগ্রেসের সেই প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্র স্পষ্টতই অধীরের ইস্তফার খবরে হতবাক। সোমেনবাবু বলেন, "এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। দলের কথা ভেবে অধীরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত। এটা তো কোনও ব্যক্তির ব্যাপার নয়! দলের বিষয়। মান অভিমানেরও ব্যাপার নয়। প্রদেশ সভাপতির ওকে বোঝানো উচিত। সুযোগ থাকলে আমিও বোঝাব।"

ANADABAZAR PATRIKA

19 JAN 2005

THE STATESMAN

17 JAN 2005

Jharkhand Congress in 'self-defeating mode'

Statesman News Service

NEW DELHI, Jan. 16. — Congress leaders in Delhi feel the party's poll prospects in Jharkhand are in a mess. A senior Congress leader said the party was in "self defeating mode", especially after the selection of party nominees for 32 seats that it would contest in alliance with the JMM.

"We have not learnt lessons from Maharashtra where the party lost many seats because of wrong choice of candidates," he said. In the list finalised for the state, candidates for at least a dozen seats have been chosen in utter disregard to the winning prospects of the nominees. The screening committee for Jharkhand, headed by Mrs Mohsina Kidwai, failed to assert itself in changing the panel.

In Hazaribagh, the Congress nominee is Mr Mahesh Singh who had lost two Assembly elections from Mandu constituency and yet was given the ticket from Hazaribagh Assembly seat disregarding the claims of Mr Vinay Srivastava and Mr Sanjay Gupta, regarded as strong Congress leaders in the district.

In the key constituency of Ranchi, party central leaders preferred Mr Gopal Sahu, a hotelier and billionaire, as its candidate to Mr Satyendra Jaiswal, senior vice-president of the Jharkhand state Congress committee who stood by the party even during the post-Emergency splits. Mr Sahu joined the Congress only two years ago and was a contender for the Lok Sabha seat that went finally to Mr Subodh Kant Sahay after Mrs Sonia Gandhi intervened. This time, however, Mr Sahay failed to assert himself in the selection process which was dominated by Mrs Sushila Kerketta, the PCC president, Mr Rajendra Singh, the CLP leader and Mr RPN Singh, central observer for Jharkhand.

In Hatia, falling under Ranchi Lok Sabha seat, Mrs Pratibha Pandey was given a ticket for the second time even after she had lost the 2000 Assembly elections from Ranchi, in preference to Mr PN Singh.

In Jamshedpur (West), Mr Rajni Singh, a grassroots worker was rejected and the party leadership chose Mr RB Singh, a local businessman. Mr Upendra Singh too failed to get nomination for Dhanbad. The seat went to Mr Ajay Dubey who is related to the Congress MP from Dhanbad. The central leadership nominated Mr Suresh Singh from Jharia Assembly seat. Mr I Ansari — a three-time loser from Gomia, was rewarded with the Congress ticket and shifted to Bokaro. Reacting to the Congress list for Jharkhand, BJP leader and former Union minister Mr Yashwant Sinha told The Statesman that going by the choice of candidates of the Congress, the BJP would benefit and win a dozen seats more than expected.

LJP-AJSU tie-up

RANCHI, Jan. 16. — All Jharkhand Students Union today clinched an alliance with Lok Janshakti Party for next month's Assembly polls in Jharkhand. LJP will contest 38 seats and AJSU 43 of the total 81 seats in the state. — PTI

It's all in the family...

RANCHI, Jan. 16. — Politicians in Jharkhand believe in making the Assembly elections a family affair. Four Congress MPs have managed to procure tickets for their sons. They include state Congress president and Khunti MP Mrs Sushila Karketta, whose son Mr Roshan Surin will be contesting from Khunti Assembly seat; Godda MP Mr Furkan Ansari' son Dr Irfan Ansari who will contest from Jamtara; and Chaibasa MP and former Deputy Speaker Mr Bagun Sumbrai's son Mr Vima alias Hitler Sumbrai who will contest from Chaibasa. Dhanbad MP, Mr Chandrashekhar Dubey's son Mr Ajay Dubey will be contesting from Vishrampur.

On the other hand JMM chief Mr Sibu Soren's son Durga is already an MLA and now his other sons, Hemant and Basant, are also keen on contesting the polls. JMM MP from Giridih Mr Teklal Mahto's son Mr Ravi Prakash Bhai Patel will contest the polls from Mandu.

The RJD has also decided to do its own bit in promoting families in politics. Palamau MP Mr Manoj Kumar's wife will contest from Chatarpur held earlier by her husband. Some politicians have, however, failed to promote their kin. Union minister for state Mr Subodh Kant Sahay failed to get a ticket for his wife Rekha and brother Sunil. Chief minister Mr Arjun Munda also failed to get a ticket for his wife Meera, while former chief minister Mr Babulal Marandi's efforts to get his associate Ms Manju Rai also went in vain. — SNS

Congress seeks seat adjustments with JMM

By K.V. Prasad

NEW DELHI, JAN.16. Leaders of the Congress and the Jharkhand Mukti Morcha today discussed the possibility of an adjustment of seats allocated to each other, with the former having put forward a claim on a few constituencies that went the JMM way under the poll pact.

The Congress leader, Harikesh Bahadur, in charge of party affairs in Bihar and Jharkhand, met the JMM chief, Shibu Soren, to sort out the tangle. The Congress has sought a change in the allocation of some seats, including Raj Mahal that has gone to the JMM.

For instance, the Congress has found that the party polled over 40,000 votes in the Raj Mahal Assembly segment during the 2004 Lok Sabha elections even though the JMM's Hemlal Murmu won the Raj Mahal Lok Sabha seat defeating the Congress' Thomas Hansda. The results show that in the Assembly segment, Mr. Murmu polled 17,000-odd votes as against Mr. Hansda's 58,000 votes.

"The JMM leader has heard our case and promised to get back after consulting his party leaders," Mr. Bahadur said adding that the overall allocation remained undisturbed. As per the pact for the 81-member Assembly, the JMM would contest 35 seats, the Congress 33, and the remaining 14 were allocated to the Rashtriya Janata Dal and Left parties.

Of the 33 seats, the Congress has a share of six seats in the 24 constituencies that go to the polls in the first phase on February 6. The Congress has decided to field the sitting Barhi MLA, Manoj Kumar Yadav, Yogendra Sahu (Hazaribagh), Sanjay Paswan (Chatra-SC), K.N. Tripathi (Daltonganj), Anand Pratap Dev (Bhawnathpur) and Ajay Dubey (Bishrampur).

Rejected

The RJD, the Communist Party of India (Marxist) and the CPI, have rejected the seat allocation made by the Congress-JMM and have decided to contest more seats.

The CPI(M) has been allocated 8 seats by the RJD including two in the first phase, Chatra and Bhawnathpur.

Besides taking on the Congress in these seats, the party would be in contest in Pakur and Silli that is in the Congress quota and Maheshpur, Bhagargora, Gomia and Panki, which are with the JMM. The party polit bureau member, Sitaram Yechury told *The Hindu* that in Bihar the party would contest three seats in the first phase — Hisua, Buxar and Kahalgaon. Further discussions with the RJD for the remaining two phases would be held after January 19, he said.

Meanwhile, the All India Forward Bloc has decided to contest independently in Jharkhand.

The party will contest 19 seats in Jharkhand and 21 in Bihar in alliance with the CPI (Marxist-Leninist-Liberation).

THE HINDU 17 JAN 2005

RJD bid to contain Congress

Lalu plans to rope in strong Independents

Saroj Nagi & Mayank S. Singh
New Delhi/Patna, January 15

BIHAR AND Jharkhand are fast turning into political chessboards with the RJD and Congress out to prove a point.

The Congress, which plans to contest about 80 seats on its own, believes the ground situation has changed in its favour following its ascension to power at the Centre, the upper castes' disenchantment with the BJP and growing anti-incumbency against the RJD.

The party has deputed AICC secretaries B.K. Hari Prasad, Ranji Thomas, Manish Tiwari and Ajay Maken to oversee poll preparations in Bihar. For Jharkhand, Imran Kidwai and RPN Singh have been deputed.

The RJD, which is of the opinion that the Congress can't win without its support, would go all out to underline this fact. In some seats though, the Congress' ability to divide upper caste and anti-Lalu votes may help the RJD.

Sources say RJD chief Lalu Prasad Yadav may field a number of "strong" Independents who can wrest seats where the Congress puts up candidates. This would help him achieve two objectives: Create a pool of Independents who can back him should he need them and ensure that the Congress is not in a position to call the shots in Bihar and continues to remain an RJD appendage. The RJD has reportedly begun identifying such independents in Jharkhand.

In Patna, meanwhile, all political parties are keeping their options open, and their plans under wraps. While the RJD, Congress and LJP deferred the release of the candidates' lists, it appears a "secret understanding" is on between the latter two. The JD(U) also hinted at a clandestine deal with the LJP.

Talks between the RJD, CPI(M) and NCP remained deadlocked till yesterday amid the possibility of friendly fights, as the CPI(M) said it would contest 14 seats with the RJD and Congress. RJD leader Raghuvansh Prasad Singh said the Left was trying to impress on the Congress to be "reasonable" and not insist on too many seats for the common good of secular parties.

In a bid to placate Congress, Lalu said his party would not field candidates in the 14 seats where the Congress has sitting MLAs. The party has not officially released any names. LJP chief Ram Vilas Paswan also said he wouldn't put up candidates where the Congress is contesting. The party's list has been held back as Paswan is waiting for the Congress list to come out. Meanwhile, the Janata Dal-United has released its list of 28 candidates.

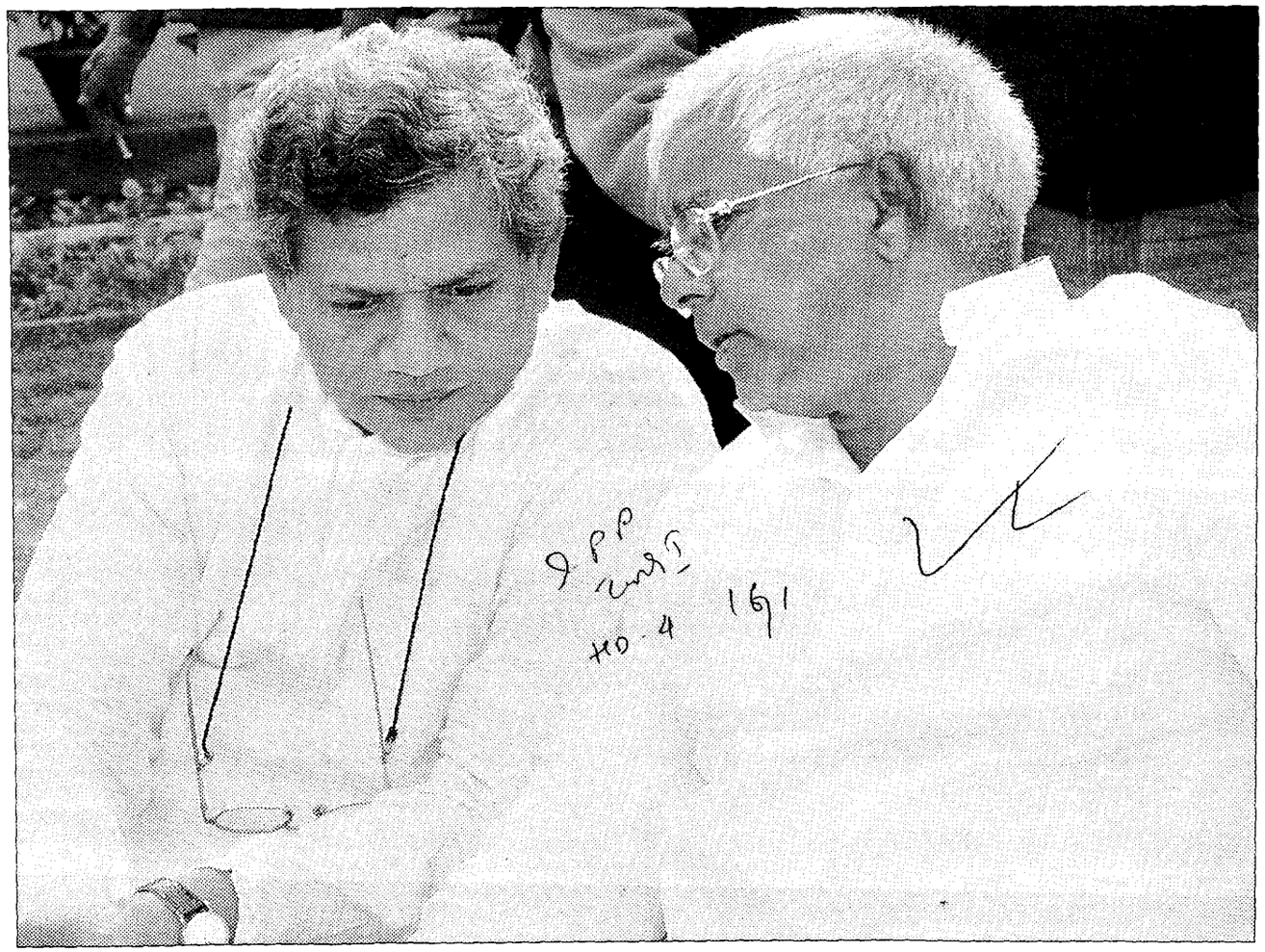

PTI

RJD chief Lalu Prasad Yadav with CPI(M) leader Sitaram Yechuri at his residence in Patna on Saturday.

প্রণবের মতে অধীর দলের সম্পদ, প্রিয়ও দ্বন্দ্ব মেটাতে উদ্যোগী

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও নয়াদিল্লি: সোমেন মিত্র নয়, বরং তাঁরা যে অধীর চৌধুরীর দিকেই রয়েছেন, তা বুঝিয়ে দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব মেটাতে উদ্যোগী হচ্ছেন প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। চলতি সপ্তাহেই বৈঠকে বসছেন দলের এই দুই শীর্ষ নেতা। শুক্রবার প্রিয়বাবু জানান, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সমস্যা মেটাতে প্রণববাবুর সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি একটি সমাধানসূত্র বার করতে চান। তাঁর কথায়, "মুর্শিদাবাদ নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা লজ্জার ও দুঃখের। দ্রুত এই পরিস্থিতির অবসান হওয়া উচিত।"

অধীরবাবুকে দলের 'সম্পদ' বলে অভিহিত করে প্রণববাবুও সরাসরি বলেন, "এখন যা চলছে, তা দলের পক্ষে ক্ষতিকর। বহু দিন পরে কংগ্রেস রাজ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জায়গায় এসেছে। সকলে মিলে সেটাকে ধরে রাখতে হবে।"

গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই মুর্শিদাবাদ নিয়ে দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছিল। বিষয়টি জেলা ছাড়িয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়ে। এক দিকে ছিলেন সাংসদ অধীরবাবু ও তাঁর অনুগামীরা। বিপক্ষ শিবিরে ছিলেন বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অতীশ সিংহ ও তাঁর অনুগামীরা।

অধীরবাবুর দিকে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণববাবু ও প্রিয়বাবুর প্রচ্ছন্ন সমর্থন যেমন ছিল, তেমনই সোমেন মিত্রেরা ছিলেন অতীশবাবুদের দিকে। এই বিরোধ থেকে কর্মীদের দৃষ্টি ঘোরাতে রবীন্দ্র সরোবরে দলীয় কর্মিসভায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আসার আগে প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য মঞ্চে অতীশবাবুকে বসিয়ে অধীরবাবুকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিলেন। প্রদীপবাবু বলেছেন, "দুই নেতাকে এক সঙ্গে মঞ্চে তুলে আমি একটা ঐক্যের ছবি কর্মীদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম।" কিন্তু ঐক্য দূর অস্ত। বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁর বিরোধী শিবিরকে তুলোধোনা করেন অধীরবাবু। আর তার পরেই প্রকট হয়ে ওঠে রাজ্য কংগ্রেসের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব।

এই পরিস্থিতিতে প্রিয়বাবুরা যে অধীরবাবুর পক্ষেই, তা এ দিন তাঁদের বক্তব্যেই স্পষ্ট। প্রণববাবুর মতো প্রিয়বাবুও বলেন, "অধীর জেলা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে যে-ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই পথ যদি সব জেলা অনুসরণ করে, তা হলে রাজ্যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে বাধ্য।" অধীরবাবু যেমন রবীন্দ্র সরোবরে নাম না-করে বিপক্ষ শিবিরকে আক্রমণ করেছিলেন, এ দিন প্রিয়বাবুও সে-ভাবে বলেন, "মুর্শিদাবাদে অধীরের বিরোধিতা যাঁরা করছেন তাঁরা যে শুধু কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে দুর্বল করেছেন তা-ই নয়, একটা শক্ত ভিতের উপরে সংগঠনকে দাঁড় করানো দলীয় কর্মীদের আত্মবিশ্বাসেও আঘাত করেছেন।"

এই প্রসঙ্গে প্রিয়বাবু, এমনকী অধীরবাবু ও সোমেনবাবুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শঙ্কর সিংহের মতো নেতারা জানিয়েছেন, কলকাতা পুরসভার আসন্ন নির্বাচন ও আগামী লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিরোধী ভোটকে একত্র করার কাজে মনোনিবেশ প্রয়োজন। দরকার গোষ্ঠী-কোন্দল মেটানো। এই নেতাদের ব্যাখ্যায়, বিরোধী ভোটকে একত্র করা বলতে প্রিয়বাবুরা বোঝাতে চেয়েছেন তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতায় আসাকেই। রবীন্দ্র সরোবরে প্রকাশ্যে প্রিয়বাবু জানিয়েও দিয়েছেন, ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বি জে পি-কে বাদ দিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি এক হবে।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কংগ্রেস নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তর থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে একটা সমঝোতার রাস্তা খোলা রাখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। দলনেত্রী সনিয়া গাঁধীও পছন্দ করেন তৃণমূল নেত্রীকে। এদিকে মূলত সোমেন মিত্রের মতো নেতাদের সঙ্গেই মমতার বিরোধ। ভবিষ্যতে সমঝোতার প্রশ্নে এই বিরোধ যাতে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্যও কংগ্রেস নেতৃত্ব সচেতন। অন্তত প্রণববাবু, প্রিয়বাবুরা তো বটেই, নদিয়ার শঙ্কর সিংহ, অজয় দে, হুগলির আব্দুল মান্নানরাও জেলা স্তরে রাজনীতি করতে গিয়ে এই সমঝোতার প্রয়োজন ইতিমধ্যেই টের পেয়েছেন।

তবে সি পি এমের সঙ্গ না-ছাড়লে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় যাবেন না, এটাই এ-পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রীর ঘোষিত অবস্থান। অবশ্য তাঁর দলের কয়েক জন প্রথম সারির নেতা ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করেছেন, জেলা স্তরে তাঁদের দলের নিচু তলার কর্মীরাও কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে এই সমঝোতার পক্ষপাতী।

ANADABAZAR PATRIKA

15 JAN 2005

Congress to go it alone in Bihar

But tacit accord with allies

By K.V. Prasad & Javed M. Ansari

NEW DELHI, JAN. 13. The Congress unhinged itself from the Rashtriya Janata Dal in Bihar today by deciding to contest 80 of the 243 seats in the Assembly elections. But there is a tacit agreement that the allies and the supporting parties in the United Progressive Alliance (UPA) would refrain from pitching their candidates against one another in the seats they hold in the outgoing Assembly.

The seat-sharing talks between the UPA allies and the supporting Left parties broke down as both the RJD and the Congress stuck to their position. That the Congress had made up its mind to go ahead and test its strength on the ground became clear by late afternoon.

It was confirmed when the decision was conveyed to the Left parties which have decided to rally behind the RJD.

The Congress president, Sonia Gandhi, met the Communist Party of India (Marxist) Polit Bureau member, Sitaram Yechury, this evening and communicated the party's decision to go ahead with its plans. The meeting was preceded by hectic rounds of consultations within the Congress top leadership that has already been under pressure from the State unit to carve out an independent approach. As a measure of its newfound approach, the Congress election committee that met this evening is understood to have cleared 22 names for the Assembly seats at its first meeting.

The Congress is understood to have told its UPA allies and supporting parties that while the electoral battle in Bihar is an open turf, the situation at the Centre remains unperturbed. The assertion assumes significance in view of the fact that the Lok Janshakti Party of Ram Vilas Paswan has already snapped its ties with the RJD.

Mr. Paswan, Union Minister for Chemicals and Fertilizers, has been told that the Congress is likely to leave five to six seats for his party that would not be contested by the allies, top Congress sources told *The Hindu* .

The Congress plan is to ascertain its strength in Bihar and, at the same time, not to ruffle the feathers in the UPA nest. The broad agreement that appears to have emerged is that out of the 243 seats 131 are undisputable, while it would be "free for all" for the rest of the 112 seats.

RJD unperturbed

The RJD, however, did not appear perturbed over the Congress decision. Senior leaders told *The Hindu* that the party was not averse to the idea of some "friendly" contests with the Congress. "It will actually work to the advantage of both parties," said a RJD Minister.

The RJD believes that the Congress, given its support base, will put up mostly upper caste candidates, thereby dividing the votes that would invariably go to its rivals.

"Most of their candidates are likely to be Bhumihars and Brahmins and this is a votebank that usually votes against us. If they contest it will cut into the Opposition parties' votes and work to our advantage," said a RJD leader.

The RJD leadership also believes that the minorities are unlikely to drift to the Congress, as their main aim is to keep out the Bharatiya Janata Party-Janata Dal (United)

"They feel totally secure with the RJD and will vote for the party that is best placed to keep the BJP out," said the RJD Minister, adding that"all of us are committed to the UPA. We are together on the basis of the Common Minimum Programme and the situation in Bihar will not have any impact on the Central Government."

THE HINDU

14 JAN 2005

দাপট সেই অধীরেরই

কর্মিসভা নিয়ে দ্বন্দ্বে দু'ভাগ রাজ্য কংগ্রেস

সঞ্জয় সিংহ

প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীকে কর্মিসভায় এনেছিলেন দলকে চাঙ্গা করতে। তা তো হলই না, উল্টে সেই কর্মিসভাকে ঘিরে রাজ্য কংগ্রেস এখন স্পষ্টতই দুই শিবিরে বিভক্ত। এক দিকে রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্র এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা। অন্য দিকে দাপাচ্ছেন মুর্শিদাবাদের শক্তিশালী নেতা ও সাংসদ অধীর চৌধুরী। মাথার উপরে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি থাকলেও তাঁদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন অধীরবাবুর দিকে।

মঙ্গলবার রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত কর্মিসভায় অধীরবাবু যে-ভাবে নাম না-করে বিপক্ষ শিবিরকে আক্রমণ করেছিলেন, তার ধাক্কা সোমেন-শিবির এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার পর থেকেই সোমেনবাবুর লোকজন বলতে শুরু করেছেন, "অধীর এত জোর পেল কোথা থেকে? আমরা জানি না! এর পিছনে প্রিয়রঞ্জনদের উস্কানি আছে।" সোমেনবাবুর এক ঘনিষ্ঠ নেতা তো বলেই বসেছেন, "প্রণবদাও অধীরকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

দুই কেন্দ্রীয় নেতার সমর্থন পেয়েই যে সোমেন-শিবিরের আয়োজিত কর্মিসভার মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে অধীরবাবু তাদের আক্রমণ করে গেলেন, সেটা বুঝতে পেরে এখন তারা কিছুটা কোণঠাসা। কয়েক মাস ধরে মুর্শিদাবাদে অধীরবাবুর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলেও আলগা করার চেষ্টায় অতীশ সিংহ প্রমুখের নেতৃত্বে আদাজল খেয়ে নেমেছে ওই শিবির। তার জেরে বহরমপুরের রাস্তায় অধীর-বিরোধী মিছিল, বহরমপুর পুর বোর্ডে অধীরবাবুর লোকজনের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব আনা, ভাগীরথী ডেয়ারি পরিচালন সমিতির নির্বাচনে প্রবল গণ্ডগোল হয়েছে। দলে এ ভাবে পরপর বিরোধিতার মুখে পড়ে অধীরবাবু নিজের জেলাতেই কিছুটা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তাই তিনিই যে কলকাতায় এসে তাদের এ ভাবে পাল্টা আক্রমণ করবেন, সেটা আঁচ করতে পারেনি সোমেন-শিবির।

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরে প্রদেশ কংগ্রেস কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত। অথচ লোকসভার নির্বাচনে এ রাজ্যে সাফল্যের পরে গত ছ'মাস ধরে লালমোহন ভট্টাচার্য রোডের বিধান ভবন গমগম করছিল। যে-ভাবে কংগ্রেস-শিবিরের কোন্দল প্রকাশ্যে উঠে আসে, এখন সে-ভাবেই শুরু হয়েছে দোষারোপের পালা। একদা সোমেন-ঘনিষ্ঠ আব্দুল মান্নানের মতো বিধায়কেরাও প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন। মান্নান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে কারা গিয়েছিলেন? আমাদের বলা তো দূরে থাক, জ্ঞানসিংহ সোহন পালের মতো প্রবীণ কাউকে সোমেনদারা ডাকেননি। হয়তো আমরা সেই সব নেতার মতো প্রাতঃস্মরণীয় নই। তবে ভবিষ্যতে যাতে ডাক পাই, সেই জন্য ওই সব নেতাকে অনুসরণ করব।"

প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং প্রিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, "আমি রাগে, প্রতিবাদে বিমানবন্দরে যাইনি। দলে টাকা খরচ করলেই কি নেতা হওয়া যায় নাকি? ভোম্বলা কবে নেতা হল? সে-ও চলে গেল প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে। আশ্চর্য!" সোমেন-ঘনিষ্ঠ প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক বাদল ভট্টাচার্য অবশ্য এই সব অভিযোগকে আমল দিতে রাজি নন। তিনি বললেন, "মান্নান তো বিমানবন্দরে যাওয়ার বিষয়ে আমায় কিছু বলেনি। ওর অভিযোগ ছিল কার্ড পায়নি বলে। তা, আমি তো ওকে বলেছিলাম, কার্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি। কোথায়, ক'টা কার্ড পাঠাতে হবে বলো। মান্নান কিছুই বলল না। কর্মিসভাতেও আসেনি।" তবে যে-সব নেতা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে সমালোচনা শুরু হওয়ায় তাঁর দিল্লি ফেরার সময় সেই নেতাদের বাদ দেওয়া হয়। বাদলবাবু তা স্বীকারও করেছেন। কার্ড বিলির বিষয়টি প্রণববাবুর কানেও পৌঁছেছে। প্রিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে বলা হয়েছে, প্রণববাবু বিরক্ত।

অন্য দিকে, সোমেন-শিবিরের প্রশ্ন, রবীন্দ্র সরোবরে অধীরবাবুকে বলতে দেওয়া হল কেন? সোমেনবাবু এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে না-চাইলেও ঘনিষ্ঠদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার উপরে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো অধীরবাবু বক্তৃতা দিয়ে নামার পরেই সোমেনবাবুকে সবার সামনেই বলেছিলেন, "কী সোমেনদা, ভাল আছেন তো?" রাগে গরগর করতে করতে সোমেনবাবু তাঁকে কোনও রকমে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ভালই আছি।"

এরই মধ্যে অমিতাভবাবুরা প্রিয়বাবু, অধীরবাবুদের নিয়ে ২৮ জানুয়ারি দুর্গাপুরে রাজনৈতিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাতে সোমেনবাবুদের ডাকা হবে না বলে জানিয়েছেন অমিতাভবাবু। ডাকা হচ্ছে নদিয়ার শঙ্কর সিংহকে।

● মনমোহনের আহ্বানে তৃণমূলে জোর উদ্দীপনা...পৃঃ ৪

ANADABAZAR PATRIKA

14 JAN 2005

Come back, PM tells Mamata

By Malabika Bhattacharya

KOLKATA, JAN. 12. "Mamata, we miss you," the Prime Minister, Manmohan Singh, told the Trinamool Congress leader, Mamata Banerjee here today.

"He told me to return to the Congress and join the Cabinet," an emotional Ms. Banerjee told the media at the Raj Bhavan. " The Prime Minister said it would solve all the problems," she claimed.

Dr. Singh made the offer when Ms.Banerjee, along with a Trinamool delegation, met him and handed over a cheque for Rs. 3.25 lakhs as relief to the tsunami victims.

The amount comprises part of the sale proceeds from the auction of her paintings.

When the Prime Minister came out with the offer, Ms. Banerjee said, she was speechless. "Not once; he uttered those words 'missing you' at least four times," she claimed.

The Defence Minister, Pranab Mukherjee, who was sitting next to Dr. Singh, was enjoying every bit of it, said Sultan Ahmed, a member of the delegation.

THE HINDU

13 JAN 2005

সোমেনের মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান অধীরের

অনিন্দ্য জানা

বহরমপুর পুরসভায় অনাস্থা ভোট দিন সাতেক পিছনোর ব্যাপারে সোমেন মিত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন অধীর চৌধুরী। ওই প্রস্তাব এসেছিল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে।

বহরমপুর পুরসভায় অধীরপন্থী পুরপ্রধান নীলরতন আঢ্যকে হঠাতে অতীশপন্থীরা এক জোট হওয়ায় দু'পক্ষই এখন সম্মুখ সমরে। আজ, সোমবার পুরসভায় অনাস্থা নিয়ে ভোটাভুটি। পুরসভার ২৩টি আসনের ২৩ জন কংগ্রেস কাউন্সিলর আড়াআড়ি দু'ভাগে বিভক্ত। ইতিমধ্যেই ১২ জন সই করেছেন অনাস্থার পক্ষে। পুরপ্রধানকে নিয়ে অধীরপন্থীরা এখন ১১। এই হিসাব বজায় থাকলে বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরীর নিরঙ্কুশ একাধিপত্য কমবে। প্রশ্ন উঠবে জেলা কংগ্রেসে তাঁর নেতৃত্ব নিয়েও।

এই পরিস্থিতিতে জেলা রাজনীতির রাশ নিজের হাতে রাখতে পাল্টা বিদ্রোহের হুমকি দিলেন অধীর। কংগ্রেস সূত্রের খবর, শনিবার রাতে প্রণববাবুকে টেলিফোনে অধীর বলেছেন, বিক্ষুব্ধদের দল থেকে বহিষ্কার না-করা হলে প্রণববাবুর নির্বাচন ক্ষেত্র জঙ্গিপুরে সমস্ত পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন কংগ্রেসের পদাধিকারীরা। পদত্যাগ করবেন জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকার দুই কংগ্রেস বিধায়কও। মুর্শিদাবাদের সাত কংগ্রেস বিধায়কের মধ্যে জঙ্গিপুর লোকসভার অন্তর্গত অরঙ্গাবাদের বিধায়ক হুমায়ুন রেজা ও ফরাক্কার মইনুল হক এখন অধীর শিবিরে।

উত্তপ্ত বহরমপুর

অধীরের হুমকির পরে প্রণববাবু প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রকে বলেন, দিল্লি অধীরকে ঘিরে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি জানে। হাইকমান্ড এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত। দিল্লি যে অধীর-বিরোধী জোটকে ভাল চোখে দেখছে না, সে কথাও প্রণববাবু বলেন। তিনি এ-ও বলেন, মঙ্গলবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। তিনি শহরে

এর পর ছয়ের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA

10 JAN 2005

Sonia plays Soren card

OUR BUREAU

New Delhi/ Ranchi, Jan. 7: Rashtriya Janata Dal and the Left parties cried foul today and rejected the "seat-sharing formula" for Jharkhand worked out by the JMM and the Congress as "unacceptable".

Accusing the JMM and the Congress of playing the "big brother", the RJD and the Left leaders wondered why they were left out of negotiations after Shibu Soren announced in New Delhi that the JMM and the Congress had agreed to put up candidates in 68 of the 81 Assembly constituencies in the state.

The JMM will put up candidates in 35 constituencies, only two more than the Congress. According to Congress sources, of the remaining 13 seats, nine seats would go to the RJD and two to the CPI. Two more seats are kept open and indications are that they could be allocated to the RJD to accommodate four sitting legislators, who have joined that party from the ruling JD(U).

"Though the Congress might have numerically conceded a majority of seats to the JMM, we will still lead the political battle against communal forces. In that sense, the Congress is still the senior partner," said Congress leader and Union minister Subodh Kant Sahay. He expressed satisfaction that Soren, the JMM chief acknowledged Sonia's overall leadership for the alliance in the Assembly polls. The announcement also caught JMM cadres by surprise. The party, which believes it is certain to wrest power in Jharkhand, was pitching for the lion's share of seats.

To their disappointment, Soren appeared to succumb to pressure and conceded far too many seats to the Congress.

Soren also shocked supporters by announcing that Sonia would decide on the next chief minister in the event of the alliance securing a majority. Till now, his public stand was that by virtue of its long struggle for a separate state, JMM deserved the chief minister's chair and there could be no compromise on it.

The understanding is that if perchance the Congress manages to win more seats than the JMM, the latter would not come in the way of Congress projecting its own candidate as the chief minister.

The Congress appeared to have the satisfaction of not just getting the better of JMM in negotiations, but also putting the RJD on the backfoot. The party appears to be paying back Laloo Prasad Yadav for not conceding much ground to the Congress in Bihar.

THE TELEGRAPH 8 JAN 2005

কংগ্রেস-জেএমএম রফা ঝাড়খণ্ডে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: লালুপ্রসাদ যাদবের দাবি অগ্রাহ্য করেই আজ ঝাড়খণ্ডে আসন সমঝোতা সেরে ফেললেন সনিয়া গাঁধী ও শিবু সোরেন। সমঝোতা অনুসারে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চাই জোটের বড় শরিক। তাদের ভাগে পড়েছে ৩৫টি আসন। কংগ্রেস লড়বে ৩৩টি আসনে। লালু ও বামেদের জন্য রয়েছে ১৩টি আসন, যা তাঁদের চাহিদার থেকে ঢের কম। লালুর আরজেডি ২০টি ও বামেরা ১০টি আসন দাবি করেছিল।

তবে জোট ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা অবশ্য জানানো হয়নি। ঝাড়খণ্ডের দায়িত্বে থাকা মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিংহ বলেন, ভোটের পরে সনিয়াই সিদ্ধান্ত নেবেন। সনিয়া-শিবুর এই আসনা ভাগাভাগি থেকে স্পষ্ট, তাঁরা লালুকে চাপে রাখতে চান। কারণ, বিহারে কংগ্রেসকে দাবি মতো আসন দিতে লালু রাজি নন। ঝাড়খণ্ডে আসন ভাগাভাগি দেখিয়ে কংগ্রেস লালুকে নরম করতে চায়।

গত বার লালুর দল ঝাড়খণ্ডে ৯টি কেন্দ্রে জিতেছিল। সম্প্রতি চারজন বিধায়ক জেডিইউ ছেড়ে আরজেডি-তে যোগ দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের প্রার্থী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ফলে, আরজেডি-তে এখন বর্তমান বিধায়কের সংখ্যা ১৩। তিনজন সিপিআই প্রার্থীও গত বার জিতেছিলেন। শরিকদের আসন দেওয়া হয়েছে ১৩টি, আর বর্তমান বিধায়কই আছেন ১৬ জন। পরিস্থিতি কী ভাবে সামলাবেন, তা নিয়ে লালুপ্রসাদকে নিশ্চিত ভাবে উদ্বেগে থাকতে হবে।

বিহারে কংগ্রেসকে কুড়ি-পঁচিশটির বেশি আসন ছাড়তে লালু নারাজ, তাই ঝাড়খণ্ডেও আরজেডি-র দাবিতে কান দেওয়া হয়নি। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর বেশি আসন ছাড়া সম্ভব নয়। নারাজ হলেও এটা মেনে নিতে হবে আরজেডিকে। না হলে বিহারে কংগ্রেসকে বেশি আসন ছাড়তে হবে।

লালুর দলের ১৩ বিধায়কের সঙ্গে জেডিইউর তিন বিধায়কের যোগদানের প্রসঙ্গ তুললে জোটের বড় শরিক শিবু সোরেনের মন্তব্য, "এটা তো আরজেডি ও জেডিইউর সমস্যা।" অর্জুন সিংহের বক্তব্য, "ঝাড়খণ্ডে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে হারানোটাই বড় কথা। তাই এই আসন বাটোয়ারা মেনে নিতে হবে।" লালুর পাশাপাশি ক্ষুব্ধ বামেরাও। ঝাড়খণ্ডে লালু-বামেদের ১৩টি আসন ছাড়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি।

লালুর ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ডে বেশি আসন পাওয়ার একটি পথই রয়েছে। তা হল, বিহারে সনিয়ার দলকে আরও বেশি আসন ছাড়তে হবে। যেমন হয়েছে বিজেপি-র ক্ষেত্রে। বিজেপি এ বার বিহারে গত বারের থেকে গোটা ৪০ বেশি আসন চেয়েছিল। জেডিইউ বিজেপি-কে অতগুলি আসন ছাড়তে রাজি হয়নি। তারা আদতে বিজেপি-কে গোটা ২০ আসন বেশি ছেড়েছে। বিনিময়ে তারা ঝাড়খণ্ডে আরও ৬টি আসন বেশি পেয়েছে।

8 JAN 2005

ANADABAZAR PATRIKA

8 JAN